NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ পশ্চিমবঙ্গ সফরে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

আদালতের রায়ে হাসপাতালে রোগীদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে স্বস্তি নবান্নের ৩

কলকাতা ৫ অগস্ট ২০২৬ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.08.2026, Vol.20, Issue No. 56, 8 Pages, Price 3.00

ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তেরঙ্গা যাত্রার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে জাতীয় পতাকা হাতে তেরঙ্গা যাত্রার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে আগামী শুক্রবার বিকেলে ভবানীপুরের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলেই দলীয় সূত্রে খবর।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই মিছিলের অনুমতির বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই তার শোভাযাত্রার পথ ও কর্মসূচির বিস্তারিত এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সম্প্রতি দিল্লিতে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-সহ বিজেপি নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। তার প্রতিবাদে গত সপ্তাহে কলকাতায় জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল করে বিজেপি। সেই মিছিলের ধারাবাহিকতাতেই এবার ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তেরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা।

এছাড়াও ভবানীপুরের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি র্যালি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যদিও এরপর তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে বড় কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। ফলে শুক্রবারের সম্ভাব্য তেরঙ্গা যাত্রাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। এই শোভাযাত্রার রাজনৈতিক দিক থেকেও ভবানীপুরের মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা ও জনসংযোগের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে এই কেন্দ্র তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। তাঁর বাসভবনও এই কেন্দ্রের মধ্যেই অবস্থিত।

নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম রক্ষায় উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার তৈরি খবরের মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী এই মিউজিয়াম রক্ষায় সক্রিয় হল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখতে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতার পথ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর খুব দ্রুতই সরকারি স্তরে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মিউজিয়ামের ডিরেক্টর সুদীপ শ্রীমাল জানান, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গেও প্রাথমিক কথা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'সুব্রত গুপ্তের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হবে। শমীকবাবুর সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা হয়েছে।'

সূত্রের খবর, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার জরুরি সংস্কারের প্রয়োজন হওয়ায় আগামী ১৬ অগস্ট থেকে মিউজিয়ামটি সাময়িকভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। শুধু বাচ্চাদের কাছে নয়, অভিভাবকদের কাছেও কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ এই মিউজিয়াম। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সংস্কারে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হলেও সেই ব্যয় বহন করা মিউজিয়ামের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়াও দর্শকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

দিল্লির বঙ্গভবনে শুভেন্দু-এনসিপিআই বৈঠক

রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: দিল্লির বঙ্গভবনে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন এনসিপিআই-এর সাংসদরা। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে নতুন দল গঠনের পর এই প্রথম একসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসলেন তাঁরা। মঙ্গলবারের বৈঠকে সাংসদদের বিভিন্ন লোকসভা ও রাজ্যসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন, প্রশাসনিক সমস্যা এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় বলেই সূত্রের খবর।

এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে উন্নয়ন ও সংগঠন নিয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, সন্তুষ্ট প্রতিনিধিরা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তাঁদের সংসদীয় এলাকার কী ভাবে উন্নয়ন করা যায়, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবার বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক শেষে এমনই দাবি করলেন এনসিপিআই সাংসদেরা। এনসিপিআই কি বিজেপির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও সাংসদদের কেউই তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ছাড়াও মঙ্গলবারের বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। বঙ্গভবনের বৈঠকে মোট ২২ জন সাংসদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়-সহ ১৯ জন এনসিপিআই সাংসদ ছিলেন। এ ছাড়াও বৈঠকে হাজির ছিলেন তৃণমূলত্যাগী রাজ্যসভার তিন বিজেপি সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক। দুপুর ১টায় বৈঠক শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের একটি কর্মসূচির জন্য যানজটের কারণে বঙ্গভবনে পৌঁছোতে কিছুটা দেরি হয় শুভেন্দুর। ২২ জন সাংসদের সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টার বৈঠক হয় শুভেন্দুর। বৈঠক শেষে তিনি বঙ্গভবন ছেড়ে সংসদের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে বৈঠক প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এই বৈঠক ঘিরে জল্পনার পারদ চড়ছিল। বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা, তা নিয়েও কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। যদিও বৈঠক শেষে এনসিপিআই সাংসদ শতাব্দী জানান, এনসিপিআই বা দলীয় রাজনীতি নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কোনও আলোচনা হয়নি। মূলত এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'বৈঠক খুব ভাল হয়েছে। ফলপ্রসূ হয়েছে। আগামী দিনে আমরা নবান্নে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈঠক করব।'

মঙ্গলবার দিল্লির বঙ্গভবনে এনসিপিআই-এর সাংসদদের সাথে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিনের বৈঠক শেষে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই বৈঠকটি অনেক দিন ধরেই বাকি ছিল। নিজেদের এলাকার উন্নয়ন নিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে দিকনির্দেশ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং আগামী দিনের কর্মসূচি ঠিক করে দিয়েছেন, তাতে আমরা খুবই সন্তুষ্ট।'

পাশাপাশি বৈঠকে এলাকাছাড়া মানুষ ও রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের প্রসঙ্গে রচনা জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, যাতে কোনও মানুষ কষ্টে না থাকেন বা এলাকা ছেড়ে থাকতে বাধ্য না হন। তিনি বলেছেন, মানুষকে ভয় না পেয়ে এগিয়ে যেতে বলতে এবং তাঁদের পাশে থাকতে। রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে বলেও তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।' এই প্রসঙ্গে সাংসদ জুন মালিয়া মঙ্গলবারের বৈঠককে 'অত্যন্ত সফল ও গঠনমূলক' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়াতে এবং প্রশাসনিক জটিলতা দূর করতে রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস মিলেছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বৈঠকটিকে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' বলেই ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথায়, মূলত বিভিন্ন সংসদীয় এলাকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই এদিন আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এদিন দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন।

'ওরা সোনার বাংলাকে কারাগারে পরিণত করেছে'

বিজেপিকে দুষে গণ আন্দোলনের আহ্বান মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক লাইভে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে গণ আন্দোলনের ডাক দিলেন কালীঘাট-তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বিরোধী কণ্ঠস্বর দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দল, ছাত্র-যুব এবং সাধারণ মানুষকে একসঙ্গে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানান তিনি।

মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক লাইভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বলেন, 'ওরা সোনার বাংলাকে কারাগারে পরিণত করেছে।' তাঁর দাবি, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচি, ছাত্রদের আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত করা হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, গণতন্ত্রে ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকার রক্ষা করা জরুরি। সেই কারণেই শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল নয়, সমাজের সব স্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইকে আরও বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যেতে হবে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘাত এবং আন্দোলনকে ঘিরে উত্তেজনার আবহে মমতার এই বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের মতে, এই বার্তার মাধ্যমে তিনি বিরোধী শক্তিকে বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, 'কোথায় গেল আমার সোনার বাংলা, কোথায় গেল মা-মাটি-মানুষের বাংলা?' যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ফেসবুক লাইভে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা তো দূরের কথা, উল্টে নেতাজিকে অসম্মান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কালীঘাটের বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল বার্তায় তিনি বলেন, নেতাজিকে অপমান করা মানে শুধু বাংলাকে নয়, গোটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেই অপমান করা।

মমতার অভিযোগ, বিজেপির কয়েক জন নেতা নেতাজিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ক্ষমতায় আসার আগে নেতাজি-সংক্রান্ত নথি প্রকাশের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার কী হল? ফাইলগুলি কোথায়? সেই সত্য সামনে আনার দাবিও জানান তিনি। তৃণমূল নেত্রী ছাত্র-যুব, মহিলা, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষকে নেতাজির অসম্মানের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, 'নেতাজি ঐক্যের প্রতীক। তাঁকে অপমান করার বিরুদ্ধে সকলেরই সরব হওয়া উচিত।' একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে এবং বিরোধী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

হামিমের রেইকির তালিকায় ছিল শুভেন্দুর চিনার পার্কের বাড়িও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বড়সড় নাশকতার মারাত্মক ছক বানচাল হওয়ার পাশাপাশি একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে গোয়েন্দাদের হাতে। গত বৃহস্পতিবার বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার হওয়া জইশ-ই-মহম্মদ ও শাহজাদ ভাট্টি গ্যাংয়ের সদস্য মহম্মদ হামিম মণ্ডলকে জেরা করে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ। গোয়েন্দাদের দাবি, পাকিস্তান থেকে আসা নির্দেশে চলা এই জঙ্গির মূল লক্ষ্যই ছিল নিরাপত্তার ফাঁকফোকর চিহ্নিত করা এবং ভিআইপিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেই রেইকি করা হচ্ছিল বলে দাবি এসটিএফের গোয়েন্দাদের। আর এবার হামিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য।

এসটিএফ সূত্রে খবর, কেবল কোনও একটি সুনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান নয়, হামিমের নজরদারি ছিল ব্যাপক। চিনার পার্কে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে শুরু করে নিউ টাউনে কনভয়ের যাতায়াতের পথ, এমন সব জায়গায় রেইকি চালিয়েছিল সে। এমনকি, সিসিটিভি ক্যামেরার নজর এড়াতে একটি অ্যাপ-ক্যাব ভাড়া করে কনভয়ের পথ খতিয়ে দেখেছিল হামিম। তবে চিনার পার্কের বাড়ি দেখে আসলেও, সেখানে প্রচুর সিসিটিভি থাকায় কোনও ছবি বা ভিডিও তুলতে পারেনি সে। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, নিরাপত্তার ফাঁক চিহ্নিত করতে বাসভবনের আশপাশেই বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ছক ছিল তাদের। এখানেই শেষ নয়, রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কার্যালয় নবান্ন চত্বরেও এই জঙ্গি দল ঘোরাফেরা করেছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। বিষয়টি নিশ্চিত করতে আপাতত নবান্ন চত্বরের দিনকয়েকের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সাংবাদিক বৈঠকে এসটিএফের আইজি গৌরব শর্মা জানান, হামিমের নজরদারি শুধু নির্দিষ্ট ভিআইপি-র ওপর সীমাবদ্ধ ছিল না। হাওড়া উত্তরের বিধায়ক তথা পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইয়ের ছেলেকে 'হানিট্র্যাপে'র ফাঁদে ফেলে অপহরণ এবং তা থেকে বড়সড় নাশকতার ছক কষেছিল এই চক্র। রাজ্য ছাড়াও দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলার সময় হামলা চালানোর নির্দেশ সরাসরি আসত সীমান্তের ওপার থেকে।

এই আন্তর্জাতিক জঙ্গি মডিউলটির মূল উপড়াতে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে হামিমের বান্ধবী অর্পিতা সরকার ও সহযোগী আদিত্য সিংকে। গোয়েন্দাদের দাবি, অর্পিতার সঙ্গে সরাসরি পাক হ্যান্ডলারদের যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে ধৃত তিনজনকে সামনাসামনি বসিয়ে ম্যারাথন জেরা চালানো হচ্ছে। বাংলায় এই জঙ্গি জালে আর কারা কারা জড়িয়ে রয়েছে, এদের আর্থিক মদতের উৎস কী তা জানতে তল্লাশি ও তদন্ত প্রক্রিয়া আরও তীব্র করেছে এসটিএফ।

১ অক্টোবর থেকেই ৩৮ শতাংশ ডিএ

■ রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) বৃদ্ধির ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মঙ্গলবার অর্থ দপ্তরের (অডিট শাখা) জারি করা স্মারকে জানানো হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীরা সংশোধিত মূল বেতনের ওপর ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন। একই হারে ডিআর পাবেন রাজ্য সরকারের পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীরাও। স্মারকে বলা হয়েছে, এই সুবিধা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি উদ্যোগ, পঞ্চায়েত কর্মী, পুরসভা, স্থানীয় সংস্থা-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরগুলি পৃথক অনুমোদন ছাড়াই এই নির্দেশ কার্যকর করতে পারবে। এছাড়া, পঞ্চম বেতন কমিশনের প্রাক-সংশোধিত বেতন কাঠামোর আওতায় থাকা কর্মীদের ডিএ ১৭১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২২৩ শতাংশ করা হয়েছে। একইভাবে, এখনও রোপা ২০০৯ অনুযায়ী প্রাক-সংশোধিত পেনশনপ্রাপ্ত পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীরা ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ২২৩ শতাংশ হারে ডিআর পাবেন, যতদিন না তাঁদের পেনশন সংশোধিত হচ্ছে। অর্থ দপ্তরের নির্দেশে আরও জানানো হয়েছে, দৈনিক মজুরিভিত্তিক যেসব কর্মীর মজুরি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাঁদের দৈনিক মজুরি ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে অতিরিক্ত ১১০ টাকা বৃদ্ধি করা হবে।

পাটনায় ফের ককরোচ বিক্ষোভ

■ নিট-এর প্রশ্নপত্রফাঁস বিরোধী আন্দোলনের সময় ধৃত বিক্ষোভকারীদের মুক্তির দাবিতে আবার বিহারের রাজধানী পটনার রাজপথে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। সঙ্গী কংগ্রেস, আরজেডি এবং বামেদের ছাত্র সংগঠন। ঘটনাচক্রে, পাটনা শহরেরই প্রাণকেন্দ্রের বিধানসভা বাঁকিপুরে উপনির্বাচনে সে রাজ্যের শাসকদল বিজেপির পরাজয়ের ঠিক পরের দিনেই সংঘটিত হল এই বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সিজেপি-র সমর্থকেরা এবং বিরোধী দলগুলির ছাত্র ও যুব কর্মীরা পাটনার গান্ধি ময়দানে জমায়েত করেন। সেখান থেকে তাঁরা মিছিল করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরীর বাসভবনের দিকে অগ্রসর হলে বাধা দেয় পুলিশ।

নতুন পিএসি চেয়ারম্যান ঋতব্রতপন্থী কানাইয়ালাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান করা হল ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে। একই সঙ্গে বিরোধী শিবিরের হাতে মোট ১০টি স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের বিধায়কদের হাতে গিয়েছে ৯টি কমিটির দায়িত্ব এবং একটি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

পিএসি চেয়ারম্যান নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে অতীতে এই পদে বসানো হয়েছিল দুই বিজেপি টিকিটে নির্বাচিত হলেও পরে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিধায়ক মুকুল রায় এবং সুমন কাঞ্জিলালকে।

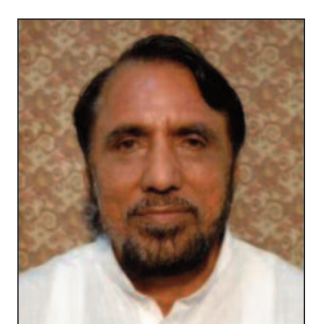

নতুন পিএসি চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

সে সময় বিজেপি আপত্তি তুললেও তৎকালীন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদীয় রীতির কথা উল্লেখ করে সেই সিদ্ধান্তের সপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলে ভাঙন ও নেতৃত্বের পুনর্বিন্যাসের আবহে পিএসি চেয়ারম্যান পদে কানাইয়ালাল আগরওয়ালের নিয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদে বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তও বিধানসভার নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

হাসিনার ভার্চুয়াল ভাষণ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি, অর্থাৎ আজ ৫ অগস্ট দিল্লিতে ভার্চুয়ালি বক্তৃতা করবেন শেখ হাসিনা। কথা বলবেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুষ্ঠানের

> ভারতের মাটি ব্যবহার করে শেখ হাসিনা বা অন্য কোনও পলাতক ব্যক্তি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করলে তা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

> হাসিনার এই বৈঠককে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ঢাকা। ভারতের মাটিতে বিদেশিদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি নেই বলেও কীভাবে হচ্ছে হাসিনার সাংবাদিক বৈঠক হচ্ছে, এমন প্রশ্ন তুলে এবার নয়া দিল্লির অবস্থান জানতে চেয়েছিল ঢাকা।

> ফরেন করেসপনডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া'-তে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকার কথা হাসিনার। সেখানে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি, সাংবাদিক বৈঠকও করবেন তিনি।

সঙ্গে ভারত সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানাল নয়াদিল্লি। শুধু তা-ই নয়, বুধবার হাসিনা যা বলবেন, তা নিয়ে কী অবস্থান হবে, তা আগেভাগেই জানিয়ে দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

আজ দিল্লির 'ফরেন করেসপনডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া'-তে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকার কথা হাসিনার। সেখানে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি, সাংবাদিক বৈঠকও করবেন তিনি। হাসিনার এ ধরনে কর্মসূচি নিয়ে আপত্তি তুলেছে ঢাকা। এ বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদীকে জানানো হয়। জানতে চাওয়া হয়, হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তৃতা দেওয়াকে ভারত সরকার সমর্থন করে কি না। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে একই প্রশ্ন করা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে। সেই প্রশ্নের উত্তরে রণধীর বলেন, 'যে অনুষ্ঠানের কথা হচ্ছে সেটা একটা বেসরকারি মাধ্যম আয়োজন করেছে। তার সঙ্গে ভারতের সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই।' একই সঙ্গে এ-ও জানান, ওই মঞ্চে উত্থাপিত কোনও বিষয় বা ওই মঞ্চ থেকে যা বলা হবে, সেগুলিকে সমর্থন করে না সরকার।

উল্লেখ্য, হাসিনার এই বৈঠককে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ঢাকা। ভারতের মাটিতে বিদেশিদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি নেই বলেও কীভাবে হচ্ছে হাসিনার সাংবাদিক বৈঠক হচ্ছে, এমন প্রশ্ন তুলে এবার নয়া দিল্লির অবস্থান জানতে চেয়েছিল ঢাকা।

প্রসঙ্গত, ৫ অগস্ট শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার দুই বছর পালিত হবে বাংলাদেশে। আর সেই সময়ই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্যে সাংবাদিক বৈঠকের প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বেগে ঢাকা। সোমবার ঢাকায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেন,'ভারতের মাটি ব্যবহার করে শেখ হাসিনা বা অন্য কোনও পলাতক ব্যক্তি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করলে তা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **দেবব্রত ঠাকুর,** পিতা:প্রয়াত জন্মেঞ্জয় ঠাকুর, সাকিন: ৩৯/১, এ.সি. ব্যানার্জি রোড, পো: আড়িয়াদহ, থানা: বেলঘরিয়া (পুরোনো) দক্ষিণেশ্বর (নতুন), কলকাতা – ৭০০০৫৭, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে **দেবব্রত ঠাকুর** এবং **দেবব্রত কবিরাজ ঠাকুর** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। এতদ্বারা ভবিষ্যতে সমস্ত ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্যে আমি **দেবব্রত ঠাকুর** নামেই পরিচিত হব। এই ঘোষণাটি বারাকপুর ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের সমক্ষে তারিখ ০২/০৫/২০২৬-এ প্রদত্ত একটি হলফনামা (Affidavit) মারফৎ করা হলো।

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, I, **RANJIT KUMAR GUPTA**, S/o Biswanath Gupta, residing at 805, Panchannagram, Kolkata - 700100, have rectified my name from **RANJIT KUMAR SHAW to RANJIT KUMAR GUPTA**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide **Affidavit No. 23179 on 31/07/2026**, **RANJIT KUMAR SHAW** and **RANJIT KUMAR GUPTA** is same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **ANUPAMA ROY** W/O Late Mahesh Roy residing at H. No. 11, BL. No. 14, P.O.- Kankinara, P.S.- Bhatpara, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743126 do hereby declare vide affidavit serial no. 294 dated 22.07.2026 in the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my actual and correct name is ANUPAMA ROY and same has been recorded in my Aadhaar, PAN Card but my name has been wrongly recorded as ANUPAMA RAY in the Saving Account of SBI, Kankinara Branch being Account No. 00000034421441649 in place of my correct name ANUPAMA ROY. My husband was working in Jagatdal Jute & Industries Limited and my nickname PUTUL ROY has been recorded in the service record of my husband. ANUPAMA ROY W/O Late Mahesh Roy, ANUPAMA RAY W/O Late Mahesh Roy and PUTUL ROY W/O Late Mahesh Roy i.e. myself am the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Seikh Year Hossain, S/o- Seikh Jehed Ali, গ্রাম ও পোঃ- রামেশ্বরপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। Sania Khatun আমার মেয়ে, যার স্কুল রেকর্ডে আমার নাম Seikh Iyar Hossain আছে। গত ১৪/০৭/২০২৬ Ld. J.M. 1st Class কোর্ট বহরমপুর, মুর্শিদাবাদে এফিডেভিট বলে আমি Seikh Year Hossain এবং Seikh Iyar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar Mohta s/o Kishan Lal Mohta r/o Flat No. – 5k, Block -2, Merlin North Star, 70 P.C. Ghosh Road, Near Alapani Club,12, Bazar Ghat Road, P.O – Sreebhumi, P.S – Laketown, Dist N 24 parganas, Pin - 700048 do hereby declare that my name has been wrongly recorded as "Sanjay Mohta" instead of "Sanjay Kumar Mohta" in my Voter ID and Passport, whereas in my PAN Card, Aadhar Card and in other documents my name is correctly recorded as "Sanjay Kumar Mohta" as declared before Office of Judicial Magistrate N 24 Parganas (West Bengal) vide affidavit no. 1212 Dated 29.07.2026. Sanjay Kumar Mohta and Sanjay Mohta are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি Seikh Rahim Baksh, পিতা- Seikh Jahed Ali, গ্রাম ও পোঃ- রামেশ্বরপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। Masud Aktar আমার ছেলে যার স্কুল রেকর্ডে আমার নাম Sk Rahim Box আছে। গত ১৪/০৭/২০২৬ বহরমপুর Ld. J.M. 1st Class কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Seikh Rahim Baksh এবং Sk Rahim Box এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Hrittik Kumar Shaw, S/o Arun Kumar Shaw @Arun Shaw, residing at 124, Picnic Garden Road, Kolkata - 700 039 hereby declare that according to my Aadhaar Card & PAN Card my father name wrongly appears as Arun Kumar Shaw and in my Voter Card my father name appears as Arun Shaw but as per my father's Aadhaar Card & PAN card his name appears as Arun Shaw. Vide an Affidavit No. 68467, dated 03.08.2026 before 3rd Judicial Magistrate, Alipore Arun Kumar Shaw and Arun Shaw both are same and one identical person. That henceforth in all records and documents my father's name will be written as Arun Shaw.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 24/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15330 নং এফিডেভিড বলে আমি Ziaulhaque E Kazi ও Kazi Jiyaul Haque S/o. Kazi Earshadul Haque @ Ershadul Hak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 28/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13149 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Faridul Haque S/o. Sekh Fayjal Haque ও Faridul Haque S/o. F. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17370 নং এফিডেভিট বলে আমি Dipali Chakrabarti (old name), W/o. Madan Chakraborty, R/o. Jiban Paler Bagan, Near Ramkrishna School, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Dipali Chakrabarti নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Dipali Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Dipali Chakraborty & Dipali Chakrabarti, W/o. Madan Chakraborty, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রীমতী শিপ্রা দেবনাথ, স্বামী- শ্রী গোকুল দেবনাথ, সাং- নবদ্বীপ পোড়ামাতলা রোড, মালোপাড়া, পো:+থানা- নবদ্বীপ, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩০২, হাল সাং-নবদ্বীপ প্রতাপ গোস্বামী রোড, পো:+থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২, ২) শ্রীমতী সন্দিপ্তা দেবনাথ, স্বামী- শ্রী সুফল দেবনাথ, সাং- নবদ্বীপ পোড়ামাতলা রোড, মালোপাড়া, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২, হাল সাং- অভয় মিত্র স্ট্রীট, হাটখোলা, কলকাতা, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০০৫, ৩) শ্রীমতী রুপা দেবনাথ, শ্রী অপূর্ব দেবনাথ, সাং- নবদ্বীপ পোড়ামাতলা রোড, মালোপাড়া, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২।সকলের পক্ষে ইংরাজী 07/01/2025 তারিখে নবদ্বীপ এ. ডি. এস. আর. অফিসের ১ নং বহির ১৩১৫-২০২৫ নং ভলিউমের ৫৪৩৯ নং হইতে ৫৪৫৭ নং পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ৩২/২০২৫ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারগণ যথাক্রমে,১) শ্রী অভিজিৎ সাহা, পিতা- শ্রী ধর্ম সাহা, সাং- ১০৭/১, ব্যানার্জীপাড়া রোড, পো:+থানা-নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২, ২) শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা, পিতা-স্বর্গীয় মনোরঞ্জন সাহা, সাং- মাথাপুর রোড, শ্যামনগর, পোস্ট +থানা- জানান নবদ্বীপ,জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২।৩) শ্রী তন্ময় কর্মকার, পিতা- শ্রী তপন কর্মকার,সাং- মাথাপুর রোড, কপালীপাড়া, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২, বিগত ইংরাজির 23/06/2025 তারিখে I-2162/25 রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় কোবলা দলিল বলে শ্রীমতী টুটুন দাস স্বামী- গৌতম দাস, সাং+পো:- কালীতলা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-742133, কে ৪ নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজায় আর এস খতিয়ান নং- ৯৮, এল আর খতিয়ান নং- ২২৭০, ২২৭২, ২২৭১, আর. এস দাগ নং-১৪৪, এল. আর দাগ নং-১১৯৩, মোট জমি পরিমান ০.৮৩ শতক জমি বিক্রয় করেন।উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ (মহেশগঞ্জ) B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) সুনীল কুমার মন্ডল ওরফে সুশীল চন্দ্র মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় সুধা মাধব মন্ডল, সাং- প্রাচীন মায়াপুর পঞ্চম লেন, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, ২) শ্রী সুভাষ চন্দ্র মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় সুধা মাধব মন্ডল, সাং- প্রাচীন মায়াপুর পঞ্চম লেন, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, হাল সাং- ২২ (7/E), পানপাড়া ৪র্থ লেন, পোস্ট:- তালপুকুর, থানা- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৩, ৩) শ্রীমতী বন্দনা মন্ডল, স্বামী- স্বর্গীয় সুশান্ত মন্ডল ওরফে সুশান্ত কুমার মন্ডল, ৪) শ্রী সুদীপ্ত মণ্ডল, পিতা- স্বর্গীয় সুশান্ত মন্ডল ওরফে সুশান্ত কুমার মন্ডল, উভয়ে সাং- প্রাচীন মায়াপুর পঞ্চম লেন, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, উভয়ে হাল সাং- ১০৫/২, অমর চক্রবর্তী রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, পো:- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩। সকলের পক্ষে ইংরেজি 30/10/2024 তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিসে ১ নং বহির ৩৩০৪/২০২৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী বিকাশ চন্দ্র পাল পিতা- স্বর্গীয় লক্ষ্মী নারায়ণ পাল, সাং- প্রাচীন মায়াপুর রোড, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতা পাইয়া। বিগত ইংরেজি 16/07/2025 তারিখে I-2427/2025, দলিল বলে শ্রীমতী মিনাক্ষী দাস ঘোষ স্বামী-টোটন ঘোষ, সাং-প্রাচীন মায়াপুর, মহাপ্রভু কলোনী, মতি সাহার মাঠ, পো:+থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজায়, সাবেক খতিয়ান ২৯৮ ও এল.আর খতিয়ান ৪৫৮১,৪৫০৫,৪৫৬৫, আর. এস দাগ ৯৮৯, এল. আর দাগ ৭০২৭, পরিমাণ ২.৪৮ শতক জমি বিক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ (মহেশগঞ্জ) B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী জগৎ নারায়ণ দত্ত, পিতা:- জলধর দত্ত, সাং+পো:- দেবগ্রাম নিকট হইতে ১৯৯৭ সালে ৩০০ নং কোবলা দলিল বলে শঙ্কর সরকার, পিতা:- কালিপদ সরকার, সাং+পো:- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, মালিক হইয়া ২০১৫ সালে ১২৯৫৯ নং A.D.S.R KRISHNAGAR অফিসে GENERAL POWER OF ATTORNEY করেন অনুপ কুমার সাহা, পিতা:- গিরিজা প্রসাদ সাহা-কে, যার মৌজা- দেবগ্রাম, ৬০ নং L.R. দাগ- 8504, 8506, খতিয়ান নং- R.S.-155, 156, L.R.- 27454, দেবগ্রাম অফিসে গৃহীত। ১) প্রশান্ত কুমার দত্ত, পিতা:- প্রফুল্ল কুমার দত্ত, ২) কালী চরণ দাস, পিতা:- সুকুমার দাস, দলিল নং- ১৫০৫০/২০১৫ অনুযায়ী L.R. রেকর্ড করিবেন। যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহা হইলে দেবগ্রাম BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন ৩০ দিনের মধ্যে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুনীল কুমার দাস, ২)শ্রী অনিল কুমার দাস, ৩)শ্রী ভবানী চরণ দাস,** সকলের পিতা ৺সতীশচন্দ্র দাস, **৪)শ্রীমতী বিল্বময়ী দাস,** স্বামী ৺সতীশচন্দ্র দাস, সকলের সাকিম হরিদ্রাডাঙ্গা, চন্দননগর, হুগলী, **৫)শ্রীমতী রেনুকা সাঁতরা,** স্বামী শ্রী রামচন্দ্র সাঁতরা, সাকিম বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী, **৬)শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাস,** স্বামী শ্রী বেচুরাম দাস, সাকিম শেওড়াফুলি শিবতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, **৭)শ্রীমতী নমিতা খামারু,** স্বামী শ্রী স্বপন খামারু, সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৯৯২ সালে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0014/1992 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **৮) শ্রী নবকুমার দাস,** পিতা ৺সতীশচন্দ্র দাস, সাকিম সাকিম হরিদ্রাডাঙ্গা, চন্দননগর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **শ্রী নবকুমার দাস** মহাশয় নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৮/০৭/১৯৯৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02935/1995 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় **১) শ্রী গোপাল রুদ্র,** পিতা ৺অনন্ত মোহন রুদ্র ও **২)শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রুদ্র,** স্বামী শ্রী গোপাল রুদ্র, উভয়ের সাকিম নিত্যানন্দপুর, বলাগড়, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, ১৬ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৪৩৯/২ নং তথা হাল এল.আর. ১০২৫ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১৮৪৪ নং তথা হাল এল.আর. ২১৬৭ নং দাগে সাবেক ভিটি হাল বাগান জমি, ০২ কাঠা ০৬ ছটাক ৩৩ বর্গফুট বা কমবেশী .০৪০ সহস্রাংশ সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১) শ্রী গোপাল রুদ্র,** পিতা ৺অনন্ত মোহন রুদ্র ও **২)শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রুদ্র,** স্বামী শ্রী গোপাল রুদ্র, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমার মক্কেলদ্বয় ১) রীনা বৈদ্যনাথ রুইদাস চণ্ডীতলা, হুগলী নিবাসী, ১০/০৮/২০১৬ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৫২৯ নং দলিলমূলে পদ্ম ঘোষ সাং-চণ্ডীতলা, হুগলী নিবাসী এর থেকে খরিদ করি তৎপরে পদ্ম ঘোষ ৬২৭৯/১৬ নং দলিল মূলে কানাইলাল সাঁতরা দীগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার নিখিল চন্দ্র ঘোষ দীগর সাং-চণ্ডীতলা, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১২৫/২০০৭ জনাই, হুগলী) গরলগাছা মৌজায় জে.এল ৯০ ভুক্ত, এল.আর নং ১৭৬ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৫৩৩ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ৪.৯৬ শতক ২) মমতা ঘোষ চণ্ডীতলা, হুগলী নিবাসী, ১৩/০৭/২০২৬ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৪৮৫ নং দলিলমূলে অসিত কুমার ঘোষ দীগরের সাং-চণ্ডীতলা, হুগলী নিবাসী পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সুব্রত সিমলাই সাং- জনাই, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ২৩০৫/২৫ জনাই, হুগলী) পায়রাগাছা মৌজায় জে.এল ৫৫ ভুক্ত, এল.আর নং ১৬২৬, ১৬২৯,২৫০২,২৫০৩ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৬৯৯ নং দাগে বাস্তু জমি কমবেশী ৬. ১৮ শতক ৩) মোহন বানরা বালি, হাওড়া নিবাসী, ৩১/০৭/২০২৬ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭১১৪ নং দলিলমূলে স্বপন কুমার ঘোষ দীগরের সাং-ডানকুনি, হুগলী নিবাসী পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী সাং-ডানকুনি, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৩৪৬৮/২৪ জনাই, হুগলী) মনবেড় মৌজায় জে.এল ১০১ ভুক্ত, এল.আর নং ৮২৭ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২১০৬ ও ২১০৭ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ৩.৩০ শতক ৪) ইলেকট্রো পলিস প্রোডাক্ট প্রা: লি; বাগুইহাটী, কলকাতা নিবাসী, ০৩/০৩/২০২৫ তারিখে কলকাতা- ৪ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩০৪৮, ৩০৪৭ নং দলিলমূলে শিবনাথ ঘোষ দীগরের সাং-ডানকুনি, হুগলী নিবাসী পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সমিতেশ আগরওয়াল সাং-বাগুইহাটী,কলকাতা নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১১৬৬৭/২৩ জনাই, হুগলী) খড়িয়াল মৌজায় জে.এল ৯৬ ভুক্ত, এল.আর নং ৬৯, ৪৩৬, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ১২৭৮, ১২৭৯, ১৩২৪, ১৩৪৮, ১৩৪৯, ১৮৫৬ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১০৮২ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ১৬.৪১৮৪ শতক ৫) সেখ সরিফুল রহমান বেগমপুর, হুগলী নিবাসী, ০৮/০৪/২০১৩ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৪০০ নং দলিলমূলে সামিরন বেগম দীগরের সাং-বেগমপুর, হুগলী নিবাসী পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ সেলিম সাং-বেগমপুর, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১৮৩/১৩ ও ৬৭৫/১২ জনাই, হুগলী) বেগমপুর মৌজায় জে.এল ৭৩ ভুক্ত, এল.আর নং ১৬ ১, ১৮৪, ৭৮৬, ৮২০, ১৮৫৮, ২৩৮৮, ২৭৯১, ৪৮১৬, ৪৮১৭, ৪৮১৮, ৪৮১৯, ৪৮২০ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১৪৪ নং দাগে ডোবা জমি কমবেশী ১৭ শতক ৬) দীপঙ্কর ঘোষ ও দ্যুতি ঘোষ কলাছড়া, হুগলী নিবাসী, ২৪/০৬/২০২৬ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৮৮১ নং দলিলমূলে সামিরুল ইসলাম সেখ দীগরের সাং- কুমিড়মোড়া,হুগলী নিবাসী পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সামীনা বেগম সাং-কুমিড়মোড়া,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১২১৭৮/২৫ জনাই, হুগলী) কলাছড়া মৌজায় জে.এল ৫৪ ভুক্ত, এল.আর নং ৩২৩৭ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ০৪ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ৪.১৩৩ শতক সম্পত্তি জমি খরিদ করিয়া চণ্ডীতলা-২ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও চণ্ডীতলা হুগলী অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যাক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিঞ্জাপনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে

Sd/- **Mousumi Mukherjee (Mustaphi), Advocate, Serampore & Chinsuraha Court**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)কাবেরী রুদ্র,** পিতা সরোজ কুমার রুদ্র, সাকিম ২৬/এ, আর.কে. স্ট্রীট উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৫৮, **২)চৈতি রামানি,** স্বামী বিজয় রামানি, **৩)চিরঞ্জীব চৌধুরী,** পিতা ৺চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, **৪)কৌশিক সরকার,** পিতা ৺গোপেশ্বর সরকার, **৫)দীপঙ্কর সিনহা,** পিতা ৺শশাঙ্ক শেখর সিনহা ওরফে সনাতন সিংহ, ২-৫নং এর সাকিম মন্ডলাই, ইলছোবা মন্ডলাই, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৫/১২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05390/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **৬)গঙ্গাদাস কর,** পিতা ৺গোপাল কিঙ্কর কর, সাকিম ডেস্টিনি টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৫এইচ, ২৫ চিনার পার্ক, হাতিয়ারা, রাজারহাট, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১৫৭, মহাশয় বিগত ইং ১৭/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06753/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(৭)অন্তরা দে,** স্বামী লক্ষ্মীকান্ত দে, পিতা অমরেন্দ্র নাথ বসু, সাকিম নারায়নপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিগত ইং ৩০/০৭/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03078/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **পিয়ালী দে,** স্বামী পার্থ দে, সাকিম পাভুয়া বেনেপাড়া, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পাভুয়া, মৌজা মন্ডলাই, জে.এল. নং ৩৭, হাল এল.আর. ৩৬৭, ৮৩৪, ১০৩৬, ১০৮৯/১, ৩১২৭, ৩৩৩৭, ৩৩৩৯, ৩৩৪০, ৩৩৪১, ৩৩৪২, ৩৩৪৩, ৩৩৪৪, ৩৪৫৯, ৩৪৬০, ৩৪৬১, ৩৪৬২, ৩৪৬৩ ও ৩৪৬৪ নং খতিয়ান হইতে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৫২ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ১৩ শতকের মধ্যে ৯.১২ শতক সম্পত্তি, ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৫৭ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ১৪ শতক সম্পত্তি, এবং ৩)উক্ত মৌজায় হাল এল.আর. ৬৮ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৫৬ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৭ শতক সম্পত্তি, একুনে তিনটি দাগে মোট ৩০.১২ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **পিয়ালী দে,** স্বামী পার্থ দে, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাভুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **অন্তরা দে, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, উত্তর মৌরী পালপাড়া, আন্দুল, হাওড়া নিবাসী **১)শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাল** ও ১৩, তিলি সড়ক মেন রোড নিবাসী **২)শ্রী সুবীর কুমার পাল,** ১ ও ২ এর পিতা মৃত উমা শঙ্কর পাল মহাশয়গণ বিগত ইং ৩০/০১/২০২৩ তারিখে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৬২৯/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল শ্রী বৈদ্যনাথ সাহা, পিতা স্বদেশ চন্দ্র সাহা, সাকিম বাঁশবেড়িয়া ক্ষুদিরাম পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, পিন ৭১২৫০২, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, জে.এল. নং ৫৩, হাল এল.আর. ২৫৩৩ ও ২৫৪৪ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ২৬১২ নং তথা হাল এল.আর ৪৪৭৪ নং দাগে পুকুর জমির পরিমান ০.২৭২ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত ০.২৭২ একর সম্পত্তিটি বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৬ তারিখে তিনি তাহার হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের নামে যাহা "বৈদ্যনাথ সাহা এইচ ইউ এফ পক্ষে কর্তা বৈদ্যনাথ সাহা" নামীয় (D.S.R.-I, HOOGHLY) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১২১১৪/২০২৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **বৈদ্যনাথ সাহা** এইচ ইউ এফ পক্ষে কর্তা বৈদ্যনাথ সাহা তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

NOTICE

IN THE COURT OF LD. ADDITIONAL SUB-JUDGE HOOGHLY AT CHINSURAH

REF: TITLE SUIT NO. 45/2023

PLAINTIFF :**1. Smt. Mitali Ganguly** W/o. Late Provat Ganguly D/o. Late Sunil Kumar Chatterjee, of Vill. & P.O. Vastara, P.S.Gurap, Dist. Hooghly, Pin-712303. **2. Sri Palash Mukherjee** S/o. Late Labkumar Mukhopadhyay and Late Gita Mukhopadhyay, of Vill. & P.O. Gurap, P.S. Gurap, Dist. Hooghly, Pin-712303. **3. Smt. Nupur Banerjee,** W/o. Sri Satyadeb Banerjee, D/o. Late Labkumar Mukhopadhyay and Late Gita Mukhopadhyay, of Vill. & P.O. Khanyan, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin - 712147. **4. Smt. Suparna Roy,** W/o. Sri Satya Kumar Roy, D/o. Late Ratna Banerjee and Late Madhusudan Banerjee, of Bansberia, P.O. Bansberia, P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin-712502. **5. Smt. Maitri Bhattacharya,** W/o. Late Parijat Bhattacharya, D/o. Late Madhusudan Banerjee and Ratna Banerjee, of Vill. & P.o. Tribeni, P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin-712502. **6. Smt. Indira Mukherjee,** W/o. Sri Sabyasachi Mukherjee, D/o. Late Madhusudan Banerjee and Ratna Banerjee, of Vill. Junglepara (Kola), P.O. & P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin-712148. **7. Smt. Aparna Mukherjee** W/o. Sri Sukdeb Mukherjee, D/o. Late Samir Burman and Late Subhra Burman, of Vill. Uttarkhanda, P.O. Simlagarh, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin-712135.

I inform you that the property situated at District and District Sub Registry office Hooghly, A.D.S.R. Dhaniakhali, Mouza -Kantagoria, J.L.No. 167, R.S.Khatian No. 5. L.R.Khatian No. 516. **1.** R.S.Plot No. 562 corresponding to L.R.Plot No. 609, Area 84 Satak, Sali. **2.** R.S.Plot No. 571 corresponding to L.R.Plot No. 617, Area 37 Satak, Sali. **3.** R.S.Plot No. 593 corresponding to L.R.Plot No. 646, Area 72 Satak, Sali. **4.** LR Khatian no 345 (Sunil Kuman Chattopadhaya):- **(i)** R.S. & L.R. plot no. 15, Area 0.23 acre Sali; **(ii)** R.S. & L.R. plot no. 44, Area 0.47 acre Sali; **(iii)** R.S. & L.R. plot no. 52, Area 0.22 acre Sali; **(iv)** R.S. & L.R. plot no. 90, Area 0.10 acre Sali; **(v)** R.S. & L.R. plot no. 96, Area 0.20 acre Sali; **(vi)** R.S. & L.R. plot no. 97, Area 0.10 acre Sali; That the above mentioned schedule property is situate within the jurisdiction of your Honour's Court and the plaintiffs have filed a Title Suit against the following defendents:- **(i) Smt. Suparna Burman,** W/o. Ashoke Burman, D/o. Samir Burman, Of Vill. & P.O. Palla Road, P.S. Memari, Dist. - Purba Burdwan, Pin - 713151; **(ii) Smt. Manjushree Chatterjee**, W/o. Late Debabrata Chatterjee; **(iii) Sri Angshuman Chatterjee,** S/o. Late Debabrata Chatterjee; **(iv) Smt. Srijata Chatterjee,** D/o. Late Debabrata Chatterjee; Sl. No. ii to iv all are resident of Vill. & P.O. Bhastara, P.S. Gurap, Dist. - Hooghly, Pin - 712303. This above mentioned suit is pending your Honour's Court vide no. 45/2023 which is pending before the Ld. Court at Chinsurah. It is therefore stated to the defendents that after publishing this publicatication with 30 days, the above mentioned defendents or any other person may appear before this Ld. Court and file his objection within 30 days therewith otherwise the Ld. Court shall be at liberty to proceed ex-parte order against the above mentioned defendents.

Ld. Advocate on behalf of the applicants

BY ORDER OF THE COURT
Sd/- Jyotirmoy Sarkar ,Sheristadar
Civil Judge, (Sr. Divn.) 1st / 2nd / Addl. Court Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, অতিরিক্ত সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং - ২৬৯/২০২২
মদন মোহন ঘোষ .... বাদী
বনাম
জয়দেব খাঁ দীগর .... বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র বাদী হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত জে.এল. নং - ১৮৬, ব্রাহ্মনপাড়া মৌজাস্থিত সাবেক - ৩৭০ তথা হাল ৪৭৫ নং দাগে ০৫ শতক বাস্তু, সাবেক - ৩৭১/৬০৭ তথা হাল ৪৭৬ নং দাগে ০৩ শতক বাস্তু, সাবেক - ৩৭৬ তথা হাল ৪৮৩ নং দাগে ০৩ শতক বাস্তু জমি যাহার খতিয়ান নং- ৮২, ৪৬ ও ৫৩৯ এর সম্পত্তি লইয়া একটি বিভাগ বন্টনের মোকর্দ্দমা উপরোক্ত আদালতে দায়ের করিয়াছেন যাহা বর্তমানে বিচারাধীন এবং উক্ত মোকর্দমায় আপনি **রীনা পাত্র,** স্বামী- মানিক পাত্র, সাং- চাঁপসাড়া, পোঃ- মহিষটিকড়ি, থানা- হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২৩, নিবাসী ব্যক্তি পক্ষ তথা মোকাবিলা বিবাদী রহিয়াছেন এবং আপনাকে বারংবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও আপনার উপর সমন জারি করা যায় নাই এবং সেইকারণ হুজুর আদালত আপনার উপর খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া সমন জারি করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যদি আপনি বা উক্ত সম্পত্তির সহিত ওয়াকিবহাল কোন ব্যক্তি উক্ত মোকদ্দমায় মোকাবিলা করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন নচেৎ আইন মোতাবেক পরবর্তী শুনানী ও আদেশ হইবে।

ইতি – *শান্তনু ঘোষাল*
দরখাস্তকারীর পক্ষে এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে,
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
জেলা হুগলী, অতিরিক্ত সিভিল জজ,
সিনিয়র ডিভিশন আদালত, চুঁচুড়া

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই আগস্ট, ১৯ শে শ্রাবণ । বুধ বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে সকাল কোন একপাদ দোষ বৈকাল ৫/৫/ র পরে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পরিবহণ মন্ত্রীর নির্দেশে ব্যস্ততম রোডে টোটো চলাচলে লাগাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বড় রাস্তায় টোটো চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যানজট কমাতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে বড় রাস্তা কিংবা জাতীয় ও রাজ্য সড়ক থেকে টোটো সরিয়ে দিতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। পরিবহণ মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এক্সপ্রেসওয়ে, হাইরোড কিংবা বড় রাস্তায় কোনওমতেই টোটো চালানো যাবে না। বাই লেনগুলোতে টোটো চালাতে হবে। পরিবহণ মন্ত্রীর নির্দেশে মতোই টোটো চলাচলে লাগাম টানতে ময়দানে নামল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আতপুর সাব ট্রাফিক গার্ড।

মঙ্গলবার ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডের শ্যামনগর চৌরঙ্গি মোড়ে নজরদারি চালাল ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা। সেখানে হাজির ছিলেন এসিপি ট্রাফিক সজল মান্ডি, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সুরেশর মণ্ডল-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এসিপি ট্রাফিক সজল মান্ডি বলেন, দেশনায়ক নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত শ্যামনগর চৌরঙ্গি মোড়। ছ'টি মোড় বিশিষ্ট এই চৌরঙ্গি কালিমন্দির চত্বর। স্কুল ও অফিস টাইমে ব্যস্ততম এই ঘোষপাড়া রোডে যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজট এড়াতে এবং টোটোর দৌরাত্ম্য কমাতে ঘোষপাড়া রোডে নজরদারি করা হয়।

এসিপি ট্রাফিক জানান, শ্যামনগর পুরানো পোস্ট অফিস মোড় থেকে টোটো ভেতরের রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাফরান মোড় থেকে টোটোকে গুপ্ত রোডে পাঠানো হচ্ছে। তেরঙ্গি মোড় থেকে গাঙ্গুলি পাড়ার দিকে টোটো ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ঘোষপাড়া রোডে আর যানজট হচ্ছে না। অপরদিকে টোটো চালক উমেশ চৌধুরী জানান, আগে চৌরঙ্গি মোড়ে যানজটের সৃষ্টি হত। বড় রাস্তায় টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে ভেতরের রাস্তায় তারা বেশ শান্তিতে টোটো চালাতে পারছেন।

চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রাপ্য মিটিয়ে বন্ধ বাগান দ্রুত চালু হবে, জানালেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদনরাজ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগান পুনরায় চালু করা, চা-শ্রমিকদের বকেয়া প্রাপ্য দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া এবং চা-বাগানের জমি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রবণতা রুখতে মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের কড়া অবস্থানের কথা জানালেন শ্রম ও পরিবহন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের চা-শিল্পকে বাঁচাতে শ্রমিকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, বহু চা-বাগানে শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই এবং বেতন দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে। তাঁর কথায়, 'যাঁরা সময়মতো পিএফ জমা দেননি, গ্র্যাচুইটি ও বেতন বাকি রেখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শ্রমিকদের সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দিতেই হবে।'

তিনি জানান, বন্ধ থাকা একটি চা-বাগান অবিলম্বে চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'এক মাস ধরে যে বাগানটি বন্ধ রয়েছে, তা দ্রুত খুলতে হবে। শ্রমিকদের অনলাইনে প্রয়োজনীয় আবেদন সম্পূর্ণ করে পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে,' বলেন তিনি।

এছাড়াও জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (NCLT) চলা একাধিক মামলার প্রসঙ্গও তোলেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, এতদিন শ্রম দপ্তরের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব না থাকায় শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 'এবার থেকে আমাদের আইনি দল এনসিএলটিতে থাকবে। সেখানে প্রথম অধিকার শ্রমিকদের। মালিকেরা নিজেদের সম্পত্তি বাঁচিয়ে নিলেও শ্রমিকদের বঞ্চিত করা চলবে না,' বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও চা-বাগানের জমি বিক্রি বা পর্যটনের নামে অন্য কাজে ব্যবহার নিয়েও এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, 'চা-বাগানের জমিকে হোটেল বা রিসর্ট তৈরির জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা হলে সরকার তা মেনে নেবে না। চা-শিল্প ও শ্রমিকদেরকে রক্ষা করাই আমাদের লক্ষ্য।'

পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের উপরও জোর দেন তিনি। মন্ত্রী জানান, 'চা-বাগানে আইন অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। রাস্তা, হাসপাতাল, অ্যাম্বুল্যান্স-সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব।'

এদিন তিনি আরও দাবি করেন, গত প্রায় কয়েক দশক ধরে চা-শিল্পের সমস্যাগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'বহু বছর ধরে যে সমস্যাগুলি জমে ছিল, সেগুলির সমাধানে আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করছি। প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।'

মঙ্গলবার ফের রাজ্যে পুরানো ও অযোগ্য বাণিজ্যিক গাড়ির ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। এই প্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, 'অনেক গাড়ির প্রয়োজনীয় নথি নেই, ফিটনেস নেই। নিয়ম মেনে ব্যবস্থা না নিলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়বে। তাই আইন মেনেই সব পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এছাড়াও পুলকার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী জানান, 'আমরা রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলোকেও চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, যাতে তারা প্রয়োজনীয় নথি নেই, ফিটনেস নেই এমন পুলকার গাড়ি বাতিল করে দেয়।' স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকার চিন্তিত বলেও দাবি করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি পড়শী রাজ্যের থেকে নিবন্ধিত হওয়া অনেক গাড়ি এই রাজ্যে চলছে, শুধু তাই নয়, রাজ্যে এমন বাণিজ্যিক গাড়ি আছে যার ১৫ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ন হয়েছে গেছে, সেই গাড়ির কোনো রুট পারমিট নেই, ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই, এমন গাড়িকে সনাক্ত করতে মোটর ভেহিকলসগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর কথায় 'ঘুগুর বাসা ভাঙতে শুরু করেছি, একদিনে ভাঙতে পারবো না, ধাপে ধাপে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

পাইকপাড়ায় ফ্ল্যাট কিনেও অকূলপাথারে ৩০টি পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রক্তজল করা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে মাথা গোঁজার ঠাঁই করেছিলেন তাঁরা। কেউ জীবনের শেষ সম্বলটুকু সম্বল করে কিনেছিলেন ১৯ লাখ টাকার ৭২০ স্কোয়্যার ফুটের স্বপ্ননীড়, তো কেউ আবার দেড়শো বছরের পুরনো ভিটামাটি প্রোমোটারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটু মাথা গোঁজার উন্নত আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে সেই স্বপ্নে নেমে এল চরম বিপর্যয়। আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ফ্ল্যাট খালি করার পুরসভার নোটিস এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী হাতে পৌঁছতেই কান্না, হাহাকার আর আক্রোশে ফেটে পড়তে দেখা যায় কলকাতার এক বহুতলের বাসিন্দাদের। ক্রেতাদের পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে, জমিতে বিচারাধীন মামলার তথ্য গোপন করে কোটি কোটি টাকা হাতানোর পর বর্তমানে নিখোঁজ মূল অভিযুক্ত প্রোমোটার।

স্থানীয় ও পুরসভা সূত্রে খবর, যেখানে বর্তমানে নতুন তিনতলা বহুতলটি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে একসময় ছিল প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো একটি টালিচালার বাড়ি। শরিকি সেই ভিটেতে দীর্ঘ তিন পুরুষ ধরে বসবাস করছিলেন মূল বাসিন্দারা। কিন্তু বাঁধ সাধে জমি সংক্রান্ত এক পুরনো আইনি লড়াই। জানা গিয়েছে, ১৯৮৬ সাল থেকে ওই জমিটি নিয়ে মূল মালিকপক্ষের সঙ্গে মামলা চলছিল আদালতে। আইনি জট কাটেনি, তার মধ্যেই ২০২২ সালে সুযোগ বুঝে এক প্রোমোটার সেখানে বহুতল আবাসন ও নিচে একাধিক দোকান ঘর বানিয়ে ফেলেন।

অভিযোগ, মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও ফ্ল্যাট বিক্রির সময় ক্রেতাদের কাছ থেকে সেই তথ্য গোপন করেছিলেন ওই প্রোমোটার। আদালতের কোনো স্থগিতাদেশ না-থাকার সুযোগ নিয়ে মোট ২৩টি পরিবারের কাছে বেআইনিভাবে বিক্রি করা হয় এই ফ্ল্যাটগুলি। এমনকি বহু ক্রেতাকে কোনও আসল রেজিস্ট্রি দলিল না-দিয়ে কেবল ৯৯৯ বছরের চুক্তিপত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে বাসিন্দারা যখন ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেন, তখন প্রোমোটারের মুখে জমি নিয়ে মামলা চলার কথা জানতে পারেন। তবে ততদিনে দেরি হয়ে গিয়েছে। গত বছরের জুন মাসে মামলা শেষ পর্যন্ত মূল মালিকপক্ষের পক্ষে যায়। এরপরই ফ্ল্যাট খালি করার আইনি তোড়জোড় শুরু হয় এবং মঙ্গলবার সকালে পুরসভার তরফে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় চূড়ান্ত নোটিস।

এদিন সকালে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে বহুতলটি খালি করার নির্দেশ দিতেই চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় মহিলারা পুলিশের পায়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দার তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, 'আমাদের জীবনের সবটুকু দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। আমাদের এক ঘণ্টার জন্যও সময় দেওয়া হয়নি। এখন আমরা বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাব?' অপর এক ব্যবসায়ী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'নীচের দোকানগুলো সিল করে দিচ্ছে। আমরা রাস্তায় বসে গেলাম।' এদিকে অভিযোগ, গত ৮-৯ মাস ধরে এলাকা থেকে উধাও ওই প্রোমোটার। সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও পুর নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে তার আর কোনও হদিস মিলছে না।

এই চরম বিপর্যয়ের মাঝেই উঠছে একাধিক তীব্র প্রশ্ন। জমি নিয়ে ১৯৮৬ সাল থেকে আদালতে মামলা চলা সত্ত্বেও কী করে পুরসভা সেখানে বহুতল নির্মাণের অনুমোদন দিল তা নিয়ে। তৎকালীন বোরো অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়াররা কী করছিলেন তা নিয়েও রয়েছে বড়ড় প্রশ্নচিহ্ন। কারণ, অনুমোদন ছাড়া বেআইনিভাবে যখন তিন বছর ধরে নির্মাণ কাজ চলছিল, তখন পুরসভার নজরদারি এড়ালো কীভাবে তার জবাব মিলছে না কোনওভাবেই।

এই ঘটনায় চরম সরব হয়েছে শাসকদল বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, 'শাসকদলের রাজত্বে তৃণমূলের আমলে এভাবেই প্রতিদিন সাধারণ মানুষ প্রতারিত ও সর্বশান্ত হচ্ছেন। কাটমানির খেলায় আজ সাধারণ মানুষ রাস্তায়।' এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, বর্তমানে সর্বস্ব হারিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে ওই বহুতলের ৩০টি পরিবার। প্রশাসন ও পুরসভার এই অমানবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৫ অগস্ট ২০২৬, ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার

মানুষ জামা বদলাতে ভোট দেয়নি দল বদলেই টিকিট নয়, বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার যারা চেষ্টা করছে এবং আসন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট নিয়ে যাবতীয় জল্পনার মধ্যেই দলের স্পষ্ট অবস্থান জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বার্তা, শুধুমাত্র দল বদলালেই কাউকে প্রার্থী করা হবে না।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক বলেন, মানুষ জামা পালটানোর জন্য ভোট দেয়নি, জামার ভিতরের মানুষটাকে বদলানোর জন্য ভোট দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত যাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন বা দলের কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ ভোটের ফল প্রকাশের পর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তার আরও দাবি, ৪ মে-র পর থেকে অনেকেই নিজেদের বিজেপির কর্মী বলেও পরিচয় দিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, কেউ যদি ভাবেন,

হঠাৎ বিজেপি হয়ে গিয়ে পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে যাবেন, তা কখনওই হতে দেওয়া হবে না। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, তৃণমূল তৃণমূলকে মারছে। তৃণমূলের মধ্যে যে ৭৫-২৫-এর ভাগ ছিল, সেখানে দেখা যাচ্ছে, কেউ ৯৫ পেয়েছে, কেউ ৫ পেয়েছে। এই ৫ শতাংশরাই বিজেপির নাম করে ৯৫ শতাংশদের আক্রমণ করছে। বিজেপির দরজা এঁদের জন্য বন্ধ আছে। ভবিষ্যতেও বন্ধ থাকছে।

তবে সব ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এমন দাবি করেননি শমীক। তিনি স্পষ্ট দাবি করে বলেন, 'ফুলপ্রুফ সিস্টেম বলে কিছু হয় না, সেটা যতটা কমানো যায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।' একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, কিছু এলাকায় দলের নিচুতলার কয়েকজন নেতা সদ্য তৃণমূল ছেড়ে আসা ব্যক্তিদের সঙ্গে ছবি তুলছেন বা তাঁদের গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন। এই ধরনের ঘটনার খবর নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছে বলেও জানান তিনি। শমীকের আশ্বাস, এই ধরনের বিষয়ে দ্রুত সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আদালতের রায়ে হাসপাতালে রোগীদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে স্বস্তি নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের খাবারের দিনপ্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অবশেষে সবুজ সংকেত দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া স্থগিতাদেশের রায় একলপ্তে খারিজ করে দিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয় গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দেয়। উচ্চ আদালতের এই রায়ের ফলে রাজ্য জুড়ে সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীদের উন্নতমানের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহে আর কোনও আইনি জটিলতা রইল না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, সম্প্রতি সরকারি হাসপাতালের রোগীদের পুষ্টিকর ও উন্নতমানের খাবার পৌঁছে দিতে মাথার পিছু বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় নবান্ন। এতদিন এই বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫৭ টাকা। বর্তমান বাজারদর ও মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে তা এক ধাক্কায় বাড়িয়ে ১১২ টাকা করার চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়। গত ২৩ জুলাই এই মর্মে রাজ্য সরকারের তরফে একটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছিল, যা চলতি অগাস্ট মাসের ১ তারিখ থেকেই কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

তবে নবান্নের এই জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্তে সাময়িক বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আইনি জটিলতা। নতুন বরাদ্দের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের তরফে ডাকা টেন্ডার প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় একটি ঠিকাদার সংস্থা। তাদের দাবি ছিল, রোগীদের মাথাপিছু খাবারের বরাদ্দ ঠিক কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে একটি মামলা ইতিমধ্যেই বিচারাধীন। ফলে এই অবস্থায় রাজ্য সরকার কীভাবে নতুন 'প্রাইস চার্ট' বা দর নির্ধারণ করতে পারে তা নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। এই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের সিঙ্গল বেঞ্চ নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তির ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে। ফলে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত থমকে যায়।

সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কাল বিলম্ব না-করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নজর আকর্ষণ করে রাজ্য

সরকার। মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় গুপ্তের এজলাসে মামলাটির জরুরি শুনানি হয়। শুনানিপর্বে ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। শুনানির সময় বিচারপতি শম্পা সরকার মন্তব্য করেন, বাজারের 'প্রাইস ইনডেক্স' বা দরসূচক যে অনেকটাই বেড়েছে, সে বিষয়ে সকলেই একমত।

আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান বাজারদরের নিরিখে ঠিকাদারদের এই ধরনের আইনি টানাপোড়েন চলতে থাকলে রাজ্য সরকার কীভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে নতুন কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেবে তা নিয়ে। এর পরেই সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া স্থগিতাদেশের রায় সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয় বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের জোড়া বেঞ্চের এই পর্যবেক্ষণের পর প্রশাসনিক স্তরে বড় স্বস্তি ফেরে। আদালত সূত্রে খবর, ডিভিশন বেঞ্চের এই স্পষ্ট নির্দেশের পর ১১২ টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে রোগীদের উন্নত খাদ্য পরিবেশন করার ক্ষেত্রে নবান্নের আর কোনও আইনি বাধা থাকছে না। আগামী দিনেই হাসপাতালগুলিতে নতুন হারে বরাদ্দকৃত খাবার চালু হতে চলেছে।

অভিষেকের আমেরিকায় চোখের চিকিৎসা মামলায় হাইকোর্টে সুপ্রিম নির্দেশে আজই বিশেষ শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে মামলা উত্থাপিত হলেও মেলেনি স্বস্তি। বিদেশযাত্রার ওপর তৈরি হওয়া আইনি জটিলতার কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে চিকিৎসার সফর নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা যেন কাটছেই না। তবে শীর্ষ আদালতের সাম্প্রতিক নির্দেশের পর মামলার গতি ত্বরান্বিত করতে তৎপর কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম নির্দেশ মেনে বুধবারই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই হাইপ্রোফাইল মামলার শুনানি হবে।

ঘটনার সূত্রপাত অভিষেকের নির্ধারিত চিকিৎসা সফরকে কেন্দ্র করে। তৃণমূল সাংসদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, চোখের জটিল চিকিৎসার স্বার্থে গত ২৯ জুলাই তাঁর আমেরিকা উড়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন থাকায় আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে দেশত্যাগে আইনি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই বাধা সরাতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। তবে গত ২০ জুলাই মামলার শুনানিতেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় এই বিদেশযাত্রার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, চিকিৎসার প্রয়োজন থাকলেও কেন বিদেশে যেতে হবে? কলকাতায় কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই? রাজ্যের অন্যতম প্রধান সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএমে একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন, প্রয়োজনে তাঁর চিকিৎসার জন্য পৃথক মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের প্রস্তাবও দেয় হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের এই কঠোর অবস্থান ও বিদেশযাত্রায় আপত্তি তোলার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দ্রুত শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তাহের প্রথম দিনেই ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি নির্ধারিত ছিল। অভিষেকের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী গোপাল শংকরনারায়ণ। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট মূল বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে হাইকোর্টকেই বিষয়টি নিষ্পত্তির দায় দেয়। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ জানিয়ে নির্দেশ দেয়, হাইকোর্ট যেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন করে নিষ্পত্তি ঘটায়। শীর্ষ আদালতের এই বার্তার পর মঙ্গলবারই কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানান অভিষেকের আইনজীবী। দ্রুত শুনানির আর্জিতে সাড়া দিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বুধবারই মামলাটি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং উভয় পক্ষের আইনজীবীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সফরে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিনের ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে আজ রাজ্যে আসছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই প্রথম তাঁর বাংলা সফর। এই তিনদিনের সফরে নারী নিরাপত্তা, মানব পাচার রোধ, আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মহিলাদের অভিযোগ শোনার মতো একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি বলেই সংস্থা সূত্রে জানান হয়েছে।

আজ কলকাতায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেসে 'ক্যাম্পাস কলিং' কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। পরে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে 'শি সার্ভস' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে।

এছাড়া ৬ অগাস্ট বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে 'নারীর নেতৃত্বে উন্নত বাংলা' শীর্ষক বেঙ্গল উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন বিজয়া রাহাতকর। ওই একই দিনে কলকাতায় আয়োজিত মহিলা জনশুনানিতে মহিলাদের অভিযোগ শুনবেন তিনি। বৃহস্পতিবার তিনি রাজ্যের ডিজিপি এবং শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নারী নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন। কলকাতার পাশাপাশি ৭ অগস্ট হাওড়ার শরৎ সদনে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। এছাড়া নিউটাউনে বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার সদর দফতরে মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি বিশেষ কর্মশালাতেও তিনি বক্তব্য রাখবেন বলেই জানান হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয় মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সফরে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে কমিশনের চেয়ারপার্সন নিজে দু'টি মহিলা জনশুনানির সভাপতিত্ব করবেন। কলকাতা ও হাওড়ায় আয়োজিত এই জনশুনানিতে মহিলারা সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। ওয়াক-ইন অভিযোগও গ্রহণ করা হবে। কমিশনের মতে, এই সফরের মূল উদ্দেশ্য নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলা।

গোলাপ ও চকোলেট হাতে লালবাজার অভিযানে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজকের লালবাজার অভিযানে সম্পূর্ণ অহিংস কর্মসূচির পথে হাঁটছে প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, 'আমাদের কর্মীদের হাতে থাকবে গোলাপ ফুল এবং পকেটে থাকবে চকোলেট। তিনি বলেন, তপুলিশ লাঠিচার্জ করলেও আমরা কোনও প্রতিরোধ করব না। বরং তাঁদের হাতে গোলাপ ও চকোলেট তুলে দেব।'

২১ জুলাই কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে শুভঙ্কর সরকারের দাবি, ওইদিন অনেক কর্মী আহত হলেও অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কার্যকর পদক্ষেপ করেনি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে এমন পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে আইনের অপব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যায়। তিনি এদিন স্পষ্ট করে জানান, 'রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কোনও রকম হিংসা বা উসকানির জায়গা থাকবে না। কেউ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করবেন না, উত্তেজিতও হবেন না। ভাঙচুর নয়, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের বার্তা দিতেই আমাদের এই আইন অমান্য কর্মসূচি।'

আমাদের আদমশুমারি আমাদের উন্নয়ন

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

(আদমশুমারি ২০২৭ এর প্রথম পর্যায়)
Self-Enumeration (SE) বা স্ব-গণনা সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্ন এবং তাদের উত্তর (পর্ব-২)

স্ব-গণনা কী?
স্ব-গণনা হলো একটি অনলাইন প্রক্রিয়া যেখানে আপনি কোনো গণনাকারীর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই SE পোর্টালে (se.census.gov.in) আপনার পরিবারের বিবরণ পূরণ করে জমা দিতে পারবেন।

স্ব-গণনার সুবিধাগুলি কী কী?
- সুবিধাজনকভাবে বিবরণ পূরণ করা যায়
- গোপনীয়তা সুনিশ্চিত করে
- আদমশুমারি প্রক্রিয়াকে দ্রুততর এবং কার্যকরী করে তোলে

সেল্ফ-এনিউমারেশন পোর্টালে কীভাবে লগ ইন করবেন?
- রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নির্বাচন করুন
- পরিবারের প্রধানের নাম, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল (ঐচ্ছিক) লিখুন
- OTP-র মাধ্যমে যাচাই করুন
- স্ব-গণনা শুরু করুন

আপনার বাড়ির সঠিক অবস্থান কীভাবে চিহ্নিত করবেন?
- জেলা/পিন কোড নির্বাচন করুন
- এলাকা/ল্যান্ডমার্ক লিখুন
- মানচিত্রে জুম করুন এবং আপনার বাড়ির কাছের অবস্থান চিহ্নিত করুন (সঠিক ঠিকানা প্রদর্শিত না হলে চিন্তার কিছু নেই)
- সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা আবশ্যক

আমি কি পরে আমার তথ্য সম্পাদনা (edit) করতে পারি?
- হ্যাঁ, আপনি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের SE চলাকালীন চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়ার আগে সম্পাদনা করতে পারেন
- চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়ার পরে গণনাকারীর পরিদর্শনের সময় পরিবর্তন করা যেতে পারে

ভারতের বাইরে থেকে কি SE পোর্টাল অ্যাক্সেস করা যাবে?
- না, এই সুবিধাটি শুধুমাত্র ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে উপলব্ধ

জমা দেওয়ার পরে কোনো ভুল পাওয়া গেলে কী হবে?
- গণনাকারী যখন আপনার বাড়িতে যাবেন তখন সংশোধন করা যেতে পারে

আমি কি ফর্মটি সেভ করে পরে সম্পূর্ণ করতে পারি?
- হ্যাঁ, আপনি আপনার কাজ সেভ করে রাখতে পারেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্মটি সম্পূর্ণ করতে পারেন

টোল ফ্রি - ১৮৫৫

CBC 19108/13/0162/2627

আসুন আমাদের দায়িত্ব পালন করি, আসুন আদমশুমারিতে অংশগ্রহণ করি CensusIndia2027

নিয়ম মেনেই টাকা দেওয়া হবে

বইয়ের রয়্যালটি প্রসঙ্গে মমতার দাবি উড়িয়ে প্রকাশকের পালটা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের লেখা বইয়ের রয়্যালটির অর্থ এখনও হাতে না-পাওয়ার অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, চলতি বছরে বই বিক্রির রয়্যালটি এখনও তাঁর কাছে পৌঁছয়নি। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেও এদিন ইঙ্গিত দেন তিনি। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'আমি মাইনে নিতাম না। পেনশনও নিই না। দীর্ঘদিন ধরে বই লিখি। সেই বই বিক্রির রয়্যালটির অর্থ থেকেই ব্যক্তিগত খরচ চালাই। কিন্তু এই বছর এখনও পর্যন্ত সেই টাকা পাইনি। বিজেপি নানা ভাবে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। এটাও সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে।'

যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই তার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেন তাঁর একাধিক বইয়ের প্রকাশক দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে। তিনি মমতার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানান, রয়্যালটির অর্থ দেওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়েই টাকা দেওয়া হয়, এবারও সেই নিয়ম মেনেই দেওয়া হবে। রাজনৈতিক চাপে রয়্যালটি আটকে রাখা হয়েছে, এই অভিযোগ ঠিক নয়। প্রতি বছর জুন মাসের পর থেকেই রয়্যালটির অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

মঙ্গলবার প্রকাশকের বক্তব্যে আরও স্পষ্ট হয়, মমতার রয়্যালটি আটকে যাওয়ার অভিযোগের সঙ্গে তাঁরা একমত নন। তাঁদের দাবি, এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আর্থিক প্রক্রিয়ার অংশ এবং নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী অর্থ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দেড়শোরও বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তাঁর একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাতেও প্রতি বছর তাঁর নতুন বই প্রকাশিত হয়ে এসেছে। তাঁর বইয়ের উল্লেখযোগ্য পাঠকসংখ্যা রয়েছে এবং অতীতে বিভিন্ন সরকারি স্কুল ও গ্রন্থাগারেও সেই বই সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই বই বিক্রির রয়্যালটির পরিমাণও অনেক বেশি বলেই প্রকাশনা মহলের ধারণা।

ভবানীপুর নির্বাচন মামলায় ফের অস্বস্তি, শুনানি পিছোল ৬ সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুর কেন্দ্র সংক্রান্ত বহুল চর্চিত নির্বাচন পিটিশন মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ছ'সপ্তাহ পর পুনরায় এই সংক্রান্ত শুনানি গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি, মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে নতুন করে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন মামলাটি আদালতে উঠলে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী তাঁর মক্কেলের লিখিত বক্তব্য পেশ করার জন্য চার সপ্তাহের সময় প্রার্থনা করেন। তবে শুভেন্দুর আইনজীবীর এই সময়ের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীর্ঘ আইনি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'পাঁচ বছর কেটে গেলেও ইলেকশন পিটিশন মামলার নিষ্পত্তি হয় না। এটা কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসের একটি খারাপ অধ্যায়। এই ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে আদালত সাহায্য করুক।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, '১৯৮১ সাল থেকে আইনি পেশায় যুক্ত রয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এই আদালতে মাত্র একটি মামলার ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার তিন মাস আগে রায় বের হয়েছিল। এই মামলাটিতে যাতে দ্রুত বিচার সম্পন্ন হয়, তার জন্য নজির গড়ার অনুরোধ করছি।' এরপরই বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি।' তবে শেষ পর্যন্ত শুভেন্দুর আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি পিছিয়ে দেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর আসনে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী ফলাফলে ১৫,১০৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন শুভেন্দু অধিকারী এবং পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেন।

সম্পাদকীয়

আর এক কেলেঙ্কারি, এবার রক্ত ও প্লাজমা পাচারেও নাম জড়াল তৃণমূলের

গত দেড় দশকে চাকরি বিক্রি থেকে গরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি পাচার, একের পর দুর্নীতি দেখেছে বাংলার মানুষ। এবার সামনে এল তৃণমূল আমলের আরও এক কেলেঙ্কারি। এবার বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত ও প্লাজমা পাচারে নাম জড়াল তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীদের। গোটা ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে তদন্ত ও তল্লাশি অভিযান। তাতে যা উঠে আসছে তা চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। স্বাস্থ্য দফতরের অভিযানে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে একাধিক তৃণমূল নেতা, মন্ত্রীদের নাম লেখা স্লিপ স্ট্যাম্প মিলেছে। যা নিয়ে ঘনাচ্ছে রহস্য। অভিযোগ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ভিন রাজ্যে মোটা টাকার বিনিময়ে রক্ত ও প্লাজমা পাচার করেছে রাজ্যের কয়েকটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক। এমনকী নিয়ম ভেঙে রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমানের থেকে বেশি রক্ত নেওয়া হয়েছে। অনুমতি ছাড়া হয়েছে একের পর এক রক্তদান শিবির। এই সব অভিযোগের তদন্তে হাজরা মোড়ের একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। পরে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রক্ত সংগ্রহের নামে ধরা পড়েছে ব্যাপক বেনিয়ম। রক্তদাতাদের থেকে নিয়ম ভেঙে ৫০০ এমএল করে রক্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কয়েকদিন আগে এই নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়। যেখানে অনুমতি ছাড়া ভিন রাজ্যে রক্ত ও প্লাজমা পাঠানো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যে রক্তদান শিবিরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, কেউ রেহাই পাবে না। নয়া নির্দেশিকায়, স্বাস্থ্য ভবনকে না জানিয়ে ভিন রাজ্যে রক্ত বিক্রির অভিযোগের জেরে কড়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে না জানিয়ে রক্ত বা প্লাজমা ভিন রাজ্যে পাঠানো বা বিক্রি করা যাবে না। এবার যা করা হল, সে সব ঠিক আছে, কিন্তু যারা এই কাজ করল, তাদের কী শাস্তি হবে? এভাবে জীবনদায়ী রক্ত নিয়ে এই অপরাধ করেও কি পার পেয়ে যাবে?

শব্দছক ২৩৪

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. ছাগ বা মেষ ২. বিরতিহীন ৪. জ্ঞান ৬. ফুলমালা বিক্রয়কারী ৮. মহিলা ১০. দময়ন্তীর দোসর ১১. গোলা নিক্ষেপকারী যুদ্ধ-যন্ত্র ১২. করণিক ১৪. আমার ১৬. পরমানন্দ ১৭. পর্বত-শ্রেষ্ঠ ১৯. যার দ্বারা নতুন গাছ জন্মায় ২০. সীমা সম্বন্ধে ধারণা ২১. তৃণ

ওপর-নিচ: ১. ধারণা ২. ঠোঁট ৩. সমৃদ্ধি ৪. নির্বোধ ৫. সম্মানীয় ব্যক্তি ৭. দিল্লীর লাল দূর্গ ৯. মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ১৩. কার্তিকী পূর্ণিমায় সখী সহযোগে কৃষ্ণের নৃত্য উৎসব ১৫. আনন্দ-উপভোগের অনুষ্ঠান ১৬. দূর্গা ১৭. নতুন ১৮. হস্তী

সমাধান ২৩৩ — পাশাপাশি: ১. হরিদ্রা ৩. গমন ৫. বিগ্রহ ৬. রবি ৮. রগড় ১০. নদী ১২. অবনমন ১৪. মরণপন ১৬. লহ ১৭. জলধি ১৯. রব ২১. রন্ধন ২২. রজন ২৩. কঠোর

ওপর-নিচ: ১. হকার ২. দ্রাবিড় ৩. গহনবন ৪. নর ৭. বিজন ৯. গহ্বর ১১. দীন ১২. অপহরণ ১৩. মঙ্গল ১৪. ময়ূর ১৫. নল ১৭. জনক ১৮. ধিক্কার ২০. বর

আজকের দিন

- **২০১৯** — জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বাতিল হয়ে রাজ্যটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়।
- **২০২০** — অযোধ্যায় রাম মন্দিরের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
- **২০২৪** — বিক্ষোভের ফলে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও ক্ষমতা ত্যাগ ঘটে।

জন্মদিন

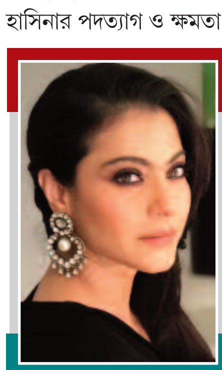

১৯২৯ *বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী গিরিজা দেবীর জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশ প্রসাদের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কাজলের জন্মদিন।*

কাজল

এসএসসি'র যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

সরকারি চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নটাই আজ বাস্তব জীবনে দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে যারা সেই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার স্বপ্নে বছরের পর বছর রাস্তায় পড়ে থেকে আন্দোলন চালিয়েছে, তারা জনতা করুণা পেলেও মর্যাদা পায়নি । তাদের অবিরত আন্দোলন ও আইনি পথের লড়াইয়ে যখন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণে গোটা প্যানেলটাই বাতিল হওয়ায় চাকরিহারা শিক্ষকেরা পথে নেমে এল, তখন তাদের দাবি-দাওয়ার চেয়ে হারানো চাকরি ফেরতের কথা জোরদার হয়ে ওঠায় তারাই ব্রাত্য হয়ে গেল । অথচ তারাই সবচেয়ে উপেক্ষিত হয়েছে । কতগুলো বছর তাদের জীবন থেকে চলে গেছে, জীবনের প্রতি জেগে উঠেছে অবিশ্বাসের নিবিড় হাতছানি । আর্থিক প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা, জীবন গড়ে তোলার আয়োজন সবটাই তাদের অধরা মাধুরী হয়ে থেকে গেছে । অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারা থেকে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর বাইরেও রয়েছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী যারা সেই অনিশ্চিত অজানা ভবিষ্যতের দিকে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । এক যুগের বেশি সময় ধরে কর্মক্ষেত্রের অকর্ষিত জমিতে ফস্লের কোনো চিহ্ন নেই, তার বদলে দুর্নীতির আগাছায় তা পরিপূর্ণ, কোথাও ফসলের আশা নেই,জমির চাষযোগ্যতাই হারিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবে একে কর্মসংস্থানের তীব্র আকাল, তার মধ্যে দুর্নীতির লাগামহীন নৈরাজ্য, সবদিক থেকেই বর্তমান অনিশ্চয়তায় ভোগা কর্মপ্রার্থী থেকে দিশাহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তার কুপ্রভাব গোটা সমাজজীবনকে অনিশ্চিয়তার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে । শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

ছাব্বিশের বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নতুন সরকারের আগমনে রাজ্যবাসীর মনে ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়া স্বপ্ন আবার নতুন করে জেগে উঠছে। যেখানে বিগত সরকারের পনেরো বছরের একটানা রাজত্বে শুধু দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফেরেনি, বিশ্বাসের বাতিঘরটিই নিভে গিয়েছিল, সেখানেই আজ নতুন করে বেঁচে উঠার হাতছানি, নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হওয়ার আমন্ত্রণ জেগে উঠেছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের হৃত গৌরব ও তার গর্বিত সৌরভ ফিরিয়ে আনার প্রতি নতুন সরকারের অঙ্গীকারই মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রীর কণ্ঠে অবিরত উচ্চারিত হওয়ায় জনমানসে তার প্রতি গভীর আস্থায় শিক্ষা জগতেও তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির জেরে শুধু শিক্ষাব্যবস্থাই ভেঙে পড়েনি, শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসই নিঃস্ব হয়ে পড়েছে । সেখানে নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠায় তার সর্বস্বান্ত প্রকৃতি আজও শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, জনজীবনেও অবিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তার আতঙ্ক গ্রাস করে বেড়াচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা তলানি থেকে উচ্চশিক্ষায় অনাগ্রহ তীব্রতর আকার ধারণ করেছে । শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাক্ষেত্রই আজ তীব্র অস্তিত্ব সংকটে। অন্য দিকে বেকারত্বে জেরবার জনসমাজে শিক্ষার আলো না জ্বললেও তার ভয়ঙ্কর অন্ধকার তীব্র হতাশার শিকার করে তুলেছে অবিরত। সেক্ষেত্রে নতুন সরকারের অন্য অনেক দিকের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও সমধিক দৃষ্টিনিবদ্ধ করায় নতুন করে রাজ্যের শিক্ষার হাল ধরে পাল তুলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে,তা শুধুই সময়ের অপেক্ষা মনে হয়। এজন্য শুধু যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক অশিক্ষকদের চাকরিতে ফেরানো জরুরি, আরও বেশি জরুরি শিক্ষার প্রতি অমোঘ বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।

চব্বিশের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যক* চাকরি* হারানোর বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে । দুর্নীতির ইস্যুতে তা যেন সরকারবিরোধী টাটকা প্রমাণের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় । একের সর্বনাশ,অন্যের পৌষমাস মনে হলেও এরকম ভয়ঙ্কর পরিণতি কেউ প্রত্যাশা করেনি,ভাবতেই পারেনি।* সেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬-র প্যানেলের ২৫৭৫৩ জনের*চাকরি*চলে যাওয়ার খবরে সারা রাজ্য জুড়ে তা নিয়ে তুমুল হৈচৈ পড়াটা* অত্যন্ত স্বাভাবিক । তার মধ্যে প্রায় তিনভাগই শিক্ষকের*চাকরি*বাতিল হয়েছে । যারা এতদিন পথে নেমে শিক্ষকের হকের*চাকরি*পাওয়ার জন্য জীবনপণ করে রাস্তায় পড়ে থেকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দাতে দাঁত চেপে দিনের পর দিন সুবিচারের প্রত্যাশায় সরকারি রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সুদীর্ঘ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল, অভ্যাসের ফেরে আমজনতার উদাসীনতায় তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তা জাগিয়ে তোলার প্রয়াসেও টালবাহানার খেলায় উপেক্ষা আর উদাসীনতার নেমে আসে । যে বিচারপতির সৎসাহসে ভর করে আন্দোলনের রাস্তাই একমাত্র রাস্তা মনে হয়েছিল, সেই বিচারপতির পদত্যাগ ও রাজনীতিতে সক্রিয় যোগদান থেকে লোকসভার আসন্ন নির্বাচন সবেতেই সেই সবদিক থেকে বঞ্চিত* চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপরেও তাদের নাছোড় মনোভাবে যখন মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ে*যোগ্যতার প্রশ্নে গোটা প্যানেলটাই বাতিল হয়ে যায়, তখন তাদের দাবি মান্যতা পেলেও*চাকরিহারা শিক্ষকদের হাহাকারে তারা পিছনে চলে যায় । সেখানে*যোগ্য*ও অযোগ্যদের তরজা বা অবৈধ*চাকরির জন্য বৈধ শিক্ষকদের নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে, নির্বাচনী প্রচারের আলো শুষে নেয় । শুধু তাই নয়, তাতে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের প্রতিও তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ে সেই অসন্তোষ ক্রমশ নিস্তেজ হলেও চাকরিহারা শিক্ষকদের তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন রাজপথে নেমে আসে । স্বাভাবিক ভাবে তাতে শিক্ষকতায় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন পেছনের সারিতে চলে যায় । অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়ে যায় তীব্র প্রতিযোগিতা । সেখানে নির্বাচনী প্রচারে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা শুধু সময়ের দাবিই নয়, অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ মনে হয়েছিল। তাতে ইতিমধ্যে সুফলও মিলেছে। তাতে শুধু যোগ্যদের চাকরি ফিরে পাওয়ার হাতছানিই নেই, অযোগ্যদের অবৈধ চাকরির পরিবর্তে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনাও রয়েছে । কিন্তু তাতে সব সমাধান হবে,তা ভাবলে ভুল হবে। আসলে এক যুগের বেশি সময় ধরে এ রাজ্যের সরকারি কর্মক্ষেত্রে শূন্যতাবোধে কর্মপ্রার্থীরাই শুধু ভুক্তভোগী নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনেও ভয়ঙ্কর হতাশা গ্রাস করেছে । সেখানে শুধু চাকরি চুরির কথাই মনে আসেনি, ভবিষ্যতের সাধ ও স্বপ্নও চুরির কথাও মনে করিয়ে দেয় । সেক্ষেত্রে হারানো*চাকরি*ফিরিয়ে দিলেই তার সমাধান হবে না, বৈধ পথে যোগ্যতার নিরিখে চাকরি পাওয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা জরুরি। সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর জরুরি তৎপরতায় সেই বৈধ পথের সুরাহা ও সুরক্ষা নতুন করে প্রত্যাশা জাগিয়ে ছিল। অথচ তাতেও সেই বিশ্বাসের বাতিঘরে আলো জ্বলেনি।

আসলে সময়ে শুধু অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় না, অস্তিত্বকেও নতুন করে চিনিয়ে দেয় । সেখানে বৈধ-অবৈধের ধারণা থেকে*যোগ্য-অযোগ্যের চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই আরও বেশি মুখর হয়ে ওঠে । চাকরি হওয়াতেই যেমন অবৈধ ধারণা বৈধতা লাভ করে বা চাকরি হলেই তার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় এরকম বদ্ধমূল ধারণা যে ঠিক নয়, মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়েই তা প্রতীয়মান । শুধু তাই নয়, পাকা*চাকরি*চলে যাওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি। যেখানে*চাকরি*পাওয়ার চেয়ে তা হারানোকে আরও কঠিন বলে তার স্থায়িত্বকে অক্ষয় করার সযত্ন প্রয়াস চলে, সেখানে স্থায়ী চাকরি চলে যাওয়ার মতো আকস্মিকতা সাধারণের মনে ভয়ঙ্কর নিঃস্বতাবোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাঙালির চাকরিসর্বস্ব জীবনে চাকরিই তার অস্তিত্বের উৎকর্ষ, পায়ের নীচের মাটি থেকে সামজিক প্রতিষ্ঠা সর্বত্র তার বিস্তার । সেখানে ছাত্রজীবন থেকেই তার মনে চাকরিই ধ্যান-জ্ঞান, উচ্চতর যোগ্যতার মাপকাঠি। এজন্য একের পর*চাকরি*সোপান বেয়ে অনেকেই মোটা মাইনের বা বড়*চাকরিতে থিতু হয়ে থাকে । সেখানে*চাকরিহারাদের মধ্যে অনেকেই পুরনো চাকরি ছেড়ে শিক্ষতার চাকরিতে এসেছেন বা জায়গা পরিবর্তন করেছেন। তাদের সমস্যা আরও ভয়াবহ । কেননা চাকরি হারিয়ে তারা আর পুরনো জায়গাতে আর ফিরে যেতে পারবেন না। অন্যদিকে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে বয়স, যোগ্যতা থেকে রেজাল্ট, অনুশীলন, স্বাস্থ্য সবেতেই পিছিয়ে থাকার প্রবল সম্ভাবনা । একে চাকরি হারানোয় পারিবারিক জীবনের আর্থিক বিপর্যয়, তার ওপরে সামাজিক সম্পর্ক ও সম্মানহানির ভয়, সর্বত্র আতঙ্ককে পুঁজি করে বেঁচে থাকার লড়াই জারি হয়। সেখানে অবৈধ পথে অযোগ্যদের চাকরির জন্য সেই সব*যোগ্যদেরই আজ মূল্য দিতে হচ্ছে, ভাবা যায় ! আজ স্কুলের প্রাঙ্গণ ছেড়ে চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য যোগ্যদের আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছে । চাকরি হয়ে গেলেই কেউ আর তাদের অবৈধ বলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না-র বদ্ধমূল ধারণা থেকেই যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি বিক্রি করার মতো ভয়াবহ দুর্নীতি যে ঘটেছে, কোর্টের রায়েই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে । শুধু তাই নয়, সেই অবৈধ চাকরিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সরকারের সুপার নিউমারিক পদ সৃষ্টির অসাধু উপায়ও সংবদ্ধ দুর্নীতিকে চিনিয়ে দেয় ।

সেক্ষেত্রে সরকারি চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নটাই আজ বাস্তব জীবনে দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে যারা সেই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার স্বপ্নে বছরের পর বছর রাস্তায় পড়ে থেকে আন্দোলন চালিয়েছে, তারা জনতা করুণা পেলেও মর্যাদা পায়নি । তাদের অবিরত আন্দোলন ও আইনি পথের লড়াইয়ে যখন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণে গোটা প্যানেলটাই বাতিল হওয়ায় চাকরিহারা শিক্ষকেরা পথে নেমে এল, তখন তাদের দাবি-দাওয়ার চেয়ে হারানো চাকরি ফেরতের কথা জোরদার হয়ে ওঠায় তারাই ব্রাত্য হয়ে গেল । অথচ তারাই সবচেয়ে উপেক্ষিত হয়েছে । কতগুলো বছর তাদের জীবন থেকে চলে গেছে, জীবনের প্রতি জেগে উঠেছে অবিশ্বাসের নিবিড় হাতছানি । আর্থিক প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা, জীবন গড়ে তোলার আয়োজন সবটাই তাদের অধরা মাধুরী হয়ে থেকে গেছে । অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারা থেকে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর বাইরেও রয়েছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী যারা সেই অনিশ্চিত অজানা ভবিষ্যতের দিকে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । এক যুগের বেশি সময় ধরে কর্মক্ষেত্রের অকর্ষিত জমিতে ফস্লের কোনো চিহ্ন নেই, তার বদলে দুর্নীতির আগাছায় তা পরিপূর্ণ, কোথাও ফসলের আশা নেই,জমির চাষযোগ্যতাই হারিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবে একে কর্মসংস্থানের তীব্র আকাল, তার মধ্যে দুর্নীতির লাগামহীন নৈরাজ্য, সবদিক থেকেই বর্তমান অনিশ্চয়তায় ভোগা কর্মপ্রার্থী থেকে দিশাহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তার কুপ্রভাব গোটা সমাজজীবনকে অনিশ্চিয়তার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে । শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব। সেখানে পড়াশোনা করে কী হবে'র প্রশ্নটি অবিরত ঘুরপাক খায় । এজন্য শুধু*চাকরি*ফিরিয়ে দিলেই হবে না, বঞ্চিতদেরও সব সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাহলেই সব হবে না, অবৈধ দুর্নীতির কারবারি, তাদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে । তার সঙ্গে যোগ্যতার মানদণ্ডকে আবার ফিরিয়ে এনে সুশাসনে বিশ্বাসের ছবিকে জাগিয়ে তুলতে হবে । সেই বিশ্বাসের ছবি মনে জেগে উঠলেই সাধ ও স্বপ্ন আবার ফিরে আসবে, সোনালি সকাল তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে না। অথচ সেই বিশ্বাসের ছবি আর ফিরে আসেনি। বিগত সরকার কোর্টের রায় মেনে যেভাবে ২০২৫-এ পুনরায় এসএসসি পরীক্ষার আয়োজন করে ওবিসি সংরক্ষণ, বয়সে ছাড়, অভিজ্ঞতার নম্বর বাড়ানো প্রভৃতির সহযোগে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল,তার মধ্যে যেনতেন প্রকারেণ দুর্নীতিতে ভরা দূষিত হাত ধুয়ে ফেলার প্রয়াসই প্রাধান্য লাভ করে। তাতে সমাধানই সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। আর তার সমাধান হতে না হতেই ছাব্বিশের নির্বাচন এসে যায়, ৪ মে নতুন সরকারের উপরে তার দায় বর্তায়।অন্যদিকে ২০১৬-র চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত স্কুলে চাকরির মেয়াদ ফুরনো এখন শুধু দিনগোনার অন্তিম প্রহর। ইতিমধ্যেই অসংখ্য চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিতে না পেরে অকালে ঝরে গিয়েছেন। এজন্য আর কালবিলম্ব না করে বাকি যোগ্যদের হৃত চাকরি তথা হকের চাকরি ফেরানোর তোড়জোড় অত্যন্ত জরুরি। এখনও তা নিয়ে বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বলে উঠছে না। অন্যদিকে তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দিলে ২০২৫-এর বাড়তি নম্বরে বঞ্চিত যোগ্যদের দাবিদাওয়াও পূরণের পথও প্রশস্ত হবে। এজন্য শিক্ষার স্বার্থেই যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে রাজ্য সরকারের দাঁড়ানো জরুরি, আরো বেশি জরুরি চাকরি পাওয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ফিরিয়ে আনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাব্বিশের বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারেব সময়ও তৎকালীন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারে এলে আন্দোলনরত চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের দুর্নীতিমুক্ত তালিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চাকরি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছায় রাজ্যের শিক্ষার হৃত গৌরব ও আতান্তরের সৌরভ ফিরিয়ে আনার কথা যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে,তাতে আমরা গভীরভাবেই আশান্বিত । এখন তার বাস্তবায়ন ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একান্ত জরুরি মনে করি।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কোট-আনকোট

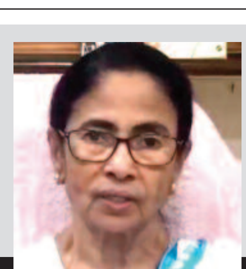

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। প্ল্যানিং কমিশন করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্দামান-নিকোবরে স্বাধীন দ্বীপের ঘোষণা করেছিলেন তিনি। জয়হিন্দ স্লোগান আজও মুখে মুখে। এখন দেশ থেকে নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ বাদ! কলঙ্কের ভূষণ চাপানো হচ্ছে। নোংরা রাজনৈতিক খেলা চলছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাঁকুড়ায় বজ্রপাতে একসঙ্গে মৃত ৫

চলতি বর্ষায় এপর্যন্ত বলি ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের বাঁকুড়ায় বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। এবার একসঙ্গে ৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই পাঁচ মৃতের বাড়ি হল রাইপুর, বিষ্ণুপুর, সিমলাপাল ও বড়জোড়া থানা এলাকায়। সোমবার বিকেলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ সেরে বাড়ি স্থানীয় বেনাশুলি ফেরার পথে রাইপুর ব্লকের ধানাড়া পঞ্চায়েতের মধুপুর গ্রামের কাছে বজ্রপাতে দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত দুই বোন হল মণিমালা হাঁসদা (২৬) ও খুকুমণি হাঁসদা (২২)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে মণিমালা সেসময় ধানাড়া সাব-সেন্টারে কাজ শেষ করে বোন খুকুমণিকে নিয়ে স্কুটিতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মধুপুর গ্রামের কাছে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁরা বর্ষাতি পরার চেষ্টা করছিলেন। সেইসময় আচমকা বজ্রপাত হওয়ায় ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন দুই বোন। তাঁদের সঙ্গে থাকা মামনি মাণ্ডি নামে আর এক যুবতীও গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তিনজনকে উদ্ধার করে রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মণিমালা ও খুকুমণিকে মৃত ঘোষণা করেন। মামনিকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিন দুপুরে বিষ্ণুপুর সংলগ্ন গোপালপুরে মাঠে চাষের কাজ করার সময় বজ্রপাতে মহিলা খেতমজুর ববিতা লোহার (৪৩) মারা যান। তাঁর বাড়ি বিষ্ণুপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জেজপাড়ে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যে এদিন দুপুরে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হয়। ওই সময় ববিতাদেবী অন্যান্যদের সঙ্গে মাঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ বজ্রাঘাতে তিনি মাঠেই লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বজ্রপাতের শব্দ ও আলোর ঝলকানিতে মাঠে থাকা আরও তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন ভোরে সিমলাপাল থানার লক্ষ্মীসাগর গ্রামে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে পবিত্র লোহার(১৯)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে বাড়ির পাশে ফাঁকা মাঠে ওই যুবক প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়েছিলেন। ওইসময় বজ্রপাত ও বৃষ্টি শুরু হয়। বজ্রাঘাতে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে সিমলাপাল ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিনই বজ্রপাতে বড়জোড়ায় তপন বড়ু(৫২) এর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি বড়জোড়া থানার দেউটা গ্রামে। এদিন দুপুরে তপনবাবু গ্রাম সংলগ্ন জমিতে কাজ করছিলেন। সেসময় বাজ পড়ে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বজ্রপাতে মৃত্যু আটকাতে প্রচারে নামতে দেখা গেছে পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের শিল্পী ও সদস্যদের। তাদের বক্তব্য, বর্ষার শুরু হতেই এপর্যন্ত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত বা আহতরা কৃষক বা গোপালক বা শ্রমজীবী মানুষ। তাই তারা গ্রামীণ মানুষকে বজ্রপাত থেকে নিরাপদে থাকতে সচেতন করতে নেমেছে। তারা পুরো বর্ষা এই প্রচার চালিয়ে যাবেন। এই প্রচারে ৩৫ শিল্পী ও ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবী অংশ নিচ্ছে। প্রসঙ্গিতে উল্লেখ্য, খাতড়া ব্লকের দেদুয়া গ্রামে গত বৃহস্পতিবার শুকদেব মাহাতো (৫১) বজ্রপাতে মারা যান ধান জমিতে চাষের কাজ করতে গিয়ে। একই সঙ্গে কাজ করা দুই মহিলা কৃষি শ্রমিক আহত হন। তারা খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ১৪ জুলাই বজ্রপাতে মৃত্যু হয় খাতড়া মহকুমারই ইন্দপুর ব্লকের কেঞ্জাশোল গ্রাম সংলগ্ন মাঠে গবাদি পশু চরাতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান বছর পঞ্চান্নর আব্দুল বাউড়ি।

দুর্গাপুর ব্যারেজে ইকো-ট্যুরিজম ও জলক্রীড়া কেন্দ্রের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পশ্চিম বর্ধমানের পর্যটন শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে দুর্গাপুর ব্যারেজকে কেন্দ্র করে বড়সড় পর্যটন প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় পরিবেশবান্ধব ইকো-ট্যুরিজম পার্ক এবং আধুনিক জলক্রীড়া কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসককে বিস্তারিত সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। ৩ অগস্ট জারি হওয়া নির্দেশিকায় দ্রুত সমীক্ষা সম্পন্ন করে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট ইতিবাচক হলে সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিআর) তৈরি করে পর্যটন দপ্তরে পাঠানো হবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের ভিত্তিতেই এই প্রকল্পের প্রাথমিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দুর্গাপুর ব্যারেজে নৌবিহার, কায়াকিং, প্যাডেল বোট, জেট স্কি-সহ একাধিক আধুনিক জলক্রীড়ার সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি গড়ে উঠতে পারে একটি অত্যাধুনিক ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, যেখানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবসর কাটানোর পাশাপাশি পরিবার-পরিজন নিয়ে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। এর ফলে পশ্চিম বর্ধমানের পর্যটন মানচিত্রে দুর্গাপুর নতুন আকর্ষণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এ বিষয়ে বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুর্গাপুর ব্যারেজকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি জানিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম। সরকার সেই আবেদনে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে, তেমনই দুর্গাপুর ও পশ্চিম বর্ধমানের পর্যটন শিল্পও উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হবে।' প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে আগামী দিনে দুর্গাপুর ব্যারেজ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও জলক্রীড়া কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

রঘুনাথপুরের এসডিও অফিসে জনশুনানিতে বিক্ষোভ

১৭ অগস্ট শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী

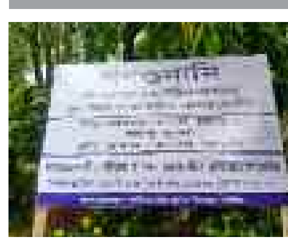

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের নতুনডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুরমুট এলাকায় নাক্ষিত আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের নতুনডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুশো একর জমির উপর চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ইস্পাত কারখানা গড়বে। চলতি মাসের ১৭ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সেই কারখানা গড়ার জন্য শিলান্যাস করার কথা রয়েছে। তার আগে মঙ্গলবার দুপুরে রঘুনাথপুরের এসডিও অফিসের সভাকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য জনশুনানির আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ জমিহারাদের একাংশদের জন শুনানিতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এমনকি সাংবাদিকদেরও ভিতরে যেতে দেওয়া হয়নি। তারই প্রতিবাদে এসডিও অফিসের বাইরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। পরে তারা এক জনশুনানি বাতিল করা-সহ একাধিক দাবিতে এসডিওকে স্মারকলিপি জমা দেন। রঘুনাথপুর মহকুমা দূষণ বিরোধী ও প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে স্বদেশ প্রিয় মাহাত বলেন,'জনশুনানিতে আমাদের ধুকতে দেওয়া হয়নি। এসডিও-র একটা ছোট্ট অফিসে জনশুনানি হয় কি করে? জনশুনানি সবসময় জনসমক্ষে হয়। এটা একা ভাঁওতা বলে আমরা মনে করছি। যে দূষণ-বিরোধী রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে কারখানার তরফে তাতে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।' অন্যদিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেন বলেন, 'কোনও গোপনীয়তার ব্যাপার নেই। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। শুনানিতে যারা ডাক পেয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে শুনানি সফল হয়েছে।'

প্রধানের স্বামীকে কলার ধরে বের করলেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেও, দপ্তর চালাচ্ছেন প্রধানের স্বামী। একই সঙ্গে ব্যাপক স্বজনপোষণ ও জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে সরগরম হয়ে উঠল রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বিক্ষুব্ধ মহিলারা। ঘটনা চলাকালীন মেজাজ হারিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীকে কলার ধরে টানতে টানতে কার্যালয় থেকে বের করে দেন বিক্ষোভ দেখাতে আসা মহিলারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের ও বিক্ষুব্ধ মহিলাদের অভিযোগ, রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রধান হলেন অপর্ণা দাস। কিন্তু বাস্তবে পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করেন তাঁর স্বামী বিপন দাস। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রধান পদে অপর্ণা দাস থাকলেও নেপথ্যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন তাঁর স্বামী। তৃণমূল আমল থেকেই পঞ্চায়েতের নানা উন্নয়নমূলক কাজে একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বিপুল রায়। অভিযোগ, সরকারি খাস জমি বেআইনিভাবে হস্তান্তর ও ব্যবহারের জন্য কোনোরূপ তদন্ত ছাড়াই পঞ্চায়েত থেকে এনওসি দেওয়া হয়েছে। বিক্ষুব্ধ মহিলাদের সাফ বক্তব্য,ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হলে একাধিক দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপের তথ্য সামনে আসবে।পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তীব্র উত্তেজনা ও হাতাহাতির খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্দোলনকারী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিয়ে জানানো হয় আগামী দিনে পঞ্চায়েত চত্বর বা কার্যালয়ে প্রধানের স্বামীকে আর দেখা যাবে না। সরকারি কাজে তাঁর হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের এই মৌখিক আশ্বাসের পর অবশেষে ক্ষুব্ধ মহিলারা বিক্ষোভ তুলে নেন। পঞ্চায়েত প্রধান অপর্না দাস অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তাঁর স্বামী পঞ্চায়েতে তাঁর সাথে এলেও তিনি কোনও সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। আজকের ঘটনার সময় তাঁর স্বামী পঞ্চায়েত দপ্তরের ভিতরে ছিলেন না। তাঁকে বাইরে থেকে ধরে এনে দপ্তরে ভিতর কলার ধরে টানাটানি করে বিক্ষোভকারীরা।

ট্রাঙ্ক রোডে ডিএসপির বুলডোজার, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ফের সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (ডিএসপি) কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সকালে ইস্পাত নগরীর ট্রাঙ্ক রোড সংলগ্ন এলাকায় কারখানার জমি দখল করে গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ নির্মাণের ওপর বুলডোজার চালানো হয়। জেসিবির আঘাতে মুহূর্তের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বেআইনি নির্মাণগুলি। ডিএসপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কারখানার জমি বেআইনিভাবে দখল করে স্থায়ী নির্মাণ গড়ে তোলা হচ্ছিল। একাধিকবার নোটিশ দিয়ে স্বেচ্ছায় দখলমুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হলেও তাতে কোনও সাড়া মেলেনি। শেষ পর্যন্ত আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মঙ্গলবার সকালেই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। অভিযান ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সে জন্য ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। ডিএসপির আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। প্রশাসনের দাবি, সরকারি ও শিল্প সংস্থার জমি দখলমুক্ত করার অভিযান ভবিষ্যতেও একইভাবে চলবে। বেআইনি দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে যাতে সরকারি জমি উদখল না হয়, সেদিকেও নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ডিএসপির এই বুলডোজার অভিযান ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় করে উচ্ছেদ অভিযান প্রত্যক্ষ করেন।

প্রিয় শিক্ষকের বদলিতে কান্নায় ভাসল গোটা স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বিদ্যালয়জুড়ে শুধুই কান্নার রোল। ছোট ছোট নিষ্পাপ মুখে একটাই আকুতি, 'স্যার, আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না।' সরকারি বদলির নির্দেশে প্রিয় শিক্ষক সন্দীপ কর্মকারকে অন্যত্র যোগ দিতে হবে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অন্ডালের শ্রীরামপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন মুহূর্তে পরিণত হয় এক আবেগঘন বিদায়ের মঞ্চে। দীর্ঘ ১৬ বছরের শিক্ষকতা জীবনের মধ্যে টানা ১৫ বছর এই বিদ্যালয়েই কাটিয়েছেন সন্দীপ কর্মকার। শিক্ষক হিসেবে শুধু পাঠদান নয়, নিজের ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন বিদ্যালয়ের এক নতুন পরিচয়। মঙ্গলবার ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারে, তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক আর এই বিদ্যালয়ে থাকবেন না। আর সেই মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে কচিকাঁচারা। কেউ স্যারের হাত শক্ত করে ধরে রাখে, কেউ তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কান্নাভেজা চোখে একের পর এক পড়ুয়ার আর্তি, 'স্যার, আপনি যাবেন না... আপনি না থাকলে আমরা আর স্কুলে আসব না।' সেই দৃশ্য দেখে চোখের জল সামলাতে পারেননি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এমনকি উপস্থিত অনেক স্থানীয় বাসিন্দাও। অভিভাবকদের কথায়, একসময় এই বিদ্যালয়ের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কার্যত অবহেলিত সেই স্কুলে সন্দীপ কর্মকার যোগ দেওয়ার পর ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করে সবকিছু। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে পড়াশোনার পরিবেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসে ইতিবাচক পরিবর্তন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় এলাকার বহু ছাত্র-ছাত্রী আবার বিদ্যালয়মুখী হয়, পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ে এবং বিদ্যালয় ফিরে পায় তার হারানো মর্যাদা। তাঁদের দাবি, এমন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষককে হারাতে তাঁরা রাজি নন। কিন্তু সরকারি নিয়মের কাছে আবেগ যে অসহায়, তা মেনে নিতে বাধ্য সকলেই। চোখে জল নিয়েই সন্দীপ কর্মকার বলেন, 'এটি সরকারি বদলির নির্দেশ। নিয়ম মেনেই আমাকে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে। তবে এই বিদ্যালয়, এখানকার ছাত্র-ছাত্রী এবং তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। আমার একটাই প্রার্থনা, এই বিদ্যালয় আরও এগিয়ে যাক, আর আমার ছাত্র-ছাত্রীরা বড় হয়ে সত্যিকারের মানুষ হোক।'

চুঁচুড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যাত্রীর। চুঁচুড়া স্টেশনে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। ওই যাত্রী এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল লাইন পার করছিলেন। তারপর তিনি যাচ্ছিলেন ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। স্টেশনে অ্যানাউন্সমেন্ট চলছিল। সেই সময় এক নম্বর ডাউন লাইনে কবিগুরু এক্সপ্রেস ট্রেন পাস করছিল। তখনই ওই ব্যক্তি লাইনে নেমে আবার প্ল্যাটফর্মে ওঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ট্রেন এসে ধাক্কা দেয় তাঁর পিঠে। ব্যাগ ছিটকে পড়ে। চশমা জুতো রেল লাইনে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মাঝ বয়সী ওই যাত্রীর। লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠতে যান। কিন্তু হয়নি। দ্রুত গতিতে লাইন পারাপারের চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় এক্সপ্রেস ট্রেন আচমকাই চলে আসে। চোখের সামনেই সবটা শেষ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Deadbody**, found on 18.06.2026, at about 05.25 hrs, Lying at KM 47/ 25A-4727A and lying inside the track between Magra to Talandu Station, Description of this dead body is: **Age**- 40 Years, **Sex**: Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 04 Inch(Approx), **Build**- Medium, **Hair**- Black, **Wearing**- Merun colour half hata shirt & blue colour tracksuit. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1152(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown female new born baby (infant),** found on 18.06.2026, at about 03.20 hrs, Lying at Rake No - 248700+ 248701+ 248702+ 248703 arrived at carshed/BDC after working as tain no -37758 at line no-09 while cheaking of coach No-248709 (Vendor)., Description of this dead body is: **New Born Baby**, **Sex**: Female, **Complexion**-Fair, **Height**- 08"- 0.10"(Approx), **Build**- Thin, **Hair**- Immatured, **Wearing**- Nil. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1153(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unidentified Male Deadbody,** found on 27.06.2026, at about 16.50 hrs, from Katwa R/S PF No. 5, Howrah end. Description of this dead body is: **Age**- 70 Years, **Sex**: Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 04 Inch(Approx), **Build**- Medium, **Hair**- White, **Wearing**- Ash Grey Striped T-shirt having black yellow-blue lines,Black& white Striped barmuda pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1159(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

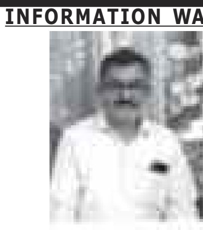

This is the Photograph of **Pradip Kumar Paul,** Father's Name - **Gouranga Paul**, of Deshbandhu Road, PO- Madhyamgram, PS- Madhyamgram, Dist- North 24 Parganas, WB, who has been missing Since 09.07.2026 at about 10.00 hrs., Residence area under Madhyamgram PS, Description of this missing person is: **Age -** 57 Years, **Sex** - Male, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 4 Inch, **Wearing** - White colour T-shirt & Black colour Pant. **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D1161(3)/2026

এসেক্স মেরিন লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: ১৯, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

CIN : L74900WB2009PLC138018

ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৬২ ৭৯২৮; ই-মেইল: essexmarinepvtltd@gmail.com; ওয়েবসাইট: www.essexmpl.com

এসেক্স মেরিন লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানসমূহ এবং এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার ("এমসিএ সার্কুলার") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার ("সেবি সার্কুলার") অনুসরণ করে কোম্পানির ১৭তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর আবশ্যকতা মকুব করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি শুধুমাত্র সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে এর জন্য অনুরোধ করবেন। তবে, আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানির যোগাযোগ গ্রহণের বিকল্প বেছে নিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।

১৭তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তা যথাসময়ে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(সমূহ)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।

যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(সমূহ)-এর কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হবে।

১৭তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.essexmpl.com/, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ হবে।

সদস্যদেরকোম্পানির ১৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং রবিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির যে সকল শেয়ারহোল্ডার কাট-অফ/এনটাইটেলমেন্ট তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তারা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। যে সকল সদস্য বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেননি এবং ভোট দেওয়া থেকে অন্য কোনোভাবে বারিত নন, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যে সকল সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে:

ক) তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর কাছে ডিম্যাট ফর্মে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে;

খ) ফিজিক্যাল ফর্মে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে:

(i) কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে ফোলিও নম্বরের বিবরণ এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ D-153A, ১ম ফ্লোর, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-1, নতুন দিল্লি-110020-এ লিখে; অথবা

(ii) রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-কে admin@skylinerta.com-এ ই-মেইল পাঠিয়ে।

ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ১৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণের সীমিত উদ্দেশ্যে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য উপরোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

এসেক্স মেরিন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দেবাশীষ সেন
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 02591346

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪-০৮-২০২৬

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L74140WB1996PLC081521

নিবন্ধিত কার্যালয়: ২৫, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স:** ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,

ই-মেইল আইডি: secretarial@shalimarwires.com, **ওয়েবসাইট:** www.shalimarwires.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের একটি বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে, যা ইজিএম আহ্বানের ৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি ৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ই-মেইলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানো সম্পন্ন করেছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shalimarwires.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা)-এ উপলব্ধ রয়েছে।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, ৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের দ্বারা সম্পাদিত হবে। রিমোট ই-ভোটিং পর্ব **শুক্রবার, ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং সোমবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০ টায়** শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ব্যবসার সময় শেষে ভৌত বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। যে কোনো ব্যক্তি যিনি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন ক্রেডেনশিয়াল পেতে পারেন।

যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনের ওপর তাদের ভোট দেননি এবং অন্য কোনোভাবে ভোট দেওয়া থেকে বারিত নন, তারা এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ইজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সকল সদস্য ইজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারাও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। রিমোট ই-ভোটিং এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস' (FAQ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করতে পারেন: ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে অথবা এনএসডিএল-এর এভিপি, শ্রীমতী পল্লবী মাত্রেকে evoting@nsdl.com-এ ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
এস. কে. কেজরিওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং: ACS 10031

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৫ আগস্ট, ২০২৬

NOTICE FOR MANUFACTURING & MARKETING (SALE) OF 100% WATER SOLUBLE MIXTURE FERTILIZER

DHRUV

We are pleased to inform the general public that with reference to the Order No. 2900(E) dated 24th October 2015 issued by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare and amendment thereafter, DHRUV AGRITECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED will commence the sale and marketing of 100% water soluble mixture fertilizer NEOFERT in the state of West Bengal.

The Product specifications are given below:

No.	Fertilizer Grade	Nutrient Content (%) N	P_2O_5	K_2O	S	Fe	Zn	CaO	MgO	B
1	N.P.K. (14:28:14) +TE	14	28	14	0	0	0	0	0	0
2	N.P.K. (00:42:42) +Zn 3%	0	42	42	0	0	3	0	0	0
3	NPK (0:09:46) + Zn 2%	0	9	46	0	0	2	0	0	0
4	N.P.K. (00:48:47) +TE	0	48	47	0	0	0	0	0	0
5	N.P.K. (00:50:40) +Fe-1%+Zn-1%	0	50	40	0	1	1	0	0	0
6	N.P.K (25:00:15) +CaO3%+MgO1.5%+TE	25	0	15	0	0	0	3	1.5	0
7	N.P.K. (27:00:27) +TE	27	0	27	0	0	0	0	0	0
8	N.P.K. (16:08:32) +TE	16	8	32	0	0	0	0	0	0
9	N.P.K. (07:40:28) +TE	7	40	28	0	0	0	0	0	0
10	N.P.K. (00:55:17) +TE	0	55	17	0	0	0	0	0	0
11	N.P.K. (00:42:47) +TE	0	42	47	0	0	0	0	0	0
12	N.P.K. (32:12:12) +TE	32	12	12	0	0	0	0	0	0
13	N.P.K. (00:58:18) +TE	0	58	18	0	0	0	0	0	0
14	N.P.K. (17:44:00) +TE	17	44	0	0	0	0	0	0	0
15	N.P.K. (14:35:14) +TE	14	35	14	0	0	0	0	0	0
16	N.P.K. (00:40:44) +TE	0	40	44	0	0	0	0	0	0
17	N.P.K. (10:30:30) +TE	10	30	30	0	0	0	0	0	0
18	N.P.K. (30:10:10) +TE	30	10	10	0	0	0	0	0	0
19	N.P.K. (16:08:32) +TE	16	8	32	0	0	0	0	0	0
20	N.P.K. (28:00:10) +TE	28	0	10	0	0	0	0	0	0
21	N.P.K (00:11:42) +S-10%+CaO-2%+TE	0	11	42	10	0	0	2	0	0
22	N.P.K. (28:28:00) +TE	28	28	0	0	0	0	0	0	0
23	N.P.K. (00:40:37) +TE	0	40	37	0	0	0	0	0	0
24	N.P.K. (00:39:43) +Fe 2.5%	0	39	43	0	2.5	0	0	0	0
25	N.P.K. (22:22:11) +TE	22	22	11	0	0	0	0	0	0
26	N.P.K. (11:45:06) +TE	11	45	6	0	0	0	0	0	0
27	N.P.K. (16:20:00) +TE	16	20	0	0	0	0	0	0	0
28	N.P.K. (00:60:20) +TE	0	60	20	0	0	0	0	0	0
29	N.P.K. (12:06:22) +CaO 12%	12	6	22	0	0	0	12	0	0
30	N.P.K. (11:09:16) +MgO-2.5%+ CaO-13.50%+S-2.5%+TE	11	9	16	2.5	0	0	13.5	2.5	0
31	N.P.K. (13:32:17) +TE	13	32	17	0	0	0	0	0	0
32	N.P.K. (00:33:65) + TE	0	33	65	0	0	0	0	0	0
33	N.P.K. (14:35:14) +Zn-1	14	35	14	0	0	1	0	0	0
34	N.P.K. (05:10:43) +TE	5	10	43	0	0	0	0	0	0
35	N.P.K. (25:25:25) +TE	25	25	25	0	0	0	0	0	0
36	N.P.K. (21:10:10) +TE	21	10	10	0	0	0	0	0	0
37	N.P.K. (00:42:47) +Zn 2.5%	0	42	47	0	0	2.5	0	0	0
38	N.P.K. (21+10+10) +TE	21	10	10	0	0	0	0	0	0
39	N.P.K. (10.6:09.30:16.30)+ MgO-2.90%+ CaO- 13.20%+S-2.3%+TE	10.6	9.3	16.3	2.3	0	0	13.2	2.9	0
40	N.P.K. (13:40:13) +TE	13	40	13	0	0	0	0	0	0
41	N.P.K. (05:55:17) +TE	5	55	17	0	0	0	0	0	0
42	N.P.K. (16:08:25) + TE	16	8	25	0	0	0	0	0	0
43	N.P.K. (10:09:16) +TE	10	9	16	0	0	0	0	0	0
44	N.P.K. (00:45:45) +TE	0	45	45	0	0	0	0	0	0
45	N.P.K. (06:12:36) +TE	6	12	36	0	0	0	0	0	0
46	N.P.K. (00:42:47) +Fe 2.8%	0	42	47	0	2.8	0	0	0	0
47	N.P.K. (12:36:12) + MgO-3	12	36	12	0	0	0	0	3	0
48	N.P.K. (25:25:25) +TE	25	25	25	0	0	0	0	0	0
59	NPK (14:48:00) +TE	14	48	0	0	0	0	0	0	0
50	N.P.K(00:35:45)+ZnO-1%+CaO-1%+B-0.5%	0	35	45	0	0	1	1	0	0.5
51	N.P.K. (00:40:40) +Zn 6	0	40	40	0	0	6	0	0	0
52	N.P.K. (00:09:46) +S-12% MgO-2.5%	0	9	46	12	0	0	0	2.5	0
53	N.P.K. (00:00:55) +TE	0	0	55	0	0	0	0	0	0
54	N.P.K. (10:00:35) + MgO-8%	10	0	35	0	0	0	0	8	0
55	N.P.K. (09:27:18) +TE	9	27	18	0	0	0	0	0	0
56	NPK (10:54:10) +TE	10	54	10	0	0	0	0	0	0
57	NPK, Ca, S, B(N-10+P-16+K-36+Ca-2+S-6+B-0.5)	10	16	36	6	0	0	2	0	0.5
58	NPK, S, B(N-10+P-25+K-10+S-10+B-0.3)	10	25	10	10	0	0	0	0	0.3
59	NPK, Ca, S, B(N-10+P-15+K-30+Ca-3+S-7+B-0.3)	10	15	30	7	0	0	3	0	0.3
60	NPK, Ca, S, B(N-20+P-20+K-10+Ca-2+S-3+B-0.3)	20	20	10	3	0	0	2	0	0.3
61	NPK, S, B(N-14+P-20+K-25+S-3+B-0.3)	14	20	25	3	0	0	0	0	0.3
62	NPK, Ca, S, B(N-12+P-08+K-34+Ca-2+S-5+B-0.5)	12	8	34	5	0	0	2	0	0.5
63	NPK, Ca, S,B(N-06+P-25+K-34+Ca-2+S-4+B-0.5)	6	25	34	4	0	0	2	0	0.5
64	NPK, S(N-15+P-28+K-22+S-4)	15	28	22	4	0	0	0	0	0
65	NPK, Ca, B(N-05+P-40+K-25+Ca-2+B-0.2)	5	40	25	0	0	0	2	0	0.2
66	NPK, S, B(N-10+P-10+K-35+S-7+B-0.2)	10	10	35	7	0	0	0	0	0.2
67	NPK, B(N-15+P-15+K-35+B-0.2)	15	15	35	0	0	0	0	0	0.2
68	NPK, B(N-16+P-32+K-24+B-0.2)	16	32	24	0	0	0	0	0	0.2
69	NPK, Ca, S, B(N-12+P-35+K-16+Ca-3+S-2+B-0.3)	12	35	16	2	0	0	3	0	0.3

DHRUV AGRITECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED: Dhruv Corporate Building, Gut no.135, Vinchurgavali phata, Adgaon- Sayyad Pimpri Road, Tal/Dist.-Nashik, Maharashtra 422003.

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN - L45209WB1924PLC004969

নিবন্ধিত কার্যালয়: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭

ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩০১১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮

ইমেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তার ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 ("সার্কুলার")-এর মাধ্যমে "ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো"-র সুবিধা প্রদান করেছে এবং তদনুসারে ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার যার মধ্যে হস্তান্তরের ফিজিক্যাল মোড বন্ধ হওয়ার অর্থাৎ ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে হস্তান্তরের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রে ঘাটতির কারণে কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক বাতিল/ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত হস্তান্তর দলিলগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনরায় জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল এমন শেয়ারগুলোও অন্তর্ভুক্ত, সেগুলিকে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের বিশেষ উইন্ডো পিরিয়ড চলাকালীন কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে জমা/পুনরায় জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে, সমস্ত ক্ষেত্রে, বিডারদের কাছে অবশ্যই আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনো কারণেই ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির কাছে স্থানান্তরিত হয়ে থাকা চলবে না। অধিকন্তু, সিকিউরিটিজ একবার হস্তান্তরিত হওয়ার পর বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ট্রান্সফারির কাছে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে এবং উক্ত লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন উক্ত সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর/লিয়েন-মার্ক/বন্ধক রাখা যাবে না।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

যোগাযোগের ঠিকানা	
সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, "সিমপ্লেক্স হাউস" ২৭, শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭ ফোন: (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ১ম ফ্লোর কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন: (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল: mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

সার্কুলারটির একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং: F3020

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬

পাবলিক নোটিশ

মাকালু ট্রেডিং লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ১"), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ফ্ল্যাট নং ১০১, প্লট নং ৫৭৪, ঊষা কমল, ভি.এন. পুরভ মার্গ, চেম্বুর, মুম্বাই ৪০০০৭১, মহারাষ্ট্র, **যতিন স্টিলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ২"), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ফ্ল্যাট নং ১০১, প্লট নং ৫৭৪, ঊষা কমল, ভি.এন. পুরভ মার্গ, চেম্বুর, মুম্বাই ৪০০০৭১, মহারাষ্ট্র (হস্তান্তরকারী কোম্পানি ১ এবং হস্তান্তরকারী কোম্পানি ২-কে একত্রে "হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং **রশ্মি সিমেন্ট লিমিটেড** ("গ্রহীতা কোম্পানি"), যার নিবন্ধিত কার্যালয় পোঃ-ঝাড়গ্রাম, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম-৭২১৫০৭, পশ্চিমবঙ্গ-এর বিষয়ে।

এতদ্বারা সকল শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৩৩ এবং প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রস্তাবিত একত্রীকরণ প্রকল্প, হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলি এবং গ্রহীতা কোম্পানির সমস্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথভাবে পেশ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তাদের কারও কাছ থেকে কোনো পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এই প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত, প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে কোনো বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো আপত্তি বা বিরূপ যোগাযোগ পাওয়া যায়নি। তদনুসারে, শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের প্রচারিত প্রকল্পটিকে চূড়ান্ত প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের জ্ঞাতার্থে জানানো হলো।

রশ্মি সিমেন্ট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
পোঃ-ঝাড়গ্রাম, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর,
ঝাড়গ্রাম-৭২১৫০৭, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৬

ফটোগ্রাফ-সহ সার্ভে হওয়ার পর পাড়ায় সমাধানের টাকা মিলবে: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: 'ফটোগ্রাপ-সহ সার্ভে হওয়ার পর আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের টাকা পাওয়া যাবে।' মঙ্গলবার বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে জেলা ভিত্তিক পঞ্চায়েতের উন্নয়নের ক্ষতিয়ান নিতে এসে এমনই জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, 'কাজের সার্ভে হওয়ার পর ফটোগ্রাপ আসবে। তিনটি ফেজে টাকা দেওয়া হয়। একটা ফেজে কাজ হলে সার্ভের পর সেই টাকা পাওয়া যাবে।' পঞ্চায়েত মন্ত্রীর এই ঘোষণার পর অনেকটাই হাফ ছেড়ে বাঁচলেন কনট্রাক্টরেরা। তৃণমূল জামানার শেষ পর্যায়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্প নেওয়া হয়। তার মধ্যে কিছু কাজ হয়েছে, কিছু কাজ হয়নি। কেউ টাকা পেয়েছেন, কেউ পায়নি। সরকার বদলের পর যারা টাকা পায়নি অথচ কাজ করে ফেলেছেন তাদের টাকা আটকে গিয়েছিল। ফলে কনট্রাক্টরেরা সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্ন থেকে জানিয়েছিলেন, 'তৃণমূল জামানায় প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে ফলে তাদের সময় হওয়া কাজের দায়িত্ব বিজেপি সরকার নেবে না।' কিন্তু এদিন দিলীপ ঘোষ সম্পূর্ণ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে পরক্ষে আশ্বাস দেন, 'সঠিকভাবে যারা কাজ করেছেন তারা টাকা পাবেন।' এদিন তিনি আরও বলেন, 'জল জীবন মিশনের আওতায় রাজ্যে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা পাওয়ার কথা। গত তৃণমূল সরকারের আমলে ৩০ হাজার কোটি টাকা এসেছিল, সেটা মাটির নিচে চলে গেছে কিন্তু জল আসেনি। ৬০০ কোটি টাকার পাইপ কেনা হয়েছিল, সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ শহরে বা গ্রামে কোথাও জল নেই। পাহাড় থেকে সাগর সর্বত্র এই দুর্নীতি করেছে গত সরকার। পরবর্তীতে টাকা এলে কাজ হবে। আর এই দুর্নীতিরও তদন্ত হবে।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত স্তরে কর্মী সংখ্যা কম এবং বিডিওদের বদলির কারণে কাজ কিছুটা ধীর গতিতে চলছে। ১১ হাজার কর্মী কম আছে তার রিক্রুটমেন্ট হবে। আমরা, আমাদের রুল কিছুটা চেঞ্জ করে পিএসসি-কে রিক্রুটমেন্টের দায়িত্ব দিয়ে দেব। এদিন আবাস যোজনায় কাজ ধীর গতিতে চলায় আধিকারিকদের কিছুটা ভৎর্সনা করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী।'

মন্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক!

সমাজমাধ্যমে সতর্কবার্তা ক্ষুদিরাম টুডুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিবাঁধ: সাইবার অপরাধীদের নিশানায় এবার রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী তথা রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু। তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বলে অভিযোগ। হ্যাক হওয়ার পর তাঁর পরিচয় ব্যবহার করে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে টাকা চেয়ে মেসেজ পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী নিজেই। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট এবং ভিডিওবার্তা দিয়ে সকলকে সতর্ক করেছেন ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর নম্বর থেকে কেউ যদি টাকা, আর্থিক সাহায্য বা কিউআর কোড পাঠানোর অনুরোধ করে, তাহলে যেন কেউ তাতে সাড়া না দেন। কোনও অবস্থাতেই টাকা পাঠানো থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ভিডিওবার্তায় মন্ত্রী বলেন, 'আমার ৯৪৭৪৭৭৮৮৯৮ নম্বরটি প্রায় আধ ঘণ্টা আগে হ্যাক হয়েছে। কেউ এই নম্বরে টাকা পাঠাবেন না, কিউআর কোডও পাঠাবেন না। যে আমার ফোন হ্যাক করেছে, তার নাম অভিষেক কুমার। ওই নম্বর থেকেই এই প্রতারণা করা হয়েছে।' মন্ত্রী জানান, হ্যাক হওয়ার পর থেকেই তাঁর পরিচিতদের কাছে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা দাবি করে মেসেজ পাঠানো শুরু হয়। কারও কাছে ৪৫ হাজার, কারও কাছে ৫০ হাজার টাকা চাওয়া হয়। অভিযোগ, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খানের কাছেও ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। আবার বর্ধমান শহরের খালাসিপাড়ার বাসিন্দা ও মন্ত্রীর পরিচিত শেখ সোহরাবের কাছ থেকে প্রথমে ৪৫ হাজার টাকা নেওয়ার পর আরও টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই বর্ধমান শহরের কালনাগেট এলাকার খাঁপুকুরে মন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছায় বর্ধমান থানার সাইবার সেলের পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসন ও জেলা পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সাইবার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষকে আরও সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন, তাঁর নাম বা পরিচয় ব্যবহার করে কোনও আর্থিক লেনদেনের অনুরোধ এলে তা যাচাই না করে যেন কোনওভাবেই টাকা পাঠানো না হয়। পাশাপাশি এই সতর্কবার্তাটি যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল সাইবার প্রতারকদের নতুন কৌশল। বিশিষ্ট ব্যক্তি বা জনপ্রতিনিধিদের পরিচয় ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা যে ক্রমশ বাড়ছে, সেই আশঙ্কাই আরও একবার সামনে এল।

রেকর্ড ভেঙে ভক্তের সমাগম তারকেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুলিশ প্রশাসনের দাবি, অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে এ দিন আনুমানিক ৩০ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয়েছে হুগলির শৈব তীর্থে। ভক্তদের ঢল নামল তারকেশ্বর মন্দিরে। ভিড়ের চাপে অনেকেই মন্দির পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেননি। ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি গণেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পানের বিবাদ আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। এবার গণেশের একটি বিতর্কিত পোস্ট নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা। পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'বিজেপিতে যাঁরা ২০১৯ কিংবা তারও অনেক আগে থেকে লড়াই দিয়েছেন, আজ তাঁরাই কোণঠাসা। কিছু অসাধু লোকজন, যাঁরা ৪ জুনের পরে এলো, তাঁরাই দলের সব ক্ষমতা ভোগ করছেন।' তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, 'যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, জেল খেটেছেন, লাঠির আঘাত সহ্য করেছেন, তাঁদের কি কোনও মূল্য নেই? মূল্যায়ন কি হবে না? ত্যাগীদের সম্মান দিন, পরিশ্রমীদের মূল্য দিন। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করুণ।'

রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে নতুনদের দাপটে তাঁর মতো দলের পুরোনো নেতারা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। তা নিয়ে একরাশ অভিমান ঝরে পড়েছে গণেশের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। গত বিধানসভা ভোটের সময় থেকেই সন্তু পানের সঙ্গে গণেশের ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে সেই ফাটল আরও চওড়া হয়।

মাস্টার রোলে কারচুপি

উপপ্রধানকে ঘিরে প্রতিবাদ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার কোদালি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাশিস চক্রবর্তীকে ঘিরে প্রতিবাদ বিজেপি কর্মীদের। মাস্টার রোলে কারচুপির অভিযোগে বিক্ষোভ উপপ্রধানকে ঘিরে। তাঁর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের কাজে মাস্টাররোল গরমিলের অভিযোগ ওঠে। তাতেই ফের ক্ষোভের মুখে এই উপপ্রধান। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের এক ঠিকাদার বলেন, 'পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাশিস চক্রবর্তীই পঞ্চায়েত চালান। বিভিন্ন কাজে মাস্টার রোল করতে বলা হয় আমাকে। দু'টির টাকা পেয়েছি। তিনটের পাইনি। হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে তুলিয়েছেন। পাঁচটা মাস্টার রোল থেকে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। সেই টাকা কোথায়, কী হয়েছে, জানি না।' বিজেপি নেতা অজয় মোহান্তি বলেন, 'রাস্তা, ড্রেন সংস্কার না হওয়ার কারণে বাড়িতে জল ঢুকে যাচ্ছে। অথচ, কোনও কাজ হয়নি। আমরা পঞ্চায়েতে আসি। আমাদের বলা হয়, এক বছরে প্রায় আড়াই হাজার কর্মী কাজ করেছেন। সেই হিসেবে প্রতিটা বুথে ৮০ জন কর্মীর কাজ করার কথা। পঞ্চায়েত সদস্যরা দু'জন করে কর্মী পেয়েছেন কি না, ঠিক নেই। ঠিকাদারকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন, হাজারের বেশি কর্মী কাজ করেছেন। বাকি কর্মীর টাকা কোথায় গেল, সেটাই জানতে এসেছি পঞ্চায়েতে। উপপ্রধান জবাব দেননি।'

বাসে অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন মহিলা পুণ্যার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শ্রাবণ মাসে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢেলে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তারকেশ্বর থেকে পুণ্য সঞ্চয় করে পরিবারের সাথে বাসে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এক মহিলা পুণ্যার্থী। কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হল না তাঁর। মাঝপথেই বাসের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যু হল ওই মহিলার। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার অন্তর্গত ভেড়িলি পুল এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃত পুণ্যার্থী মহিলার নাম পার্বতী দেবী, তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই তিনি তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়েছিলেন। ভক্তি সহকারে পুজো ও জল ঢালা শেষে বাসে চেপে অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সঙ্গে নিজের রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। বাসটি যখন জামালপুরের ভেড়িলি পুল এলাকা অতিক্রম করছিল, ঠিক সেই সময় হঠাৎই বাসের অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন ওই মহিলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি বাসটি থামিয়ে তাঁকে স্থানীয় জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান সহযাত্রী ও পরিজনরা। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানকার কর্মরত চিকিৎসকরা ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান, অতিরিক্ত গরম, ভিড় বা শারীরিক কোনও জটিলতার জেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতের পরিবার ও অন্য পুণ্যার্থীদের মধ্যে শোকের ছায় নেমে আসে।

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না-২ ব্লকের মাধবডিহি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোমবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল জুড়ে। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় হাসপাতালের রুগী ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। ঘটনার পর হাসপাতাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। সোমবার রাতে মাধবডিহি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি অংশ থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাধবডিহি থানার পুলিশ। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কী কারণে আগুন লাগে, তা স্পষ্টভাবে জানা যায় নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে আগুন লাগার ঘটনার পর হাসপাতালের বিএমওএইচ-এর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনিক গাফিলতি চলছে। পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। অন্যদিকে, আগুনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। সংবাদ সংগ্রহে অসহযোগিতা এবং আগুন নেভাতে এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহারের অভিযোগে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য **০৯.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিশদ/বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ চ) প্রপার্টি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**১. মেসার্স কাস্টম হায়ারিং সেন্টার,** ঠিকানা: গ্রাম বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা - আমতা, পোঃ - মানিকপুরা, জেলা হাওড়া - ৭১১৪১৬। **২. শ্রী কাজী সাদ সেলিম,** ফ্ল্যাট নং- ৩বি, প্রেমিসেস নং - ১ রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯। এছাড়াও ঠিকানা: গ্রাম বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা - আমতা, পোঃ - মানিকপুরা, জেলা - হাওড়া - ৭১১৪১৬। **৩. শ্রীমতী নসরত তানিয়া খাতুন,** ঠিকানা: গ্রাম বসন্তপুর, আলতারা চালকল থানা - আমতা, পোঃ মানিকপুরা জেলা হাওড়া ৭১১৪১৬। শাখা : **ধর্মতলা**	**বন্ধকী সম্পদ: সিইআরএসএআই সম্পদ আইডি: 200035073958 সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি: 400035132866** ৩য় ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত আনুমানিক ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের "বিবি" চিহ্নিত আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে দুটি বেডরুম, রান্নাঘর, ডাইনিং এবং দুটি টয়লেট রয়েছে, সাথে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪০ নং ওয়ার্ডের এখতিয়ার ও পৌর সীমানার মধ্যে প্রেমিসেস নং - ১, রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, থানা - আমহার্স্ট স্ট্রিট, হোল্ডিং নং - ৮৩, ব্লক নং - VIII, কলকাতা - ৭০০০০৯-এ অন্তর্ভুক্ত জমির আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ, যা শ্রী কাজী সাদ সেলিমের নামে রয়েছে এবং **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত: উত্তরে:** আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং - ৬২ এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ৬২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড দ্বারা; **দক্ষিণে:** প্রেমিসেস নং - ১/২ রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট দ্বারা; **পূর্বে:** রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ৬০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড দ্বারা; **পশ্চিমে:** প্রেমিসেস নং - ২ রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট এবং প্রেমিসেস নং - ২ দ্বারা।	**ক) প্রতীকী দখল খ) জানা নেই গ) ৪৮,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,৮০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা চ) IDIB050425925794 ছ) ৭৪,৭০,০০১.০০ টাকা** (চুয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার এক টাকা) এবং তার উপর ৩০.০৭.২০২৬ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ।

পরিদর্শনের তারিখ: ০১.০৯.২০২৬ থেকে ০৮.০৯.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প ডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **প্রপার্টি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিশদ: ৭২০৯৯ ৪৫৬৬৪

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ)-এর প্রতিও।

তারিখ: ২৯.০৭.২০২৬ স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য **০৯.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিশদ/বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ চ) প্রপার্টি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঠিকানা: ১ শ্রী মিজানুর মোল্লা,** (পিতা- শ্রী নবির আলী মোল্লা), হাওড়ামারি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৫০২। **ঠিকানা: ২ শ্রী মিজানুর মোল্লা,** (পিতা- শ্রী নবির আলী মোল্লা), ফ্ল্যাট নং - ৪০৩, ব্লক বি, গ্রিনল্যান্ড পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, পোঃ - নরেন্দ্রপুর, থানা- সোনারপুর, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পিন- ৭০০১০৩। **শাখা: সেলিমপুর**	**বন্ধকী সম্পদ: সিইআরএসএআই সম্পদ আইডি: 200074553482: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি: 400073142319** ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত ৭১৬ বর্গফুট পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি, একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং - ৪০৩, যার মধ্যে দুটি বেডরুম, একটি লিভিং রুম, দুটি টয়লেট, রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা রয়েছে, যা "গ্রিনল্যান্ড পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন" হাউজিং প্রজেক্টের ব্লক বি-তে অবস্থিত, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস, যা এল.আর. খতিয়ান নং - ১২১৯/৭, ৭৩৮, এল.আর. দাগ নং - ১৭০৭ এবং ৪৮২, আর.এস. খতিয়ান নং - ৭৪০, আর.এস দাগ নং ১৬৮২ এবং রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির হোল্ডিং নং - ৫১৭ এর অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং - ৭৩৮ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা - সোনারপুর, কুমরাখালি, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানার বিবরণ: উত্তরে:** ব্লক-এ বিল্ডিং/সোনারপুর স্টেশন রোড দ্বারা; **দক্ষিণে:** ব্লক-সি বিল্ডিং/আর.এস. দাগ নং - ১৬৮৪ দ্বারা; **পূর্বে:** আর.এস. দাগ নং - ১৬০৫ দ্বারা; **পশ্চিমে:** খোলা পুকুর এলাকা/আর.এস. দাগ নং - ১৫৯৮ এবং ১৬৮৪ দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রী মিজানুর মোল্লার নামে রয়েছে।**	**ক) প্রতীকী দখল খ) জানা নেই গ) ৩০,২৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,০২,৮০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা চ) IDIB07524072775 ছ) ২৮,১৩,০৫২.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ তেরো হাজার বাহান্ন টাকা) এবং তার উপর **০১.০৮.২০২৬** থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ।

পরিদর্শনের তারিখ: ০২.০৯.২০২৬ থেকে ০৮.০৯.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প ডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **প্রপার্টি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিশদ: ৯৪৭৫৬২০৬৪৮

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ)-এর প্রতিও।

তারিখ: ৩১.০৭.২০২৬ স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৭ম ফ্লোর,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং আরসি/২২২/২০১৮
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম নিউ শ্রী কৃষ্ণ অয়েল মিল ও অন্যান্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত ২২.০৭.২০২৬ তারিখের আদেশ অনুসারে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে:
"মৌজা- ভিরিঙ্গি, থানা- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, প্লট নং- ১৫০, খতিয়ান নং- ৭১৩, জে.এল. নং- ৬৮-এ অবস্থিত প্রায় ২.৪ কাঠা পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ২ (দুই) তলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সঞ্জিৎ কুণ্ডুর নামে, দলিল নং- I-২৫২৬ সহ"।
পাবলিক নিলামের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে ই-অকশনের মাধ্যমে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% বায়না অর্থ জমা করতে হবে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে উক্ত অর্থাঙ্ক সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পরে বিক্রয় প্রক্রিয়ার ২৫% জমা দিতে হবে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে, যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে ১ম কার্যদিবসে, ব্যর্থ হলে বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। যে সংরক্ষিত মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **৩৫,৯০,০০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% হবে বিড বর্ধিত পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী ০৪.০৮.২০২৬ তারিখের আরসি/২২২/২০১৮ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **০৮.০৯.২০২৬** তারিখে বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ অনুষ্ঠিত হবে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net**-তে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger. net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **০৭.০৯.২০২৬** তারিখে বা তার আগে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে তাদের বায়না অর্থ এবং অফার সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে, যা কলকাতায় প্রদেয়। তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।
অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানি দ্বারা, যদি থাকে, লগইন করার জন্য পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ- ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড, মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, **ই-মেইল- support@auctiontiger.net**।
আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন।
পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- **শ্রী সন্তোষ মাহাতো, মোবাইল নং ৭৯৮০৬০২৪৯১**-এর সঙ্গে।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, কলকাতা

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৮.২০২৬

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

পরিশিষ্ট ৪, রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে উল্লেখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা, বিজ্ঞপ্তি এবং বকেয়া ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

শাখা / অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখা:- সালকিয়া **ঋণগ্রহীতার নাম: মেসার্স বঙ্কু বিহারী নাগ (স্বত্বাধিকারী - শ্রী তাপস দাস) এবং জামিনদারদের নাম: শ্রীমতী দিপালী দাস এবং শ্রীমতী তাপসী বণিক**	পশ্চিমবঙ্গ, জেলা - হুগলী, পিন কোড-৭১২২৩২, উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১১, পোঃ ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, হোল্ডিং নং ১০৫, এম.কে.টি. সরণি, শান্তিনগর স্ট্রিট, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৭৭১, ১০৭৭৮, ১০৮১৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৮৬, এল.আর. দাগ নং ২১৩৪, আর.এস. দাগ নং ১০২৩/৪৩৮৯, জে.এল. নং ৯, মৌজা-ভদ্রকালী-তে অবস্থিত "আবাসিক সম্পত্তি" নিয়ে গঠিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে:** গোরা চাঁদ বসাকের বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে:** বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা (পূর্বতন মোহিত কুমার সিংহর সম্পত্তি), **পূর্বে:** শান্তিনগর স্ট্রিট দ্বারা, **পশ্চিমে:** শম্ভু ভট্টাচার্যের বাড়ি দ্বারা।	**২৮,৬৯,৫১৮.৯৭ টাকা এবং তার উপর সুদ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:** ২৬.০৯.২০২৪ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** ০১.০৮.২০২৬

স্থান: সালকিয়া
তারিখ: ০১-০৮-২০২৬
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত: নাম: স্মিতা মিত্র, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১০৩০৪

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত বিধানের অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধকী নীচে বর্ণিত সিকিউরড অ্যাসেটস, যার **বাস্তবিক দখল** সিকিউরড ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি নীচে উল্লেখিত তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে' এবং 'যাই থাক না কেন' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৮.২০২৬
অকশনের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	যে সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: প্রত্যুষ প্রসন্ন দাস** পিতা- প্রদ্যোৎ কুমার দাস **সম্পত্তির ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ১ম ফ্লোর, প্রসাদ অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট নং এ-২/১২০, ব্লক-এ, কল্যাণী টাউনশিপ, পোঃ- কল্যাণী, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫। **এছাড়াও: বাসস্থানের ঠিকানা:** ২১/২বি, পানপাড়া ৪র্থ লেন, তালপুকুর, ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১২৩	১ম ফ্লোরে অবস্থিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ (এক হাজার পঞ্চাশ) বর্গফুট পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ২বিএইচকে ফ্ল্যাট নং "সি১" (দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী) এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাটটি **"প্রসাদ অ্যাপার্টমেন্ট"**-এ অবস্থিত, যা কল্যাণী টাউনশিপের প্লট নং এ-২/১২০, কল্যাণী পৌরসভার অধীনে ১৫ নং ওয়ার্ড, জেলা নদীয়া, কল্যাণী মহকুমার এক্তিয়ারের মধ্যে, কল্যাণী পৌরসভার অধীনে কল্যাণী থানা, নদীয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কল্যাণীর এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে: অন্যান্য ফ্ল্যাট, পুর্বে: সিঁড়ি, লবি এবং লিফট, দক্ষিণে: খোলা আকাশ (প্লট নং এ-২/১২১), পশ্চিমে: খোলা আকাশ (প্লট নং এ-২/২০০)। **ব্যাঙ্ক-এর বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**৪৪,৪৭,২৮১.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশো একাশি টাকা) ০১.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)	ক) ৪৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১০৩০৪ ৯০৫১০৩৩৩৬৭**
			পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ এবং ২১.০৮.২০২৬	
২.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী দেবক ব্যানার্জি** পিতা- দেবব্রত ব্যানার্জি **ঠিকানা:** ডি.এন. চ্যাটার্জি রোড, তালতলা, আগরপাড়া, পানিহাটি, কলকাতা-৭০০০৫৮। **এছাড়াও:** ইএমপি আইডি-৮৬৮৭৭৯, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ইকো স্পেস, নিউ টাউন, পিন-৭০০১৫৬। **এছাড়াও:** মাতৃ পিতৃ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং এ, ২৭৫ ও ২৭৬ আশুতোষ মুখার্জি রোড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১	লিফট সুবিধাসহ টাইলস ফ্লোরিং করা ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮৮১ বর্গফুট, কভার্ড এরিয়া ৭০৫ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া প্রায় ৬৩৪.৫০ বর্গফুট পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং "এ"-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাটটিতে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা রয়েছে, যা **"মাতৃ পিতৃ অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক একটি (জি+৪) বহুতল ভবনে অবস্থিত। এটি ডি.এস.আর.-১ এর অফিসে, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৫ সালের ১৫০১-২০২৫ ভলিউম নম্বর, ৪০৭৯১ থেকে ৪০৮২৩ পৃষ্ঠায়, ১৫০১০১১০৯ নম্বর দলিল দ্বারা নিবন্ধিত। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: অন্যান্য ফ্ল্যাট। দক্ষিণে: লিফট এবং সিঁড়ি। পূর্বে: খোলা আকাশ। পশ্চিমে: ফ্ল্যাট। **ব্যাঙ্ক-এর বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**৩১,৯৭,৪১৬.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশো ষোল টাকা) ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)	ক) ৩৪,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪৮,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১০৩০৪ ৯০৫১০৩৩৩৬৭
			পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ এবং ২১.০৮.২০২৬	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেখুন: https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে নিলামের তারিখের বেশ আগেই তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০।

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বাঁকিপুর জিতে পিকে 'র মনে শুধু বিহারের উন্নয়ন

পাটনা, ৪ অগস্ট: বাঁকিপুর আসন জিতে নিজের পরবর্তী লক্ষ্যের কথা জানালেন ভোটকুশলী পিকে। তাঁর পাখির চোখ, বিহারের উন্নয়ন। সেখানে বিরোধীদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করার কোনও লক্ষ্য তাঁর নেই। বাঁকিপুর উপনির্বাচনে জয়ের পরে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, এর পরে বাঁকিপুরের জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে আর মানুষজনকে 'অপ্রস্তুত' হতে হবে না।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের ছেড়ে যাওয়া বাঁকিপুর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে প্রায় ১৯ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন পিকে। জয়ের পরেই তাঁর প্রতিশ্রুতি, আগামী তিন মাসে বাঁকিপুরে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাবে। উন্নয়ন চোখে পড়বে। তাঁর কথায়, 'তিন মাসে বাঁকিপুরে পরিবর্তন দেখতে পারবেন। স্থানীয় স্তরে দুর্নীতি নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।' প্রশান্তের কথায়, 'বিহারের জন্য একজন ভাল মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করাই আমার লক্ষ্য। এই রাজ্যের এমন এক সরকারের প্রয়োজন, যাদের লক্ষ্য হবে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কর্মসংস্থান করা, যাতে কাউকে ভিন্‌রাজ্যে যেতে না হয়।' ভোটকুশলী বার বার জানিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য বিহারের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন। ভোটে জয়ের পরে আরও এক বার পিকে জানান, অন্তত তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে সরকারি স্কুলগুলির উন্নতি নিশ্চিত করা হবে সরকারের লক্ষ্য। তা যদি একান্তই না পারেন, তবে গরিব পরিবারের শিশুরাও যাতে বেসরকারি স্কুলে পড়তে পারে, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন তিনি। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল বাঁকিপুর। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত পর পর চার বার এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন অধুনা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিনের পিতা নবীন কিশোর প্রসাদ সিন্‌হা। ২০০৮ সালের আসন পুনর্বিন্যাসের পরে ২০১০ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত টানা চার বার জয়ী হন নীতিন। সেই নীতিনকে বিজেপি রাজ্যসভায় পাঠানোর পরে বাঁকিপুরে উপনির্বাচন হয়।

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

আকাশে ফের বিপদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: ফের বিপত্তি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে। মাঝ আকাশে ৩০০ ফুট নামল ফুকেত-দিল্লি উড়ান। মাঝ আকাশে আচমকা ঝাঁকুনির ফলে যাত্রী ও বিমানকর্মী-সহ কমপক্ষে ১৪ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। কারও মাথায় চোট লেগেছে, আবার কারও কানের পর্দা ফেটেছে। মঙ্গলবার ফুকেত থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই২৩৭৯ উড়ান। বেলা সওয়া ১১টা নাগাদ দিল্লিতে অবতরণের কথা ছিল ওই বিমানটির। তবে 'এয়ার-টার্বুল্যান্স'-এর কারণে কিছুটা দেরিতে ওই বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এক জন বিমানকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। কয়েক জন যাত্রীও আঘাত পেয়েছেন। ফুকেত থেকে ওড়ার সময়েও কোনও সমস্যা ছিল না। তবে কিছু সময় পরে হঠাৎই ওই বিমানে ঝাঁকুনি শুরু হয়। আচমকা আবহাওয়ার মতিগতি বদলে গেলে, দুর্যোগ শুরু হয়ে গেলে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয় বিমানে। যাত্রাপথে প্রায়ই বিমানগুলি এই সমস্যার মুখে পড়ে। তবে 'বিপদ' বুঝে পাইলট আগে থেকেই সতর্ক করেন। সকলকে বেল্ট বেঁধে রাখার ঘোষণাও করা হয়। কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লিগামী এই বিমানটির ক্ষেত্রে আগে থেকে 'এয়ার-টার্বুল্যান্স' সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা করা হয়নি। বিমানবন্দরে নেমে যাত্রীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এক যাত্রী জানান, বিমানটি ওড়ার দেড় ঘণ্টা পর ঝাঁকুনি অনুভব করেন তাঁরা। তার পরেই বিমানের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ওই যাত্রীর কথায়, 'তখন ভোরবেলা। আমরা প্রায় সকলেই ঘুমোচ্ছিলাম। আচমকা বিমানটি থেমে যায় এবং পরমুহূর্তেই উল্টো দিকে ঘুরে যায়। ওই অবস্থায় অন্তত দু'-তিন মিনিট চলতে থাকে।'

সহকর্মীদের গুলি করে আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান

গুয়াহাটি, ৪ অগস্ট: অসমের নওগাঁওয়ে সহকর্মীদের গুলি করে আত্মঘাতী হলেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। মঙ্গলবার সকালে কাটিমারিতে আধাসেনার ৩৪ ব্যাটেলিয়নের ছাউনির ঘটনা। শিবিরের মধ্যে গুলিচালনার ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে যায়। অভিযুক্ত জওয়ান কেন সহকর্মীদের গুলি করলেন, সেই কারণ স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, হামলাকারী জওয়ান অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ওই জওয়ানের নাম বলানি প্রেমাম্বরম। তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরের পদে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল ৭টায় তিনি শিবিরের মূল প্রবেশদ্বারে ডিউটি করছিলেন। সেই সময় আচমকাই নিজের ইনসাস রাইফেল থেকে গুলি চালাতে শুরু করেন। গুলিবিদ্ধ হন হেড কনস্টেবল বিষ্ণুপ্রসাদ বঘেল, এসআই রামনাওয়াল সিংহ যাদব এবং এএসআই গোবিন্দ শ্রীপুল। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হেড কনস্টেবল এবং এসআইয়ের। গুরুতর আহত হন এএসআই গোবিন্দ। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

গুজরাতে মারণ ভাইরাসের শিকার ২২ শিশু

আমদাবাদ, ৪ অগস্ট: চান্দিপুরা নামের এই ভাইরাসের কবলে পড়ে এখনও পর্যন্ত ২২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে গুজরাতে। বর্ষার গুজরাতে এই মারণ ভাইরাসের প্রকোপ। ব্যাপকভাবে ছড়াতে শুরু করেছে সংক্রমণ। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত ১৮৪ জন সন্দেহভাজন রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে যার মধ্যে ৩৫ জনের শরীরে মিলেছে এই ভাইরাস। যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বয়স ১৫ বছরের কম। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, এই ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক বা টিকা নেই।

ময়দান

ডুরান্ডে ৮ গোলে জিতল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপে আরও একতরফা ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গলের পর এবার মোহনবাগানও প্রতিপক্ষের জালে ৮ গোল ভরে দিল। সাউথ ইউনাইটেডকে ৮-০ ব্যবধানে হারিয়ে অনায়াসে নকআউটে উঠে গেল সবুজ-মেরুন। প্রথম ম্যাচে ডার্বিতে ১-০ গোলে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপুটে ফুটবল খেলল পানাজিয়োটিস ডিমপেরিসের দল। বড় ব্যবধানের এই জয়ের পর আবারও ডুরান্ড কাপের প্রতিযোগিতার মান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। খেলা শুরু হতেই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে মোহনবাগান। ৪ মিনিটে মনবীর সিং গোলের খাতা খেলেন। ১০ মিনিটে আলবার্তো রডরিগেজ ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ১৯ মিনিটে রাহুল ভেকে তৃতীয় গোল করেন। ২২ মিনিটে ফের গোল করে প্রথমার্ধেই ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেয় মনবীর। দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছবি দেখা যায়। বলের দখল, আক্রমণের গতি এবং সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল মোহনবাগানের। সাউথ ইউনাইটেড নিজেদের অর্ধ ছেড়েই খুব কম বেরোতে পেরেছে। রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়েও সবুজ-মেরুনের ধারালো আক্রমণ আটকানো সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, এই সাউথ ইউনাইটেডই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে সিআইএসএফকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল।

বেঙ্গল স্নুকার লীগের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হিন্দুস্তান ক্লাবে বেঙ্গল স্নুকার লীগের সূচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এই লীগের উদ্বোধন করেন। বিলিয়ার্ডস অ্যান্ড স্নুকার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ বিলিয়ার্ডস অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী এই লীগের উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান কলকাতার ক্রীড়া ও সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করে। তিনি বলেন, ক্ষ্মআমাদের সরকার ক্রীড়া ও সংস্কৃতিকে একীভূত করার জন্য সচেষ্ট থাকবে, যা পর্যটনকে আরও উন্নত করবে এবং বাংলাকে তার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম করবে।ক্ষ্ম হিন্দুস্তান ক্লাব এবং এসেন্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিনীত জৈন এবং শৈলী জৈন মন্ত্রীকে স্বাগত জানান এবং ধন্যবাদ দেন। পাঁচ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের একজন প্রখ্যাত স্নুকার আইকন, পদ্মভূষণ পঙ্কজ আদভানি। হিন্দুস্তান ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় গোয়েঙ্কা ও কোষাধ্যক্ষ ধ্রুব আগরওয়ালসহ আয়োজক কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK MURSHIDABAD WEST BENGAL- 742121
The undersigned is hereby published the e -Tender vide **No. 1/PGP/VB-G-RAM-G/2026-27 (Tender ID: 2026_ZPHD_1035619_1)** for Supply of material for the Construction of Boundary wall at Chandipur Malithyapara SSK under this G.P Bid submission start date (online) **01/08/2026 from 10-00 a.m** Bid submission closing date (online) **08/08/2026 upto 10-00 p.m** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**
Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
NOTICE INVITING TENDER/QUOTATION
Notice No:- 423/XV/D-1(01) & 425/XV/D-1(01), Date- 04/08/2026
Tender/Quotation through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Application for Tender Paper Submitted- **13.08.2026.** Tender Paper Issue- **17.08.2026.** Tender Opening Date- **18.08.2026.** For Details Please Visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Superintendent Governor's Estate, West Bengal invites Notice Inviting **Short Bid N.I.B. No.: 03 of 2026-27 of SGE/WB** for works sl-01 "Temporary arrangement by hanger or canopy including seating arrangement with allied necessary decorators item and other logistic supports for "At Home" Reception, at Amrit Udyan (formerly known as South West Lawn) within Lok Bhavan Kolkata, in connection with celebration of the 80th Independence Day on 15th August, 2026." sl-02 "Arrangement of temporary nature for High Tea refreshment of "At Home" Reception Guests, at Shanti Van (formerly known as South East Lawn) within Lok Bhavan Kolkata, by Hanger / Canopy, seating, supply of necessary decorator's items and other logistic supports, in connection with celebration of the 80th Independence Day on 15th August, 2026." Estimated Amount put to Tender: as per quoted rate, Last date & time for receiving sealed bid 05.08.2026 up to 1.30 p.m. Details may be seen in website: **https://wbpwd.gov.in/**
PWD helpline No: **(033)-2223 6236.**
Corrigendum, if issued will be published in Dept. web site only. If any discrepancy arises between different sources of advertisement, the advertisement in Dept. website will prevail.
Sd/-
Superintendent
Governor's Estate, West Bengal

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory Body of the Government of West Bengal)
1st Administrative Building, City Centre, Durgapur - 713216
TENDER ID No. 2026_ADDA_1035854_1
Operation of ADDA Office Canteen for Public Purpose on License Basis
ADDA invites e-tender from experienced tenderer / bidder for Operation of ADDA Office Canteen. Detailed information is available in the website **www.addaonline**, **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/-
CEO, ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
A Statutory Authority of the Government of West Bengal
(Under Urban Development & Municipal Affairs Department)
1st Administrative Building, City Centre, Durgapur - 713216
ABRIDGED NOTICE
TENDER ID.: 2026_ADDA_1035674_1
Asansol Durgapur Development Authority (ADDA) invites RFP for an Integrated Software for Development, Implementation and Maintenance of Online Land Management System.
Last Date of Submission : 18.08.2026
For details visit the eTendering Portal at **http://wbtenders.gov.in** or ADDA's website at **http://addaonline.in**
Sd/- Chief Executive Officer
Asansol Durgapur Development Authority

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata-700028
DUM DUM MUNICIPALITY HAS published E-tender in the Govt website: **"wbtenders.gov.in."** related to Comprehensive Annual Maintenance contract for Air Conditioning System installed in Dum Dum Municipal Town Hall. vide memo no **493/ DDM/GEN/ ADMIN/26-27, Dtd 28/07/2026.** Published on **04/08/2026**. The Last date for dropping Bids is **12/08/2026.** Techno commercial Bids opening is on **14/08/2026.**
Sd/- Executive Officer
Dum Dum Municipality

NOTICE INVITING ONLINE ITEM RATE TENDER
Notice Inviting e-Tender No. 03/EE-sWM/NKDA/2026-27
Name of Work: Supplying and Spreading of Carbolic Acid at any Places/Locations within the Jurisdiction of NKDA, Newtown, Kolkata for Years.
Online Item Rate Tender are invited by the Executive Engineer-SWM New Town Kolkata Development Authority Vide Memo No. **4954/NKDA/ Engg. (SWMyCA 02(Diff. area sreading of Carbolic Acidy2025 dated 04.08.2026** for the work. Having tender amount- Agency has to be Quote only. Bid submission closing date **24.08.2026 up to 2.00 P.M.** For other details please visit our website at **www.nkdamar.org** & **https:/lwbtenders.gov.in** and the office notice board Newtown, Kolkata -700156
Sd/- Executive Engineer-SWM
New Town Kolkata Development Authority

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
Harinavi, 24 Parganas(S)
SHORT TENDER NOTICE
NIA No.: WBMAD/ULB/RSM/42/E-GOV/SI/2026-27, dated 24.07.2026. For details visit: http://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no: WBMAD/CM/WBR/NIT-3 (2nd call)/2025-26 & Tender Id: 2026_MAD_5017856_1** for rejuvenation of Municipal Pond in Ward No. 20. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No - 06/DDB/2026(VB-G RAM G)
Memo No - 1745/DDB/2026
Dated – 03/08/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 11 (Eleven) no of work closed on 10.08.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Dubrajpur Birbhum

TEMDER
An E-tender for **SUPPLYING & INSTALLATION OF COMPUTER, PRINTER AND SCANNER AT DISTRICT SARFAESI SECTION, SOUTH 24 PARGANAS** has been floated with Tender **ID.2026_DMSP_ 5017880_1** vide **memo no. 1229/NZ DT. 04.08.2026 QSF/NZ-02/36**
For details, please visit **www.s24pgs.gov.in** & **https://tenders.wb.gov.in**
Memo No: 3085/DICO/S-24 Pgs. Dt- 04-08-26
Sd/- Additional District Magistrate (Gen.)
South 24 Parganas, Alipore

পূর্ব রেলওয়ে
চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পোস্ট অফিস-লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ের খ্যাতনামা, অনুমোদিত ও যোগ্য কন্ট্র্যাক্টর এবং সরকারী/সরকার অধিগৃহীত সংস্থার ডিপার্টমেন্ট-এর যথাযথ তালিকাভুক্ত কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **(১) টেন্ডার নংঃ ইএনজিজি-পিডব্লুডিস্টাফ-২৫-২৬এলএলএইচ-আর২, তারিখঃ ০১.০৮.২০২৬। কাজের নামঃ** গ্রাউন্ড ফ্লোর ও মেজেনাইন ফ্লোরে স্টাফদের জন্য লকার, বেঞ্চ, চেঞ্জিং এরিয়া সহ এবং পিডব্লুডি স্টাফদের জন্য চিহ্নিত পরিকাঠামোগত সুবিধাবলী। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৭২,৫৭,৫০৪.৫৩। **বায়না মূল্যঃ** ৭,৪৫,২০০। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ২৭০ দিন। **(২) টেন্ডার নংঃ এইএন- মেনট্যানেন্স-২৬-২৭-এলএলএইচ, তারিখঃ ০১.০৮.২০২৬। কাজের নামঃ** এইএন/ডব্লুএস/লিলুয়া-এর অধীনে সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, লিলুয়া ও লিলুয়া রেলওয়ে কলোনিতে ৩ বছরের জন্য ইমার্জেন্সি অ্যাসেট যেমন পাইপলাইন ও স্যানিটারি ইনস্টলেশন, দরজা, জানলা, কাঠের কাঠামো, গাঁথনির কাঠামো, লোহার কাঠামো, রুফিং শীট, গাটার, লোহার দরজা, গ্রিলের গেট ইত্যাদির অপ্রত্যাশিত ও জরুরিভিত্তিক ছোটোখাটো মেরামতি/প্রাত্যহিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্তমান জল সরবরাহের পাইপলাইনের ভাল্‌ভগুলির সামগ্রিক পরিচালনা (দিবারাত্র)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৬৩,৭৩,৭৩২.১৬। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,২৭,৫০০। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৩ বছর। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (ক্র. নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৮.২০২৬ বেলা ১২টা পর্যন্ত। (ক্র. নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। বিস্তারিত টেন্ডার ও সংশোধনী (যদি থাকে) ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
(MISC-126/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৫৬৩৯৫, তারিখঃ ৩০.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এম), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেনঃ **বিড শেষের তারিখ/সময়ঃ** ২০.০৮.২০২৬ সন্ধ্যা ৬টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২০.০৮.২০২৬ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট। **বিড প্রস্তাবের বৈধতা (শেষের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ (দিন)। **অফিসের নামঃ** ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া। **অভিযোগের প্রতিবিধানের জন্য যোগাযোগের বিবরণঃ** এইচওডি ইমেল আইডিঃ yatishkr.93@gov.in, ক্রেতার ইমেল আইডিঃ ranajit.kroy@gov.in। **আইটেম ক্যাটিগরিঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড- কাজের পরিধি অনুযায়ী লিলুয়া রেলওয়ে কলোনি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা। **অনুরূপ ক্যাটিগরিঃ** ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা- ফলাফল ভিত্তিক। পরিষ্করণ, পরিচ্ছন্নতাবিধান ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা- ফলাফল ভিত্তিক। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ৩ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ১৭৮ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যাঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে কিনা ঃ** হ্যাঁ। **টার্নওভারের যোগ্যতামানঃ** কারিগরি মূল্যায়ণের সময় ক্রেতা কর্তৃক যাচাই করা হবে। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় আছে কিনাঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে স্টার্টআপ ছাড় আছে কিনাঃ** না। **বিক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্য নথিপত্রঃ** অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডার-এর টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসি-তে চাওয়া)। *কোন বিডার অভিজ্ঞতা/ টার্ন ওভারের শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ছাড় চাইলে, সেই ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতা প্রমাণে সমর্থনকারী নথিপত্র ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারদের কাছে বিডারগণ কর্তৃক আপলোডকৃত নথিপত্র প্রকাশ করতে চাইবেন কিনা ?ঃ** হ্যাঁ। (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময়কালে স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে দাখিল করা নথিসমূহ লগ ইন করার পরে অন্যান্য অংশগ্রহণকারী বিডারদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। **স্বাভাবিক বিড সম্প্রসারণ নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিডের সংখ্যাঃ** ১। **যে সংখ্যক দিনের জন্য বিড স্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত হবে ঃ** ৭। **স্বাভাবিক সম্প্রসারণের সংখ্যা ঃ** ১। **আরএ-তে বিড সম্ভবঃ** না। **বিডের ধরনঃ** টু প্যাকেট বিড। **কারিগরি মূল্যায়নের সময় কারিগরি স্পষ্টীকরণের অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **টাকায় অনুমিত বিড মূল্যমান (সকল কর সমেত)ঃ** ৩,৫৪,৮১,৮২৮.৪৫ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** মোট মূল্যমান অনুযায়ী মূল্যায়ন। **মূল্য বিভাজন নির্দেশক আর্থিক নথি প্রয়োজন কিনা ঃ** হ্যাঁ। **সালিশি ধারা ঃ** না। **মধ্যস্থতার ধারা ঃ** না। **উপদেষ্টা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি-র পরিমাণঃ** ৩,২৭,৪১০ টাকা।
(MISC-124/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W.(R).D., invites online tenders for four nos work for different roads as per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIT08/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5017816_1/2/3/4. Bid Submission Start Date (Online): 06.08.2026 from 11.15 Hrs. Bid Submission Last Date (Online): 14.08.2026 up to 13.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/AMTAHSD/PWRD.
ICA- T14239(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
Date corrigendum for e-Tender is invited by the undersigned for the work Annual Maintenance Estimate of Electrical Installation of State Labour Institute -- AMC of Air Conditioner Machines." Tender ID-2026_WBPWD_5017112_1. E-Tender No:WBPWD/EE/05/ IR/T/KCED/II of 2026-27(2nd call) .Bid Submission end date 12.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T14283(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, North 24 Prgs Electrical Division invite online e-Tender for the work of: Upkeepmemt of Electrical and allied installation with provision of materials and manpower at Habra State General Hospital with Allied area.--- AMC of AC machine for the period of 1 (one) Year. NIT No: WBPWD/EE/N24/EL/e-NIQ- 44/26-27. Tender id: 2026_WBPWD_5017863_1 Prebid Meeting Date: 10/08/2026 at 12.00 Hrs. Bid Submission start date (Online): 11/08/2026. Bid Submission Closing date (Online): 18/08/2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. North 24 Parganas Electrical Division.
ICA- T14315(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000014 (Re-Tender : 2nd Call), Dated : 30-07-26
Name of work : Civil Maintenance works at Kalyani IT Park (Phase 2)
TOTAL ESTIMATED COST : Rs 1,63,740.17 Including GST
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 9619898448
ICA- T14270(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
On behalf of The Governor of West Bengal The Executive Engineer (A-I),SWI Division No.-II, Burdwan, Purta Bhavan,4Th.Floor,Purba Burdwan,713103 invites3RD CALL of e-N.I.T. NO. 04/2026-27 from the bonafied resourceful Agencies having experience in the work as mentioned in e-NIT in any Govt. Deptt/Govt.Undertaking/Semi- Govt. organisations etc. for the e-NIT No. 04/2026-27 for "Net Work Monitoring of water level and collection of water samples for chemical analysis in the different Blocks in the District of PurbaBurdwan for 213 nos. PHS for the year 2026-2027" For the Financial Year 2026-2027: Tender ID: **2026_SWID_1035898_1**; Amount put to Tender :Rs.4,69,568 ; EMD: Rs.9700/- ; Time of completion : FY 2026-27
Last date & Time of Bid Submission & details are mentioned in http://wbtenders.gov.in
Sd/-
E.E.(A-I),SWID-II, Burdwan
ICA- T14271(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below:
eNIT No.-WBPWD/AE/DHESD/eNIT-01/26-27. Tender ID-2026_WBPWD_5017605_1. Name of Work: S & L of 1.1 KV grade XLPE armoured Al cable from S/S panel to the Morgue panel at DHGMC&H in South 24 Pgs, PWD. End Date: 13/08/2026 upto 18-00 hrs. Website:- https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Diamond Harbour Elecl. Sub-Divn.
ICA- T14274(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
e-NIT No.-WBPWD/AE-NESD/NIQ-21/2026-27.Tender ID-2026_WBPWD_5017820_1. Name of Work: Temporary power arrangement through different capacity diesel generator sets, in connection with VVIP visit, Government functions, cultural programmes and other important events, as & when required at Rabindra Sadan, Kolkata. Bid Submission End Date: 12/08/2026 upto 01-00 p.m.; Website: -https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in Sd/-(A. HOSSAIN) Assistant Engineer, P.W.Dte., Nandan Electrical Sub-Division, 1/1 A.J.C Bose Road, Kol-20.
ICA- T14281(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-tender no. 09 of 2026-27 for these works: **1)** Refilling of Installed Fire Extinguishers at North 24 Parganas District Register Office, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 77,420/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5017852_1. **2)** Urgent requirement for extended the roof shed at District Magistrate Bungalow, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 1,18,617/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5017852_2. **3)** Repairing of dilapidate ceiling and walls of lift machine room at Administrative Building of North 24 Parganas (5th floor) under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 1,24,159/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5017852_3. **4)** Concrete casting works at New Administrative Building-I premises at North 24 Parganas, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 97,410/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5017852_4. **5)** Renovation and up gradation of a staff toilet at the bungalow of the Additional District Magistrate (LR), Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 98,446/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5017852_5. **6)** Jungle cutting and sludge removal from drain of Barasat Government Medical College and Hospital under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 2,51,364/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5017852_6. **7)** Outside painting works at front portion of building of District Magistrate office on occasion of 80th Independence Day under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 1,60,669/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5017852_7. Bid Submission End Date is 10.08.2026 at 15.00 Hours. Any Corrigendum / Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md Murshid Alam, Assistant Engineer, PWD, Barasat Sub-Division
ICA- T14303(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender
AE, Kolkata South Sub-Division No. IV, H. Dte., ODRC RHE, Bl-R-J, Kolkata-38, invites e-tender (online) for the work vide Tender ref. no. WBHOUSING/AE/KSSD_IV/eNIT_03 OF 26_27 Tender ID No. 2026_HSD_1035516_1, Bid submission end date (Online) is 18.08.2026 at 12.00 PM. Detail inf./download/upload will be available from the website http://www.wbtenders.gov.in.
ICA- T14262(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SDB Quotation Notice Corrigendum
eNIQ No.- WBSDB/EE/CED-III/NIQ-02(e)/2026-27
Vide Memo No.: - 470/EE/CED-III/NIQ-02/2026, Dated : - 24/07/2026
Corrigendum has been accorded due to date extended. Please see the website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** Bid submission end date : 10.08.2026 at 11:00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Civil Engineering Division No-III, Sundarban Development Board.
ICA- T14258(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Directorate, Bongaon Sub- Division invites online e-quotation for the work of WBPWD/AE/BNGSD/NIeQ-01/2026-2027.1st Corrigendum regarding extension of dates Tender ID : 2026_PWD_5017225_1. The Bid submission dates for the eNIQ No. 01 of Assistant Engineer, P.W.D., Bongaon Sub-Division is hereby extended upto 08.08.2026 due to unavoidable circumstances. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.Q and Tender Documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Bongaon Sub -Division, P.W.Dte.
ICA- T14288(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 17/08/26 upto 12.00 Noon instead of 04/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 19/08/26 at 12.00 Noon instead of 06/08/26 at 12.00 Noon for "Electrical Work for Vertical extension of ANM (R) Traning School at 3rd Floor within the premises of Vidyasagar S.G. Hospital, Behala-SITC of Air Conditioning Machines." vide Tender ID - 2026_WBPWD_5017115_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites-tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte..
ICA- T14318(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Kolkata South Division invites e-Tender vide-NIT No. EE/KSD/NIT-4E/2026-27 for the works: Annual repair maintenance of S & P and Building works of different building in the campus of State Music Academy. Estimated amount Rs. 2,65,000.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5017869_1. Date of uploading of N.I.T. Documents (Online) (Publishing Date) (online) 06.08.2026 from 05:00 P.M. Technical & financial bid proposal Submission end date (Online) 14.08.2026 at 5:00 P.M. Details of e-NIT and other documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Corrigendum, if any will be published in the said departmental website only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Kolkata South Division
ICA- T14311(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Central Mechanical Division, PHE Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE / CMD / eNIT _ 06/26-27 and ID: 2026_PHED_1035959_1 to 4 for 1 to 3) S & I of Submersible P/M, Main switch, Starter, Chlorination System,& lighting arrangement of Nasratpur, Bhatar, Dirghapara P.H. No - III w/s scheme under CMD, PHE, Dte, Dist: Purba Bardhaman. 4) Supply & delivery of Polyfilm roll for Mobile water Treatment Unit under Central Mechanical Division, P.H.E. Dte., (Sl. No. 1 to 4). Details will be available in the Website wbtenders.gov.in & wbphed.gov.in. The last date for Submission of tender 14/08/2026 upto 5:30 P.M. Hours. Sd/- The Executive Engineer, Central Mechanical Division, PHE Dte.
ICA- T14309(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 14.08.2026 up to 14.00 P.M. for the following job "Annual comprehensive maintenance of walk in cooler cold room located at Central Medical Stores." vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-26/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5016629_1. Detail information/download/upload will be available from the website: http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division
ICA- T14304(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION
Annual Maintenance of Electrical installation of whole system at Maulana Abul kalam Azab Bhawan--- Replacement of Drives for 02(two) nos. (G+7), 08 (eight) Passenger (OTIS) make Lifts. Tender No: AE/BESD-I/e-NIQ-06/26-27_3rd Call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5017829_1 Document Download Closing Date- 17.08.2026 up to 12.00 pm. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-Division-I.
ICA- T14287(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, Uluberia Construction Sub Division, PWD invites tender through online vide NIeT No.- WBPWD/AE/UCSD/NIeT-02/2026-27. Name of works: 1) Regular Maintenance of Sanitary and Plumbing works for Gabberia State General Hospital for the period of one year. 2) Regular Maintenance of Civil works for Gabberia State General Hospital for the period of one year. 3) Regular Maintenance of Sanitary and Plumbing works for Fort Gloster State General Hospital, Bauria , Howrah for the period of one year. 4) Regular Maintenance of Civil works for Fort Gloster State General Hospital, Bauria , Howrah for the period of one year. 5) Regular Maintenance of Civil works for Sarat Chandra Chattopadhyay Govt. Medical College and Hospital, Uluberia, Howrah for the period of one year. 6) Regular Maintenance of Sanitary and Plumbing works for Sarat Chandra Chattopadhyay Govt. Medical College and Hospital, Uluberia, Howrah for the period of one year. 7)Tender ID: 2026_WBPWD_5017813_1/2/3/4/5/6. Bid Submission end date: 14.08.2026 at 14.00 hrs. Details will be available from the web site https://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Assistant Engineer, Uluberia Construction Sub Division, PWD.
ICA- T14291(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com
Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com
সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং

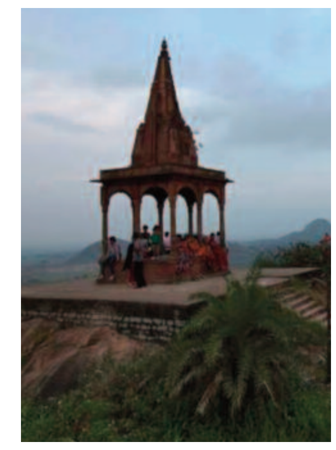

রোমাঞ্চে রাঙা রাঁচি

সঞ্জয়কুমার দাস

অসমীয়া চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে পাথারকান্দি কলেজ অব এডুকেশন রচিত মসৃণ পথেই পেয়েছি কর্মের দিশা। গারো-খাসী-জয়ন্তিয়ার বিপদশঙ্কুল অপরূপ শোভা, মৌসিনরামের অবিরাম ধারাপাত ভেদ করে সেই কবেই পেরিয়ে এসেছি ছাত্র-জীবনের বন্ধুর পথ। সামাজিক-আর্থিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ। তারপর ভারতবর্ষ ও বাংলার সমাজজীবনে গড়িয়ে গেছে অঙ্কাতীত কিউসেক। ব্যক্তি জীবনের রেলপথেও ছুটেছে সুখ-দুঃখের বাষ্পশকট। জন্মসূত্রেই বেড়ে ওঠা গাঙ্গেয় অববাহিকায়। ফরাক্কা বাঁধ থেকে দশ-এগারো কিমি ভাটিতে গঙ্গা তীরবর্তী পশ্চিমপ্রান্তে গড়ে ওঠা জনপদ ক্রমশই বর্ধিষ্ণু পুরাতন জাতীয় সড়কের দুই পাড়ে। হালের জাতীয় সড়কে জনপদের আলিঙ্গনও অদূরবর্তী। এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপলব্ধি অন্ধজনেও পরখ করতে পারবেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই যে সেই সম্প্রীতির দেওয়ালে চিড় ধরানোর অশুভ প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে, এ অস্বীকারে বরং সত্যেরই অপলাপ হয়। তবু জন্মভূমি আমাদের নিকট 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'রূপে বিরাজমান। এতদঞ্চলের মানুষের নিকট গঙ্গা কোনও নদীর নাম নয়। বরং নদীই এখানে গঙ্গায় পর্যবসিত। গঙ্গা-ভাঙন এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে ভয়ঙ্করতম অভিশাপ। আরও ত্রিশ-বত্রিশ কিমি ভাটিতে গিয়ে গঙ্গানদী বিভক্ত হয়ে পদ্মা নামে বাংলাদেশে এবং অন্যটি ভাগীরথী-হুগলী নামে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

প্রাক-ব্রিটিশ সময়ে এই মুর্শিদাবাদ বৃহত্তর বাংলার রাজধানী ছিল। শিক্ষায়তনিক প্রতিবন্ধকতাকে পরাভূত করে আরও কিছুকাল ছাত্রদশায় বুঁদ হওয়ার লোভ সামলে উঠতে পারিনি বলেই ২০১৭ সালে প্রভাষক বন্ধু শ্রীজয়কুমার মন্ডলের সাথে পাড়ি জমানো রাঁচিতে। আমাদের আরও এক সঙ্গী শুকদেব ঘোষ। শুকদেব শ্রীজয়ের ছাত্র, সেট পাশ করে এম.ফিল করেছে। আমি ও শ্রীজয় নেট/সেটের প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং পিএইচ.ডি র ফর্ম ফিলাপের জন্য রাঁচি যাচ্ছি। তবে শুধুই পিএইচ.ডির ফর্ম ফিলাপ নয়, রথ দেখা কলা বেচার ন্যায় আরও একটি উদ্দেশ্য, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত দুইদিনব্যাপী এক জাতীয় আলোচনাচক্রে অংশগ্রহন।

পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনেই আমরা পৌঁছে যাই পাকুড় স্টেশনে। পাকুড় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের একটি জেলাশহর। ডাকবাংলা থেকে পশ্চিমদিকে যে রাজ্য সড়ক দক্ষিণাভিমুখে কিছুটা গিয়েই পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে, সেটিই প্রবেশ করেছে ঝাড়খণ্ডে। চাঁদপুর সীমান্তবর্তী গ্রাম। চাঁদপুর পেরোলেই নজর কাড়বে একটি সাইনবোর্ড। যাতে লেখা 'পাকুড় জেলায় আপনাকে স্বাগতম'। কিন্তু ডাকবাংলা-পাকুড় সড়কপথ নিয়ে এক মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে। অভিজ্ঞতাটি ঠিক কেমন? চোখ বন্ধ করে যাত্রাকালেও বলে দেওয়া সম্ভব সমসাময়িক অবস্থান। সৌজন্যে সড়কের বেহাল দশা। পাকুড়াভিমুখে চাঁদপুর পেরোলেই সড়ক যেন খানাখন্দে ভরা মৃত্যুফাঁদে পরিণত। তবে পৃথিবী ঘুরছে। ঘুরছে মানুষের ভাগ্যটাও। তাই একদা খানাখন্দে ভরা ঝাড়খণ্ডের রাজ্য সড়ক আজ পিচের কালো চাদরে ঢাকা, অথচ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সড়কে অবস্থান করছে প্রশান্ত মহাসাগর। তবু এই প্রতিবন্ধকতা জয় করেই আমরা পৌঁছে গেলাম পাকুড় স্টেশনে। ট্রেন রাত্রি ১০টা ৫২ মিনিটে। ভাগলপুর-রাঁচি বনাঞ্চল এক্সপ্রেস। সময় মতো ট্রেন আসে, আমরা উঠে পড়ি। নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করি এবং শুয়ে পড়ি। দূরপাল্লার ট্রেনে বিশেষত ঘুমোনোর সুবিধেযুক্ত আসন সংরক্ষিত থাকলে আমার যেন ট্রেনকে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি মনে হয়। কখন ঘুমের রাজ্যে ঢলে পড়ি বুঝতেই পারিনি। ঘুম যখন ভাঙল, তখন এক অপরূপ সৌন্দর্য মনের অন্দরে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিল। ট্রেন তখন সর্পিল বঙ্কিমতায় বৃক্ষশোভিত আলো-ছায়ার সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হুস হুস করে এগিয়ে চলছে পাহাড়ি বিচ্ছুর ন্যায়। কুয়াশার চাদর সরে গিয়ে স্বচ্ছতার অনাবিল আবেশ ঈশ্বরপ্রদত্ত মেগাপিক্সেলে লুটোপুটি খাচ্ছে। শিমুল-পলাশে-শালে-সেগুনে আবৃত পাহাড়ময় যাত্রাপথে সময় আমাদের উপহার দিয়েছে এক অভূতপূর্ব প্রকৃতির লাবণ্য। সময়টা মার্চ মাস। ৬ মার্চ। যাঁরা এই সময়টায় রাঁচি গিয়েছেন তাঁদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আটকে থাকবে পলাশের রাগিণীতে।

পলাশ ফুল বলতেই মনে পড়ে সরস্বতী পুজোর কথা। মার্চের ঝাড়খণ্ডী পাহাড়গুলো দেখলে মনে ভ্রম হবে অগ্ন্যুদ্গমের। যেন সারা পাহাড়ময় আগুন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে কোনো এক নিপুণ শিল্পী। শিল্পীই বটে। অদৃশ্য কোনো এক শিল্পীর নৈপুণ্যেই প্রকৃতির এহেন বিভূতি। ফাগুনের দোল রঙ উথলে পড়েছে পলাশের শাখায় শাখায়। প্রকৃতির এইরূপ এভাবে পরখ করছি এই প্রথমবার। পাকুড়-রাঁচি যাত্রাপথে ইতিহাস-ভূগোল একাকার হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের ক'য়েক মিনিট পূর্বেই বনাঞ্চল এক্সপ্রেস রাঁচি স্টেশনের প্লাটফর্ম স্পর্শ করল। রাঁচির মাটিতে পা দিতেই স্বাভাবিকতার বশে এম.এস.ধোনির কাল্পনিক সৌরভ মনের অন্দরে কস্তুরী বাস ছড়িয়ে দিল। লটবহর সঙ্গে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতেই অটোচালকদের 'কাছেরি চক, কাছেরি চক', 'কঙ্করবাগ', 'রাইতুরোড' ডাক শুনেই আমরা থমকে দাঁড়ায়। চাকুরীর ইন্টারভিউ-এ পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তর না জানা থাকলে যেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, আমাদের অবস্থা ঠিক তেমনই। সব নামগুলিই আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিসদৃশ ঠেকে। আমি বলি, 'হাম রাঁচি ইউনিভার্সিটি যায়েঙ্গে। আপ যায়েঙ্গে?' অটোম্যান বললেন, 'হাঁজি যায়েঙ্গে। চলিয়ে বইঠিয়ে।' পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীজয়কে বলি ভাড়া চুক্তি করে নিতে। 'কিরায়া কিতনা জি?' - জিজ্ঞেস করে শ্রীজয়। উনি বলেন ,'তিশ রুপিয়া এক আদমিকা'। আমরা তা কমানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। অটোতে বসি। উনি আরও প্যাসেঞ্জারের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করেন। নিরুপায় আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। প্যাসেঞ্জারের বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এক সময় অটো যাত্রা শুরু করে। রাঁচিতে অটোর সারি দেখলে মনে হবে পিপীলিকার কথা। সাদৃশ্য কর্মব্যস্ততায় আর বৈসাদৃশ্য সহনশীলতায়। সহনশীলতায় পিঁপড়ে বিশ্বতম। রাস্তার দুইধারে ঢাউস ঢাউস বিল্ডিংগুলি দেখতে দেখতে অটো একজায়গায় এসে থামে এবং ড্রাইভার আমাদের নামতে বলেন। আমরা জিজ্ঞেস করি, ইউনিভার্সিটি কোনোদিকে? উনি হাতের ইশারায় দেখান এবং বলেন 'সিধা পাঁচ মিনিট প্যায়দাল'। অনুসন্ধিৎসু নয়নযুগল মস্তিস্কে বার্তা পাঠাল মোড়টির নাম কাছেরি চক। কাছেরি চকের বাংলা করলে দাঁড়ায় কাছারি মোড়। ওনার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা প্যায়দাল শুরু করলাম। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই সেপথগামী টোটোতে উঠে পড়লাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে ইউনিভার্সিটির গেটে। গেটের দুপাশে ফল-সবজির দোকান। সদর গেট দিয়ে ঢুকে পড়তেই নজরে এলো পলেস্তরা খসা প্রাচীর। প্রবেশ পথের ডানদিকে একটি ছোট্ট অফিসঘর। অফিসঘরের সামনে দোচালা একটি টিনের ছাউনি। ছাউনির নীচে বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষের লাইন। শ্রীজয় জেনে আসল, এখানেই পিএইচ.ডির ফর্ম পাওয়া যাবে। অফিসঘরের অন্দরমহলে যাঁরা আসন অলংকৃত করেন তাঁরা তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছননি। আমরাও লাইনে দাঁড়াই। ফর্ম তোলা হয়। পূরণ হয়। ক্যাম্পাসের ভেতরেই এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখায় অর্থরাশি লাইন দিয়ে জমা করতে হয়। এক আধিকারীকের নিকট করাতে হয় ফর্মে সই। কিন্তু এতগুলি হয় হয়, অসংখ্য না-হয়ের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে। এবং সবশেষে ফর্মটি জমা করে রসিদ সংগ্রহ করলে প্রথম পর্বের সমাধা ঘটে। খিদে আগে থেকেই পেয়েছিল, কিন্তু ফর্ম জমা হতেই খিদের মাত্রা এক লপ্তে এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পেল যেন, পদযুগল আর এক পাও অগ্রসরে অপারগ। অগত্যায় জঠরাগ্নি নির্বাপণে আমরা এক ফাস্টফুডের দোকানে হাজির হলাম। জঠরাগ্নি নির্বাপিতের বিজ্ঞপ্তি না পাওয়া পর্যন্ত হাত ও মুখের নিরলস কর্ম-প্রয়াস চলতে থাকল। জঠরাগ্নি নির্বাপণ আধিকারিক প্রেস-কনফারেন্স করে সমাপ্তির কথা জানালেই আমরা অভয় পেলাম। কথায় বলে পেট শান্তি তো জগৎ শান্তি।

এবারে আমাদের গন্তব্য ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরি হল। সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে বাংলা বিভাগ আয়োজিত দুইদিনব্যাপী এক জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র। সেখানে পৌঁছয়, আলোচনাচক্রে অংশগ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম ফিলাপ ও ফি'জ জমা করলে তাঁরা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের দিলেন একটি প্লাস্টিক কভার ফাইল। যে ফাইলের ভেতরে আছে একটি লেখার প্যাড, অনুষ্ঠান সূচি, একটি কলম ও টিফিন এবং লাঞ্চের টিকিট। হলের ভেতরে প্রবেশ করতেই এক অসীম আনন্দ হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুরের দোলা জাগাল। মঞ্চাভিমুখের ডানদিকের তৃতীয় সারিতে, একেবারে ডানদিকে আমাদের বসার ব্যবস্থা হলো। মঞ্চ তখন তারকা খচিত। কে নেই সেখানে? অধ্যাপক ও নাট্যব্যক্তিত্ব সৌমিত্র বসু, অধ্যাপক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী, অভিনেতা-নাট্যকার অধ্যাপক মনোজ মিত্র, অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এক দশক পূর্বে মাস্টার্সে যে 'সাজানো বাগান' নাটক পড়েছিলাম, তার স্রষ্টাকে এভাবে চোখের সামনে দেখতে পাওয়ার আনন্দে ছেলেমানুষি ভর করছিল আমার মনোভূমিতে। এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণির কোনো লেখককে চাক্ষুষ করলাম। সকলের বিশেষত মনোজ মিত্র মহাশয় ও বিভাসবাবুর বক্তব্যে উঠে আসে তাঁদের ব্যক্তিজীবনের নানান স্মৃতিকথা। মনোজবাবু যখন ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে নাট্যালোচনায় মগ্ন তখন সারা হল জুড়ে অলৌকিক নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে। উপস্থিত সকলেই সবটুকু আস্বাদনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। একটা ঘোর। ঘোর কেটে গেলে দেখি মনোজবাবু আমাদের সারির প্রথম সারিতেই আসন গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ লেখকের সাথে পাঠকের দূরত্ব মধ্যের একটি মাত্র সারি। সময় হল মধ্যাহ্ন ভোজনের। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে বাংলা বিভাগে। বাংলা বিভাগটি এই সেন্ট্রাল লাইব্রেরি হল থেকে হাঁটা পথে। অতিথিদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা। হলের বাইরে বেরিয়ে এলেন অতিথিরাও। মনোজ মিত্র মহাশয়কে হলের সিঁড়িতে পেয়ে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারিনি। গিয়ে সরাসরি বলি, 'স্যার আপনার সাথে একটি ছবি তুলতে চাই'। উনি বললেন 'ছবি তুলবে?'। কালো প্যান্ট ও সাদা জামা(ইন ছাড়া), কালো জুতো মাথায় ধূসর বর্ণের টুপি, চোখে চশমা। দাড়ি গোঁফ কামানো। দারুণ দেখাচ্ছিল মিত্র মহাশয়কে। ওনার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হল। আরও অনেকে তুললেন। তারপর অতিথিদের গাড়ি বেরিয়ে গেলে আমরা অনেকেই বাংলা বিভাগের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ব্রজগোপালবাবু। সেন্ট্রাল হল থেকে বেরিয়ে রাঁচি কলেজ মোড় হয়ে একটা বাঁক। সোজা মিনিটখানেক হাঁটলেই বামদিকে একটি গেট। গেটটি একটি মাঠের সাথে লাগানো। ব্রজবাবু বললেন, এই মাঠেই ধোনি স্যার প্রথম জীবনের ক্রিকেটের প্রস্তুতি নিতেন। আর ধোনি স্যারের বায়োপিক (সুশান্ত সিং রাজপুত অভিনীত) 'এম.এস.ধোনি দ্য আনটোল্ড স্টোরি'র শুটিংও হয়েছে এই মাঠেই। শোনার পরেই কেমন এক ভালোলাগা ভর করল। ফিট পাঁচেক উচ্চ প্রাচীরটাই দুই হাত রেখে একটা লাফ দিলাম। ঈশ্বরপ্রদত্ত মেগাপিক্সেলে এক নিমেষেই যে ছবি তোলা হল, তা মনের ল্যাবে আজও অমলিন। যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেটি সোজা চলে গেছে এক্সামিনেশন হলের দিকে। মিনিট খানেক এগিয়েই আবার বামদিকে বাঁক নিতে হলো। পিচ রাস্তা। কিন্তু পিচ উঠে গিয়ে পাথরকুচি সব বেরিয়ে পড়েছে। আঁশ ছাড়িয়ে নিলে মাছকে দেখতে যেমন লাগে ঠিক তেমনই। আবার মিনিট খানেক সোজা এগোলেই বামদিকে ভূগোল বিভাগ এবং ডানদিকের নতুন ভবনটির গ্রাউন্ড ফ্লোরে বাংলা বিভাগ। বাংলা বিভাগের উপরতলায় হিন্দি বিভাগ ও তার উপরতলায় উর্দুবিভাগ।

বিভাগটি পরিপাটি। প্রবেশ করলেই নজর কাড়বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি। বহির্বঙ্গে বিশেষত বিহার-ঝাড়খণ্ডে রবীন্দ্র-প্রীতি চোখে ধরার মতো। আর ভবনটিও উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য্যে ভরপুর। ইতিপূর্বে পাটনা, ভাগলপুর ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ দেখার সুযোগ হয়েছে। পাটনার দ্বারভাঙ্গা হাউসে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে প্রথমতলে বাংলা বিভাগ। পৃষ্ঠদেশে হিন্দি বিভাগ। হিন্দি বিভাগের বারান্দায় দাঁড়ালেই গঙ্গার অনাবিল সমীরণ ধৌত করবে আপনাকে। আর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলি এক-একটি টিলায় অবস্থিত। বাংলা বিভাগটিতে পৌঁছতে হলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত বাংলা বিভাগটি প্রকৃতির লালিত্যে ছন্দময়। এখানেই প্রথম দেখি তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয়কে। তখন তিনি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বাংলা বিভাগ পরিদর্শনে এসেছেন। কিন্তু রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগটি আধুনিক। প্রবেশ পথের ত্রিধাবিভক্ত ডানদিকে অধ্যাপকগণের কেবিন। কেবিনের সম্মুখে বিভাগীয় প্রধানের কক্ষ। এর ঠিক বিপরীতেই শ্রেণিকক্ষ। ডানদিকের গলিপথটি গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে বিভাগীয় গ্রন্থাগারে। বামদিকের গলিপথের শুরুতেই গার্লস কমনরুম। গার্লস কমনরুমের বিপরীতে টিচার্স কমনরুম। বামদিকের গলিপথটির সমাপ্তি টিচার্স কমনরুমের পার্শ্বস্থিত বিভাগীয় অনুষ্ঠান কক্ষের দ্বারে। আর রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির পাশেই দ্বিতীয় শ্রেণিকক্ষ। অতিথিদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা গার্লস কমনরুমে। আর সকলের ব্যবস্থা বিভাগীয় অনুষ্ঠান কক্ষে। ততক্ষণে অতিথিদের ভোজন পর্ব শুরু হয়েছে। উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছি তাঁদের ভোজন কৌশল। লোভ মানুষকে কত নীচে নামায়। বাংলা সাহিত্য স্রষ্টাদের একপলক দর্শনের লোভে আমারও ঠিক তেমন দশা। তারপর আমরাও মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম। ভোজন পর্বের সমাপ্তিতে বাইরে আসতেই দেখি রামকুমারবাবু দু'একজন ছাত্রের সাথে আলাপচারীতায় মগ্ন। শুকদেব বিশ্বভারতীর ছাত্র। আর রামকুমারবাবুও বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘদিন। বিশ্বভারতীর রীতি মেনে শুকদেবই রামকুমারবাবুর সাথে আলাপ জমালো 'দাদা' সম্বোধন করে। স্যার নয় দাদা বলাই বিশ্বভারতীর রীতি। আলাপচারীতা পর্বে উনি আমাদের সকলকে নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আলোচনায় উঠে এলো 'ধনপতির উপাখ্যান'এর কথা। ছবি তোলার কথা বললে প্রথমেই শ্রীজয় রামকুমারবাবুর পাশে দাঁড়াল। আমি ছবিটি তুললাম। তারপর আমি ও শুকদেব রামকুমারবাবুর দুইপাশে দাঁড়ালে উনি দুই বাহু দ্বারা আমাদের স্নেহের আবেষ্টনীতে এমন আদর করলেন যা চিত্রপটে আজও ধরা আছে। ফোন নং চাইলে তিনি শুধু আমাদের দিলেনই না, সাগ্রহে আমাদের ফোন নং চাইলেন। আমায় বললেন 'সঞ্জয় আমার ফোনে তোমার নং সেভ করে দাও।'

এতক্ষণে সকল অতিথিরাই বাইরে এসেছেন। অতিথিবৃন্দ একত্রিত হলে আমরা অনেকেই তাঁদের ছবি তুললাম। তাঁরাও নিজেদের মধ্যে একটু কথোপকথন সেরে নিয়ে নির্দিষ্ট গাড়িতে গিয়ে চড়লেন। মুহূর্তেই তাঁদের গাড়ি হরিণ হয়ে গেল। আমরা আবার সেন্ট্রাল লাইব্রেরি হলের অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো। এতক্ষণ টের পাইনি। কিন্তু এবার পাওয়া গেল, ভাতঘুম কাকে বলে? তাছাড়া গতরাত্রের ট্রেন যাত্রা ও আজকের ছোটাছুটির ধকলে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু এমন আলোচনাচক্র ছেড়ে যাওয়া দায়। তাই থাকতেই হলো। তাছাড়া তৃতীয় অধিবেশনটি ছিল গবেষণাপত্র পাঠের জন্য বরাদ্দ। তৃতীয় অধিবেশনের সভামুখ্য সৌমিত্র বসু মহাশয়। আমরা তিনজনেই তাতে অংশগ্রহন করব। আমার গবেষণাপত্রটির শিরোনাম 'বিংশ শতাব্দীর একাঙ্ক নাটক সংগীত অনুষঙ্গ'। প্রথমদিনের শেষপর্বে সৌমিত্র বসুর রচনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিচালনায় 'কার কপালে' নাটক মঞ্চস্থ হয়। পরম প্রাপ্তি। সেও এক অপূর্ব সন্ধিক্ষণ। প্রথমদিনের অনুষ্ঠান সূচির সমাপ্তি হলে আমরা রাঁচি কলেজ থেকে টোটো ধরে কাছেরি চকে এলাম। এখানেই প্রথমে গেলাম হোটেল অলোকায় রাত্রিবাসের বন্দোবস্তে। রুম দেখে পছন্দ হয়ে গেল। ২০১ নং রুম। আমরা তিনজন। আমি, শ্রীজয় ও শুকদেব। ফ্রেশ হয় নিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা বেরোলাম। মোড়ের মাথায় একটি ফাস্টফুডের দোকান। সেখানে টিফিন করলাম। আমার একটি নেশা আছে। চায়ের। সেটাও শেষ পর্যন্ত খাওয়া গেল। কানে ধরেছে কথাটি নিশ্চয়। এজন্যই বুঝি বলে বাঙালিরা সর্বভূক। বাঙালিরা চা খায়, হাওয়া খায়, মার খায়, গালিও খায়। কিন্তু হিন্দিভাষী মানুষরা এগুলির অনেক কিছুই খায় না। উলোগ চায়ে পিতে হ্যায়, সিগারেট পিতে হ্যায়, পানি পিতে হ্যায়। চা-পর্ব সমাধা হলে সন্ধান করা গেল হোটেলের। সার্কুলার রোডের ডানদিকে একটি হোটেল নৈশভোজনের ব্যবস্থা করে আমরা ফিরে গেলাম হোটেল অলোকায়। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। শুকদেব বলল, 'দাদা রাঁচিতে এসেছি, আর দশম ফলস দেখব না।' দশম ফলসের কথা বইতেই পড়েছি। তাছাড়া এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াতে হয় 'একটি ভূতুড়ে কাণ্ড'। যে গল্পটির কাহিনি বিন্যাস রাঁচি-হুড্রু জলপ্রপাতের রাস্তায় সংঘটিত। যাইহোক সকলের সম্মতিতেই যাওয়া স্থির হল। হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া গেল দশম ফলসের যাত্রাপথ। নৈশ আহার গ্রহন সম্পন্ন করে দ্রুত বিছানা নিলাম কাকভোরে ওঠার জন্য।

৭ মার্চ মঙ্গলবার। মোবাইলের এলার্মে ঘুম ভাঙল। সময় ভোর পৌনে ৫টা। একে একে সকলেই ফ্রেশ হয়ে নিলাম। বিস্কুট-জল খেয়ে বেরিয়ে পরলাম। কাছেরি চক থেকে দশম ফলসের দূরত্ব ৫০ কিমি। কিন্তু আরেকটি পথে ৩৯ কিমি। প্রথমটি খুন্তি-তাইমারা রোড হয়ে। দ্বিতীয়টি টাটা রোড হয়ে। ব্যক্তিগত গাড়িতে সময় লাগবে আনুমানিক ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। রুটের বাসে তা প্রায় ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। যে পথেই যাওয়া যাক না কেন নামতে হবে দশম ফলস রোডে। সেখান থেকে ছোট গাড়িতে কিমি দশেক গেলেই দশম ফলস। রাঁচি শহর ছাড়িয়ে গেলেই মিশকালো পিচ রাস্তার দুইধারে সবুজের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে পাহাড়ের হাতছানি আপনাকে ব্যকুল করে তুলবে। পাহাড়িয়া রাস্তার সর্পিল বঙ্কিমতা টানটান উত্তেজনায় আপনাকে করে তুলবে চেতনা রাজ্যের প্রহরী। না, গোয়াহাটি-শিলচর কিংবা শিলচর-আগরতলা বিপদশঙ্কুল সড়কপথে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যার হয়েছে তাঁর নিকট রাঁচির যাত্রাপথ তুচ্ছ মনে হবে। তবু দশম ফলস যাওয়ার রাস্তাটিতে আপনি আকর্ষিত হবেনই হবেন। এই রাস্তায় চলতে চলতে আপনি নিজের অজান্তেই গেয়ে উঠবেন 'এই পথ যদি না শেষ হয়/ তবে কেমন হতো'। বাসের কন্ডাক্টরকে আগেই বলে রেখেছিলাম দশম ফলস যাওয়ার রাস্তায় আমাদের নামিয়ে দিতে। সকাল ৭টা নাগাদ আমরা নামলাম দশম ফলস রোডে। শুনশান একটি মোড় এই দশম ফলস রোড। হাতে গোনা দু'একটি দোকান। দু'একটি কাচা বাড়ি। কাচা হলেও বাড়িগুলির পারিপাট্য জানান দিচ্ছে, সেগুলি আদিবাসী জনজাতির। বাড়ির দেওয়াল জুড়ে লোকচিত্রের বিন্যাস। এই বিন্যাস অবশ্য সমগ্র রাঁচি জুড়েই বিদ্যমান। মোড়ের মাথায় একটি মোটর ভ্যান। কিন্তু মোটর ভ্যানে যাতায়াতে যে সময়ের প্রয়োজন তা আমাদের হাতে নেই। আমাদের অবস্থা তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। আমাদের চিন্তামগ্ন দেখে এক সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এলেন আমাদের সাহায্যার্থে। অগ্রপথিকের ন্যায় একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অটোর ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে জনপদ। আর রাস্তার দুইধারে সমানে শিমুল-পলাশ-শালের বীথি। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে যেন প্রকৃতি মিশকালো পিচ রাস্তা সুসজ্জিত করেছে পলাশ-কুসুমে। ছোট ছোট টিলা ও পাহাড় ডিঙিয়ে আমাদের বাহনটি দেববাহনের ন্যায় এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে গবাদিপশুর দল এগিয়ে আসছে কোনো এক রাখাল বালকের ইশারায়। কিংবা কয়েকটি হাঁস সার বেঁধে পার হচ্ছে রাস্তা। অতিক্রম করছে পর্যটকদের গাড়ী। আমরাও অতিক্রম করছি আদুল গায়ের রোদপোড়া চামড়ার সাইকেল চালককে। অবশেষে আমাদের বাহনটি এসে থামল ঢালাই করা এক চাতালে। সেই চাতালকে ঘিরে খানকতক খাবারের দোকান। চালকসহ আমরা চা-জল খেয়ে নিলাম। চালক বললেন, তিনি এখানেই থাকবেন। তাঁদের নিকট দশম ফলসের কোনো উন্মাদনা নেই। এজন্যই মনে হয় যা প্রতিদিন তা অতি দীন। এজন্যই বুঝি ফরাক্কা ব্যারেজের আকর্ষণ অনুভূত হয় না আমাদের নিকট।

ভানুমামা তখনও শক্তিমান হয়ে ওঠেনি। আর আমরাও শ্রান্ত হইনি। এগিয়ে যেতেই দৃশ্যমান কিছু ছোট ছোট কালো মাথা। অবশ্য চোখের আগেই কানের নিকট পৌঁছে যায় যেকোনো বার্তা। সেসূত্রেই আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়েও ধ্বনিত হচ্ছিল জলপ্রপাতের বিষম রব। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র কথক যেরূপ 'শিখর-তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত' হতে দেখেছিলেন আমারও ঠিক তেমনই মনে হলো। কাঞ্চি নদীকে ঘিরে এই দশম জলপ্রপাত। ১৪৪ ফুট উঁচু থেকে কাঞ্চির জল ঝাঁপিয়ে পড়ছে সুবর্ণরেখাভিমুখে। যে সুবর্ণরেখা ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যার পথ বেয়ে তালসারির নিকটে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। মোটাদাগে বললে বলতে হয় ৩৯৫ কিমি দীর্ঘ এই সুবর্ণরেখার উৎস দশম ফলস। জঙ্গল-পাহাড় গলাগলি করে অনিন্দ্যসুন্দরী দশম ফলসের লাবণ্যে সকলেই হয়তো 'শেষের কবিতা'র অমিত হতে রাজি। তাই দশম জলপ্রপাতের মাধুরী আপন অঙ্গে শোভনের আশে ভয় কাটাতে আমরাও উদগ্রীব। শরৎ চাটুজ্জের কথায় 'ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে।' সাহসের পাখায় ভর করেই আমরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলাম। বেশকিছুটা নামলেই একটি ভিউ পয়েন্ট। এই ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়েই উপভোগ করা যাবে জলপ্রপাতের সৌন্দর্য। বর্ষাকালে এই ভিউ পয়েন্ট থেকেই দেখতে হয়। কিন্তু মার্চ মাসে ভিউ পয়েন্ট থেকে নেমে ততদূর যাওয়া যায় যেখানে দশম জলপ্রপাতের মূল জলরাশি আছড়ে পড়ছে ১৪৪ ফুট নীচের শিলাখন্ডে। এস্থলে আসতে হলে আপনাকে ভাঙতে হবে আনুমানিক দুইশত সিঁড়ি। জলপ্রপাতের ঝর্ঝর ধ্বনি নদীপ্রবাহের কলোকাকোলি নয়, সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ে সপ্তম সুর তোলে। নিম্নদেশে যেতেই বাতাসে ভেসে আসে জলের গুঁড়ো। সিক্ত হয় মন ও শরীর। এক অনাবিল আনন্দে অকাল-বর্ষায় নেচে ওঠে মন-ময়ূর। প্রাপ্তির আনন্দে উথলে ওঠা বাষ্পীভবনে দ্রবীভূত হয় যত ভয়। কিন্তু প্রকৃতির বিপদ-শঙ্কা কাটিয়ে উঠলেও আইনের ভয় বরাবরই ছিল। তাই নিম্নদেশের জল স্পর্শের ঈপ্সা অপূর্ণই থেকে যায়। একটি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা মূল জলাধারটি। সাধারণ বিজ্ঞপ্তি 'ঙ্গথ:ত্ত্ব ণ্ঠদ্র:ত্র'। যেকোনো বাধাঁ দুর্নিবার আকর্ষণের হেতু। তবু স্মৃতিতে জাগে বিজ্ঞানের আকর্ষণী সংজ্ঞা যাই বলুক না কেন ভাষাবিজ্ঞানে বিপ্রকর্ষ বলে একটি তত্ত্ব আছে।

যাইহোক এবারে ওঠার পালা। সিঁড়ি বেয়ে অবতরণের সময় যে স্বাচ্ছন্দ্য গতি থাকে আরোহনের সময় তা থাকে না। তাছাড়া না-পাওয়াকে পাওয়ার আনন্দও দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই কিছুটা ঢিমেতালে চলল আমাদের উত্তরণ। কিন্তু উত্তরণের পরেই আবার পেয়ে গেলাম স্বরবৃত্তের গতি। একটি পর্বের রেশ কাটতে না কাটতেই পুনর্বার শক্তি সঞ্চয়। এবারে উপরিতল থেকে নিম্নদেশ দেখা। এই মার্চমাসের সোনালী রোদেও দেখা মিলল দু'একটি চড়ুইভাতি দলের। বিশালাকার পাথর খন্ড পেরিয়ে যাচ্ছি জিগজ্যাগ কায়দায়। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি থেকে অনতিদূরে সবুজের অবগাহন। নিকটে গিয়ে কাঞ্চী নদীর প্রবাহ পতনের এই দৃশ্য দেখার পর স্মৃতিতে কড়া নাড়ছিল 'চাঁদের পাহাড়'। ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য। কবিগুরুর পংক্তি ঋণ করে বলি, আমি চোখ মেললুম নিম্নদেশে/ দেখলুম ঝরনার অপরূপ ক্যানভাস/ প্রবাহিত সম্মুখে।

জলের বুকে সূর্যের ছটায় রামধনু দেখা যায়। ছোট বড় প্রস্তরের পাশ কাটিয়ে কাঞ্চীধারা সমুখপানে এগিয়ে যাচ্ছে শুক্রানুর গতিতে সুবর্ণরেখার সরণি বেয়ে বঙ্গোপসাগরের গর্ভাশয়ে। পতনের প্রতিক্রিয়ায় সফেদ ফেনিল জলরাশি গুঁড়ো হয়ে মিশে যাচ্ছে বায়ুপ্রবাহে। জলপ্রপাতের শীর্ষদেশে আমি যেন মহাদেব হওয়ার ভান করছি। যেন সকলি সংঘটিত আমারই অঙ্গুলি হিলনে। এমন সময়ে শ্রীজয় বলল, 'আর নয় এবারে যেতে হবে।' এখানে শেষ ছবিটি যখন তোলা হলো বাস্তবের ঘড়িতে তখন সকাল ১০টা ৩৭ মিনিট। সত্যিই হাতে আর সময় নেই । ফিরতে হবে রাঁচিতে। কেননা আজ জাতীয় আলোচনা চক্রের দ্বিতীয় দিন।

সচরাচর প্রাপ্তির আনন্দেও অতৃপ্তির গুঞ্জন দাঁড় করায় না-প্রাপ্তির কিনারায়। স্বভাবতই আকর্ষণ বাড়ে বহুগুনে। তাই ফেরার পথও আমার নিকট সমান আকর্ষণের। সত্যি কথা বলতে দশম ফলসের গ্রামীণ পথ অতীব সুন্দর। শহুরে আভিজাত্যের গগনচুম্বী অট্টালিকা এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আড়াল করার নেশায় এখনও মেতে ওঠেনি। পরিবেশ দূষণের যথেচ্ছাচার এখানে অনুপস্থিত। অটো করেই ফিরতি পথে পৌঁছে যাওয়া গেল দশম ফলস রোড মোড়ে। সেখান থেকে পাবলিক বাসে রাঁচি। আমরাও সটান সেন্ট্রাল লাইব্রেরি হলে। ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ১টা চল্লিশ। মঞ্চে তোড়জোড়। সাউন্ড মাস্টার টেস্ট করে নিচ্ছেন। মঞ্চে এখন মাত্র দু'জন। কিংবদন্তি মনোজ মিত্রবাবু এবং বিভাস চক্রবর্তী মহাশয়। হ্যালো, মাইক টেস্টিং হ্যালো, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। হ্যালো, হ্যালো। সাউন্ড মাস্টার মঞ্চ থেকে নেমে এলেন ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে। প্রস্তুতি সারা। দু'জনের সামনে দু'টি বই। সংলাপ পাঠ করবেন মনোজবাবু ও বিভাসবাবু। মনোজবাবুর ডানদিকে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে মোবাইলবন্দী করছেন শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। আর সঞ্চালকের ডায়াসে কনুইয়ে ভর দিয়ে সদাহাস্যময়ী শুভ্রা চ্যাটার্জী (বিভাগীয় প্রধান) প্রাণ ভরে আত্মস্থ করছেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গতকালকের পোষাকেই আছেন মনোজবাবু। পরিবর্তন শুধুমাত্র টুপির রঙে। আজ তিনি ডার্ক কফি কালারের টুপি পড়েছেন। বিভাসবাবু গতকাল কোন পোশাকে ছিলেন খেয়াল নেই। কিন্তু আজ তিনি কালো প্যান্টের ওপর স্কাই ব্লু কালারের পাঞ্জাবি। তার ওপর চড়ানো আছে খাদির জহরকোট। ঘিয়ে রঙের ওপর কালোর আঁচড় দেওয়া। চোখে চশমা। সাদা চুল ও গোঁফ দাড়িতে তাঁকেও মানিয়েছে বেশ। বিভাস চক্রবর্তী ও মনোজ মিত্র মহাশয়ের যৌথ প্রয়াসে 'সাজানো বাগানে'রই সংলাপ পাঠ প্রত্যক্ষ শ্রবণের মুহূর্ত আমৃত্যু ভোলার নয়। এই পাওয়া ভুলে যেতে সাহায্য করে জীবনে অনেক না পাওয়ার বেদনাকে। মধ্যাহ্নভোজন বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশনে কলকাতার রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী চিত্রিতা গাঙ্গুলী পরিবেশন করলেন রবীন্দ্র নাটকের নির্বাচিত গান। আলোচনাচক্রে উপস্থিত সকল শ্রোতার হৃদয় হরণ করলেন সুমধুর বাঁশির সুরে সমীর শেঠ মহাশয়। যেন কৃষ্ণ কানহাইয়া। সেই সুর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'। সবমিলিয়ে এই দু'দিনের আয়োজনে প্রাপ্তির ঝাঁপি কানায় কানায় পূর্ণ। অভিজ্ঞ সুকদেব কানে কানে বলল, 'দাদা, চলো, এবারে শংসাপত্র সংগ্রহ করি। তাছাড়া আমাদের ট্রেনের সময়ও হয়ে এসেছে। ঘড়িতে তখন ৫টা বাজতে দশ। সত্যিই এবার বেরোতেই হবে। সন্ধ্যে ৭টা ১০ মিনিটে রাঁচি-ভাগলপুর বনাঞ্চল এক্সপ্রেসে আমাদের টিকিট আছে স্লিপার ক্লাসে। যেখানে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম সেখানেই পেয়ে গেলাম ব্রজবাবুকে। সংগ্রহ করলাম শংসাপত্র। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ড. শুভ্রা চ্যাটার্জী মহাশয়ার সাথে সৌজন্যবার্তা সম্পাদন করে বেরিয়ে পড়তেই হলো আমাদের। সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে হোটেল অলোকার দূরত্ব খুব বেশী নয়। টোটোতে পৌঁছে গেলাম হোটেল অলোকায়। হোটেলের বিল আগেই মেটানো ছিল। তাই রুম থেকে লটবহর নিয়ে দ্রুত হোটেল ছাড়লাম, ম্যানেজারের হাতে রুমের চাবি ধরিয়ে দিয়ে। কাছেরি চকে একটু অপেক্ষা করতেই পেয়ে যাই অটো। একই অটোতে স্টেশন পৌঁছানো যাবে ভেবে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু অফিস ফেরত সময়ে ট্র্যাফিক জ্যাম আমাদের কপালে ফেলল চিন্তার ভাঁজ। শহিদ চক হয়ে নিউক্লিয়াস মোড়ে পৌঁছতেই ব্যয় হল অনেকটা সময়। তারপর কিছুটা স্বস্তি মিলল। সময়মতো পৌঁছে গেলাম রাঁচি স্টেশনে। সময়ের কচকচানি এখন আর নেই। তাই স্টেশনের বাইরেই একটু চা-পান করা গেল। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনুসন্ধিৎসু নয়নযুগল ফিল্মি কায়দায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে নিল। একটা বিশেষত্ব নজর কাড়লো। সবরকম ফাস্টফুডই সার্ভ করছে কাচা শালপাতায়। সমগ্র রাঁচি জুড়েই এদৃশ্য সুলভ।

তাই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তথা জেলা শহরগুলিতে থার্মোকল ও প্লাস্টিকের আবর্জনা যেভাবে ড্রেনের গতিরোধ করে এখানে তেমনটা নয়। কাচা শালপাতা পচনশীল। ফলে দূষণের মাত্রাও কম। স্টেশনের মূল প্রবেশদার দিয়ে আমরা পৌঁছলাম এক নম্বর প্লাটফর্মে। এক নম্বর প্লাটফর্ম লাগোয়া হোটেলেই সেরে নিলাম নৈশভোজন। রাঁচির হোটেলগুলিতে ভাতের মেনুতে একটি আবশ্যক পদ রাইতা। ইতিপূর্বে ২০০৭/০৮ খ্রীষ্টাব্দে একবছর আসামে কাটাতে হয়েছিল। সেখানকার হোটেলগুলিতে ভাতের মেনুতে আবশ্যিক পদ শুটকি মাছের চাটনি। পদটির পোশাকি আঞ্চলিক নাম সিদল। আর একটি বস্তু আমি রাঁচি স্টেশনেই প্রথম দেখলাম। যার পোশাকি নাম WVM. অর্থাৎ Water Vending Machines. যথাসময়ে ট্রেন আসলে আমরা ট্রেনে উঠে পরলাম।

যথা সময়েই ট্রেন ছাড়ল। একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের দুটো দিন অন্যভাবে কাটাতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হলো। জীবন ডায়েরির কয়েকটি পৃষ্ঠায় স্বর্ণালী অধ্যায় রচনার অবকাশ দেওয়ার ধন্যবাদ রাঁচি। বাই বাই।